জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
website: www.jb.com.bd

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩

আরসিডি সার্কুলার নং- ৮৮/২০

তারিখ ঃ ১৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ
২৯ শ্রাবণ ১৪২৭ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

প্রিয় মহোদয়,

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান ১৩.৬৫ শতাংশ (২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)। দেশের মোট শ্রমজীবীর ৪০.৬০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত হলেও জনসাধারণের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া, কৃষিখাত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পুষ্টি সমস্যা সমাধান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা ব্যাপক। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি খাতের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসজনিত মহামারির কারণে সৃষ্ট সংকটে আর্থিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হচ্ছে, যার দরুণ অন্যান্য খাতের ন্যায় কৃষি খাতেও নেতিবাচক প্রভাব গণ্য করা যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব দীর্ঘায়িত হলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বজায় রাখতে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ চলমান ও এ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও কৃষির আধুনিকীকরণসহ কৃষি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার এর কৃষিবান্ধব নীতির অনুসরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরও কৃষি খাত উন্নয়নের জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারি কাটিয়ে উঠে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা, বাণিজ্যিক কৃষির গতি বৃদ্ধি করা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয়-উৎসারী কর্মকান্ড চলমান রাখা, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি কৃষি পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের কৃষির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে কৃষকদের মধ্যে চাষাবাদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, এলাকাভিত্তিক জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের নীট ঋণ ও অগ্রিমের ২% হারে হিসাবায়ন করে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৬,২৯২.০০ (ছব্বিশ হাজার দুইশত বিরানব্বই মাত্র) কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আমাদের ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ৭৫০.০০ (সাতশত পঞ্চাশ মাত্র) কোটি টাকা।

২.০০। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের কৃষি ও কৃষিবান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র মূল দিকগুলো ঠিক রেখে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ঋণ নীতিমালায় যে সকল নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে তার মধ্যে- কৃষি ও পল্লী ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও এর আওতা বৃদ্ধিকরণ, প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে গয়াল ও তিতির চাষের ঋণ নিয়মাচার সংযোজন, আধুনিক (বায়োফ্লক) পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, ঋণ নিয়মাচারের একর প্রতি ঋণসীমা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার, ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি, বীজ উৎপাদন ঋণ নিয়মাচার, বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তাদের এসিডি সার্কুলার নং- ০৩ তারিখ ঃ ২২ জুলাই, ২০২০ (০৭ শ্রাবণ, ১৪২৭) এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংকের বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনার আলোকে অত্র ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতঃ তা অনুসরণ ও পরিপালনের জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

২.০১। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ

২.০১.১। প্রকৃত কৃষক/ঋণগ্রহীতা সনাক্তকরণ ঃ

শাখাসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণের আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এর ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশ বই এর ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

২য় পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

২.০১.২। ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা ঃ

কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িতরাও কৃষি ও পল্লী ঋণের সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। তবে, সাধারণভাবে খেলাপি ঋণগ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিসহ অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে।

২.০১.৩। আবেদনপত্র সহজীকরণ ঃ

কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করতে কৃষি ঋণ, বিশেষতঃ শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম প্রদানের সময়ই গ্রাহককে এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে। এ প্রেক্ষিতে শাখায় ব্যবহারের জন্য অনুকরণীয় একটি কৃষি ঋণের (শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) আবেদনপত্র **পরিশিষ্ট- 'গ'** সংযোজিত করা হল।

২.০১.৪। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার ও বিবেচনা ঃ

সংশ্লিষ্ট শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় ফসল ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের মৌসুম শুরু হবার অন্ততঃ ১৫(পনের) দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কৃষকদের বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদনপত্র গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া যাবে।

গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোন অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে, শস্য/ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিস্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিস্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে আবেদনপত্র জমার দিন হতে সর্বোচ্চ ১০(দশ) কর্মদিবস।

বাতিলকৃত আবেদনপত্রগুলো বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল এবং আমাদের ব্যাংকের নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য রেজিস্টারসহ ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে।

২.০১.৫। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ ঃ

কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাত্র ১০ টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে হিসাব খোলা যাবে। এ ধরনের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২.০১.১৮ এ উল্লিখিত শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখা/শাখাসমূহের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সকল প্রকার কৃষি ও পল্লী ঋণে নির্ধারিত সুদ ব্যতিত অন্য কোন নামে কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং ফি/মনিটরিং ফি ইত্যাদি ধার্য করা যাবে না।

শস্য/ফসল ঋণ (৫ একর পর্যন্ত) আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে শাখাসমূহ নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে না ঃ

- ডিপি নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক)
- লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
- লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

২.০১.৬। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ঃ

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদাকার জমিতে কৃষি ঋণের আবেদন শাখা/এরিয়া/বিভাগীয় অফিসসমূহ তাদের মঞ্জুরি ক্ষমতার আওতায় প্রচলিত শর্তে বিবেচনা করতে পারবে।

২.০১.৭। সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারী ঃ

আরসিডি সার্কুলার নং- ৭৩/১৮ তারিখ- ১১/১২/২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক যে কোন অঙ্কের সকল বকেয়া শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি-তে রিপোর্ট করতে হবে। তবে নতুন মঞ্জুরি বা নবায়নের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টি সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য, খেলাপি ঋণগ্রহীতা যাতে কৃষি ঋণ না পান সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে।

২.০১.৮। জামানত ঃ

সাধারণভাবে ৫ একর পর্যন্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধন (Crop Hypothection) এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ৫ একর এর বেশি জমি চাষাবাদের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা/না করার বিষয়টি শাখাসমূহ নিজেরাই প্রচলিত শর্তে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

২.০১.৯। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা ঃ

'লীড ব্যাংক' পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করবে। তবে, অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে।

এ ছাড়া, বর্তমানে বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৩য় পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

২.০১.১০। কৃষি ঋণ পাশ বই ঃ

কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য 'পাশ বই' আবশ্যক এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতঃ শাখাসমূহ সকল জরিপ সম্পাদনের মাধ্যমে পাশ বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্যাদির আলোকে পাশ বই ইস্যু/প্রস্তুত করতে হবে। নতুন ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.০১.১১। সঞ্চয়ী হিসাব/১০ টাকায় খোলা হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ঃ

ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাব/১০ টাকায় খোলা হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। অর্থাৎ কৃষি ও পল্লী খাতের সকল ঋণ কৃষি ঋণ পাশ বই এবং সঞ্চয়ী হিসাব/১০ টাকায় খোলা হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

২.০১.১২। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ ঃ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা **পরিশিষ্ট-'ড'** এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। তবে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচি স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে শাখাসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপণের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.০১.১৩। মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ঃ

যে সকল অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব সে সকল এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য সংযুক্ত **পরিশিষ্ট-'ঢ'** তে বর্ণিত সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.০১.১৪। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification) ঃ

দেশকে খাদ্য উৎপাদনে দ্রুত স্বয়ম্ভর করা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজ জাতীয় খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য 'শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি'র মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। শাখাসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

২.০১.১৫। এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার ঃ

অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area Approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডালজাতীয় শস্য, কলা, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় ঐ সব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

২.০১.১৬। কৃষি ঋণের Core খাতে ঋণ বিতরণ ঃ

কৃষির প্রধান (Core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২.০১.১৭। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

২.০১.১৮। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক হিসাবধারীদেরকে উক্ত হিসাব এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং হিসাব সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান ঃ

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অংশ হিসেবে কৃষকদের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যাংকে ১০ টাকায় খোলা হিসাবের মাধ্যমে ভর্তুকী জমা ছাড়াও ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিটেন্স জমা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রম উৎসাহিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে ঃ-

ক. কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের এ ধরনের হিসাব রয়েছে তাদেরকে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া এসব হিসাবের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

খ. হিসাবসমূহের লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব হিসাবের উপর সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১-২ শতাংশ বেশি হারে সুদ প্রদান করতে হবে (নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং- ২৬১/১১ তারিখ- ১১/০১/২০১১ অনুযায়ী)।

গ. এ বিপুল পরিমাণ হিসাব সচল রাখার জন্য কৃষকের ফসল বিক্রির টাকা বা তাদের গচ্ছিত টাকা এসব হিসাবে জমা, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে un-tapped savings সংগ্রহে শাখাসমূহকে উদ্যমী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঘ. শাখাসমূহকে এ ধরনের হিসাবে রক্ষিত সঞ্চয়ের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্পসুদে অর্থাৎ আমানতের উপর প্রদেয় সুদহার অপেক্ষা মাত্র ২% বেশি হার সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ৪০/১৩ তারিখ- ০৮/০১/২০১৩ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. এ হিসাবগুলোতে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোনরুপ চার্জ বা ফি আরোপ করা যাবে না।

চ. এ ধরনের হিসাবে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক/লেভি কর্তন রহিত করা হয়েছে।

ছ. কৃষকের হিসাবগুলোকে কখনোই ইনঅপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না।

৪র্থ পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

জ. কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেওয়া যাবে। তবে, যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই প্রদান করতে হবে।

ঝ. ১০ টাকার হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ২০০.০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (Revolving Refinance Fund) গঠন করেছে।

উল্লেখ্য, সময়মত সরকারের দেওয়া ভর্তুকী জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে দশ টাকায় খোলা কৃষক হিসাবসমূহ কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী সরবরাহ করছে, যা অব্যাহত থাকবে।

২.০১.১৯। আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি ঃ

কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ৩(তিন) বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। আবর্তনশীল শস্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ২০/০৯ তারিখ- ১৬/০২/২০০৯ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২.০১.২০। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (Contract Farming) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান ঃ

উৎপাদনকারী কৃষক এবং বৃহদাকারে কৃষি পণ্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা বাজারজাতকরণের খরচ কমিয়ে আনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য (Fair Price) পেতে ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রপ্তানি এবং বাড়তি ভোগ চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গুড়া মসলা, বোতলজাত তেল, জুস, চিপস্, চানাচুর, পোল্ট্রি ফিড ইত্যাদি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণকে গুণগত মান ঠিক রেখে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে।

২.০১.২০.১। চুক্তিতে যেসব বিষয়ে উল্লেখ থাকবে ঃ

চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে ক্রেতার একটি বৈধ চুক্তি (৩০০ টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্প পেপারে সম্পাদিত) সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিটি অবশ্যই কৃষি পণ্য উৎপাদনের পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে। চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ-

ক. গ্রুপ ভিত্তিক চুক্তি সম্পাদনকালে একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সহিত আলাদাভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ একই চুক্তির আওতায় পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সহিত একাধিক চুক্তি করা যাবে না। চুক্তিতে মেয়াদকাল, জমির পরিমাণ, তফসিল, উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ, পণ্যের গুণগতমান, চাষ পদ্ধতি, শস্য সরবরাহ ব্যবস্থা, পণ্যের মূল্য, অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি, বীমা ব্যবস্থা (শস্য বীমা চালু হওয়া সাপেক্ষে) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

খ. এ ধরনের চুক্তিতে কৃষককে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেসব সহযোগিতা প্রদান করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ যদি কৃষকের অনুকূলে ঋণ প্রদান করা হয় তাহলে ঋণের পরিমাণ, ঋণের সুদের হার, ঋণ সমন্বয় পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া উপকরণ (যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের নাম, পরিমাণ, উপকরণের মূল্য এবং মূল্য কিভাবে ঋণ পরিশোধের সাথে সমন্বিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

গ. কৃষকের উৎপাদিত পণ্য চুক্তিতে উল্লিখিত গুণাগুণ অনুযায়ী হলে/না হলে পণ্যের বিক্রয়মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে, কৃষক যদি উক্ত উৎপাদিত পণ্য তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করে সেক্ষেত্রে কৃষকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ও উপকরণ সহায়তা কিভাবে সমন্বিত হবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘ. ঋণ এবং উপকরণ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা যেমন- প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি প্রদান করা হলে তা বিনামূল্যে কিনা অথবা মূল্য নির্ধারণ করা হবে, মূল্য নির্ধারণ করা হলে কি পরিমাণ তা চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

ঙ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকের অনুকূলে নির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করতে হবে।

২.০১.২০.২। উদ্যোক্তা বা ক্রেতার যোগ্যতা ঃ

- রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানী হতে হবে।
- কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২.০১.২০.৩। অন্যান্য শর্তসমূহ ঃ

ক) কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের সঙ্গে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রতিটি ঋণ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

খ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষকের সহিত গ্রুপ ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করলে সম্পাদিত চুক্তির সহিত কৃষকের তালিকা অত্র বিভাগে সরবরাহ করতে হবে। তালিকায় কৃষকের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত সুদহার (reducing balance পদ্ধতিতে) নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে।

ঘ) উপকারভোগী কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত অর্থায়নকারী ব্যাংককে তা সরবরাহ করতে হবে।

ঙ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লিখিত ফসলসমূহের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফসল চাষে একর প্রতি ঋণ সীমা অনুসরণ করতে হবে।

৫ম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

চ) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লিখিত খাত/উপখাতসমূহের মধ্যে কেবল ফসল উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, মৎস্য চাষ এবং প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় কেবল দুগ্ধ উৎপাদন খাতে ঋণ প্রদান করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় প্রদত্ত ঋণসমূহের সদ্ব্যবহার যাচাইকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ ছাড়া ব্যাংকসমূহ নিজেরাও ঋণ বিতরণের পর সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ করবে। প্রেরিতব্য প্রতিবেদনে সকল কৃষকের নামের তালিকা, জমির পরিমাণ, কৃষকওয়ারী ঋণের পরিমাণ, কৃষকের অনুকূলে উপকরণ সহায়তার ক্ষেত্রে উপকরণের মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষক পর্যায়ে তথ্যাদি সরবরাহে ব্যর্থ হলে উক্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.০১.২১। মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম ঃ

বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা অপ্রতুল তারা মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)- এর অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক. এমআরএ'র অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরনের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ. এমএফআই হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ. সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা- ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ন প্রকৃতই কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ. ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবল তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিবেচিত হবে।

ঙ. কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ শস্য/ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য/ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

চ. এমএফআই লিংকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণের Overlapping রোধকল্পে তথা ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এমএফআই নির্বাচনে ব্যাংকসমূহকে সর্তক হতে হবে।

২.০১.২২। কৃষি ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ঃ

কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রতিটি শাখায় কৃষি ঋণের সুদ হার, কৃষি ঋণের খাতসমূহের বিবরণ, ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের রেয়াতি সুদ হার এবং শাখার কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.০২। কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় ফসল উৎপাদনসহ পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ-

২.০২.১। কর্মসূচির আওতাভূক্ত খাত/উপখাতসমূহ ঃ-

কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভূক্ত খাত/উপখাতসমূহ নিম্নরুপ ঃ

ক) শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ **পরিশিষ্ট-'ঠ'** তে উল্লিখিত সকল ফসল);
খ) মৎস্য সম্পদ;
গ) প্রাণিসম্পদ;
ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
চ) বীজ উৎপাদন (**পরিশিষ্ট-'ণ'** ও **পরিশিষ্ট-'ত'** অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে প্রদানের জন্য)
ছ) শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ);
জ) দারিদ্র বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় উৎসারী কর্মকান্ডে প্রদত্ত ঋণ);
ঝ) অন্যান্য (ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)।

স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণের আওতায় বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি **পরিশিষ্ট-'ক'** তে সন্নিবেশিত। উল্লেখ্য, কৃষি ভিত্তিক শিল্প খাত কৃষি ঋণের অন্তর্ভূক্ত নয়।

৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

২.০২.২। শস্য/ফসল খাতে ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'ঋণ নিয়মাচার' অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, ফসল বপন ও সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী 'ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি', 'শ্রেণীবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা', ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি শাখাসমূহের অনুসরণের জন্য যথাক্রমে **পরিশিষ্ট-'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ন', ও 'প'** এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

উল্লেখ্য, কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে। **নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না**।

২.০২.৩। শস্য ও ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ ঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে প্রাক্কলিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% শস্য ও ফসল ঋণ খাতে বিতরণ করতে হবে।

২.০২.৪। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ঋণ প্রদান ঃ

২.০২.৪.১। মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান ঃ

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও পুকুরে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশি মাছ (কৈ, মাগুর ও শিং), রুই, কাতলা, মৃগেল ও মনোসেক্স তেলাপিয়া ইত্যাদি চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে শাখাসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

ইজারা পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ৬৯ তারিখ- ১১/০১/২০১৮ এবং পল্লী ঋণ বিভাগের পত্র সূত্র নং- পঋবি/মনই/ মৎস্য/৯২-৯৩/২১০৬ তারিখ- ২৬/১২/১৯৯২ ও পত্র সূত্র নং- পঋবি/নিয়মাচার ও নীতিমালা (চিংড়ি ঋণ)/আলাল/২০০৬ তারিখ- ০৩/১০/২০০৬ এ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদত্ত হয়েছে; যা অনুসরণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য, মৎস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০% ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.০২.৪.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান ঃ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামদি ক্রয়/ সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণে শাখাসমূহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া, ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে- মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুটকী মাছ উপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যাবে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদেরকে প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ০২ তারিখ- ০৬/১২/২০০৭ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। তা ছাড়া আরসিডি সার্কুলার নং- ২১৫ তারিখ- ১০/০৪/৯৩ এর নীতিমালা অনুসরণ করেও এক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা যাবে।

২.০২.৪.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান ঃ

শাখাসমূহ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবিদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাখাসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবিরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.০২.৪.৪। খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ প্রদান ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হল খাঁচায় মাছ চাষ। চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা এবং নাটোরের চলনবিলে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ (Cage Culture) এর জন্য আমাদের ব্যাংক কর্তৃক আরসিডি সার্কুলার নং- ৩৪/১১ তারিখ- ১৪/০৩/২০১১ জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারে নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে।

২.০২.৪.৫। উপকূলীয় এলাকায় অ্যাকুয়াকালচার খাতে ঋণ প্রদান ঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্য চাষ শুধুমাত্র চিংড়ি চাষে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে, উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় আরো অনেক মৎস্য প্রজাতিকে একোয়াকালচার এর আওতায় এনে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণসহ রপ্তানি করতঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কাদামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ খুবই অল্প হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূলধনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হলে সমুদ্রে অপ্রচলিত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহ স্থানীয় মৎস্য চাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক এ খাতে ঋণ প্রদান করতে পারে।

২.০২.৪.৬। পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ ঃ

কোন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ে এক বা একাধিক দিক বাঁশের বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খালে, মরা নদীতে, হাওর, বাওড়, বন্যা প্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

৭ম পৃঃ দ্রঃ

শাখাসমূহ পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষি/মৎস্যচাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে শাখাসমূহ প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.০২.৪.৭। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ঃ

মাছ চাষের আধুনিক উপায়সমূহের মধ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ অন্যতম। এটা বৃহদাকার ড্রাম বা ট্যাংকে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে সাধারণ পুকুরের চেয়ে একই পরিমাণ আয়তনে কয়েকগুণ বেশি মাছ চাষ করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

মৎস্য চাষ খাতের আওতায় শাখাসমূহ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। শাখাসমূহ এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্য চাষী ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

২.০২.৫। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শাখাসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীন ব্যাংকগুলোর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০ শতাংশ প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

২.০২.৫.১। গবাদি পশু ঃ

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মত মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহনেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করতে হবে।

গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারী চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.০২.৫.২। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঃ

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভী পালনের জন্য ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়েছে। এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে আদায়পূর্বক উক্ত ঋণের বিপরীতে সুদ ক্ষতি/ভর্তুকী বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত ৫% দাবী করতে পারবে। এ ছাড়া, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%, যা পরিবর্তিনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) আওতায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের ১৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এ স্কীমের আওতায় সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

২.০২.৫.৩। পোলট্রি খাত ঃ

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোলট্রি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নেওয়া পোলট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে ডিম ও মাংসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শাখাসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্ন বর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ-

ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাসঁ-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তা ছাড়া, কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি হাঁস-মুগরীর খাদ্য উৎপাদন খাতেও ঋণ প্রদান করতে হবে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করতে হবে।

গ) পোলট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ব্যাংকের নিজস্ব বিভিন্ন কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী এবং **পরিশিষ্ট- 'দ/১' ও 'দ/২'** তে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক এ খাতে ঋণ বিতরণ ত্বরান্বিত করতে হবে।

২.০২.৫.৪। টার্কি পাখি পালনে ঋণ প্রদান ঃ

বাংলাদেশে টার্কি পাখি পালন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। টার্কি পাখি পালনের জন্য উন্নত অবকাঠামোর দরকার হয় না এবং তুলনামূলক খরচ কম হওয়ায় এদেশের মানুষ টার্কি পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। টার্কির মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং চর্বির আধিক্য

৮ম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

কিছুটা কম হওয়ায় এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে খামার করে টার্কি পালনে লাভবান হচ্ছে খামারীরা। টার্কি পাখি পালন একদিকে যেমন গরু বা খাসির মাংসের বিকল্পরূপে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করছে অন্য দিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টার্কি পাখি পালনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্যও অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টার্কি পাখি পালনে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে ঃ

ক) টার্কি বাচ্চা ক্রয়, ছোট আকারের খামারের জন্য (সর্বোচ্চ ১০০০ টি টার্কি পাখি পালনের জন্য) এবং খাদ্য, টিকা ও ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

খ) টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ও ঝামেলাহীনভাবে দেশী মুরগীর মত পালন করা যায় বিধায় দেশের সকল অঞ্চলে এ খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) টার্কি পালনে অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং খামারের ঝুঁকি কম হওয়ায় পারিবারিক উদ্যোগে টার্কি পালন খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো **পরিশিষ্ট-'দ/৩'** মোতাবেক নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.০২.৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ খাতে ঋণ প্রদান ঃ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি যেমন-ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপ-খাতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্‌ভিন্ন, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শাখাসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে শাখাসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

২.০২.৬.১। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ প্রদান ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরী হলে অনেক সময় কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। এ জন্য কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.০২.৬.২। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান ঃ

সেচ যন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সাধারণত ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। অথচ সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সেচের কাজ করাসহ বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা সম্ভব। শুকনো মৌসুমে, যখন প্রচুর রোদ ওঠে এবং ক্ষেতে শুষ্কতা/খরা দেখা দেয় তখনই সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে। সেই সময়ে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুমে বা মেঘলা আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায়; ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। কাজেই সোলার হোম সিস্টেম এবং সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র স্থাপনে কিছুটা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২.০২.৬.৩। কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার ঃ

কৃষি খাতে জ্বালানী সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় অনগ্রসর এবং বিদ্যুত সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

২.০২.৭.৪। কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ প্রদান ঃ

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির ছোঁয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে যা এদেশের সনাতন কৃষি ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করছে। এদেশে Agricultural Mechanization এর দ্রুত উন্নয়নের ফলে কৃষিকাজে সময় ও ফসল উভয়ের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০% কৃষিকাজে নিয়োজিত হলেও, মাত্র ৫২.৯১% কৃষকের নিজের জমি আছে যাদের মধ্যে ৮৪.৩৯% কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক অর্থাৎ তাদের জমির মালিকানা ০.৪৯৪-২.৪৭ একর মাত্র। গ্রামের এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বেশিরভাগই এত দরিদ্র যে, তাদের পক্ষে এককভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে, সাধারণত কিছু অর্থবান কৃষকেরা ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করতে দেয়। তবে নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত কৃষিঋণ শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একক অথবা গ্রুপভিত্তিতে প্রদান করতে হবে যাতে তারা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিজের জমিতে ব্যবহার করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ খাতে এক বা একাধিক কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদে একক অথবা গ্রুপভিত্তিতে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট যন্ত্রের বাজারমূল্যের অধিক হতে পারবে না। তা ছাড়া, কোন কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি একই ধরনের একটির বেশী যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা পাবেন না এবং ঋণ প্রদানের বিষয়টি ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৯ম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

২.০২.৭। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন ঋণ প্রদান ঃ

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, কৃষি খাতে সঠিক পরিকল্পনা ও যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমাদের কৃষিখাতকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে। কৃষি খাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করলেও তা পর্যায়ক্রমে জমির উর্বরতা শক্তি ক্ষয় করছে, যা ভবিষ্যৎ কৃষির জন্য একটি ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এ সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে কৃষিবিদ এবং বিজ্ঞানীরা পরিবেশবান্ধব জৈব সার ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। রাসায়নিক সারের পরিবর্তক হিসেবে কেঁচো কম্পোস্ট সার একটি ভাল, সস্তা এবং সহজলভ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) এক ধরনের জৈব সার, যা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রাখতে সতায়তা করে। পঁচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত। কেঁচো কম্পোস্ট সার যাতে ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা হয় সেজন্য প্রচুর পরিমাণে ঋণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা (**পরিশিষ্ট-'ট'**) অথবা আরসিডি সার্কুলার নং-৪১/১৩ তারিখ-১৮/১১/২০১৩ এর নীতিমালা অনুসরণযোগ্য হবে।

২.০২.৮। শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান ঃ

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন। সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/ অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যাবে।

এ ছাড়া, আলু আমাদের একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। কিন্তু উৎপাদন মৌসুমে আলুর ব্যাপক উৎপাদনের ফলে দেশে বিদ্যমান সংরক্ষণাগারে উৎপাদিত আলুর এক তৃতীয়াংশ এর বেশি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। মৌসুমে আলুর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অধিক থাকার ফলে আলুর বাজার মূল্য হ্রাস পায় এবং পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাবে উৎপন্ন আলুর একটি বড় অংশ পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে গৃহ পর্যায়ে স্বল্প খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকগণকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রকৃত খরচ নির্ধারণে প্রয়োজনবোধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

২.০২.৯। উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান ঃ

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল বলতে সাধারণত ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছ-গাছড়া, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে।

বিশেষ বিশেষ সবজি (করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা, সফেদা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, কমলা, আমড়া, রাম্বুটান) এবং মসলা (মরিচ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, হলুদ), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমূখী ও চিনা বাদাম. ওয়েলপাম), কাজুবাদাম এবং পোলাউ'র (সুগন্ধি) চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

২.০২.১০। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান ঃ

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু এবং স্ট্রবেরিসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। এ খাতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.০২.১১। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান ঃ

পাট চাষে বাংলাদেশের রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে পাট বীজের গুণগত মান, পুষ্টি, আঁশ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেড়ে উঠার অবস্থা ইত্যাদি তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এটি পাট চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে কম পানিতে পাট পঁচানো, রোগ ও আগাছা প্রতিরোধী, লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশী পাটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সঙ্গত কারণে, বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে পাট চাষ হয়, সে সব অঞ্চলে পাট চাষ, চাষের সরঞ্জাম ক্রয় খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে।

২.০২.১২। ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান ঃ

ওয়েলপাম বাংলাদেশের তরল সোনা হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমদানি নির্ভর ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে নতুন কৃষিপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে ওয়েলপাম চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। পাহাড়ি এলাকাসহ দেশের ২৭টি কৃষি অঞ্চল ওয়েলপাম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে দেশের কোন কোন এলাকায় ওয়েলপাম গাছ রোপণ করা হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনও ওয়েলপাম চাষ হচ্ছে না। চারা রোপণের সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ওয়েলপাম গাছ থেকে তেল উৎপাদনের জন্য পরিপক্ক ফল পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপামের চাষ করলে তা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ওয়েলপামের বীজ উৎপাদিত হয় তা থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তেল উৎপাদন করা হয়, যা বাণিজ্যিকভাবে খুব একটা লাভজনক নয়। কিন্তু ক্রাশার মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পাম তেল উৎপাদন করা খুবই লাভজনক। তাই সমগ্র দেশে পরিকল্পিতভাবে ওয়েলপাম চাষ ছড়িয়ে দেয়া এবং উৎপাদিত ওয়েলপাম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হলে ভোজ্য তেলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

১০ম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপাম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওয়েলপাম চাষে আগ্রহী হবেন। তাই ওয়েলপাম চাষে আগ্রহীদেরকে শাখাসমূহকে ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করতে হবে।

২.০২.১৩। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে ঋণ প্রদান ঃ

আম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় ফল। আমকে বাংলাদেশের ফলের রাজা বলা হয়ে থাকে। ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম আম উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশী আম উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে আমের চাষ করা হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলে উৎপাদিত আম বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। পরিকল্পিত ভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে আম রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এপ্রিল-জুলাই মাসে আমের আবাদ শুরু হয় এবং মে-আগষ্ট মাসে পাকা আম বাজারে পাওয়া যায় । তবে, এ সময়কাল ছাড়াও, বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য প্রায় সারাবছর আম বাগানের পরিচর্যা করার প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটু যত্নবান হলে আমের ফলন কয়েকগুণ বাড়ানো যায়। আর তাই এর যত্ন নিতে হয় আম সংগ্রহের পর থেকেই। মৌসুমের পর পরেই রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা একটু ভাল অংশসহ কেটে ফেলতে হয়। এ ছাড়া, প্রায় সারাবছর ধরে জমি তৈরি, সেচ প্রদান, সার ও কীটনাশক প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে উৎপাদন মৌসুম ছাড়াও অন্যান্য সময়ে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। তাই সমগ্র দেশে পরিকল্পিতভাবে আম চাষ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আম চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

অন্যদিকে লিচু আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় ফল। দেশের সকল স্থানেই কমবেশি লিচু চাষ হয়ে থাকে। পরিকল্পিতভাবে লিচুবাগান করতে হলে চারা রোপণ থেকে শুরু করে সারাবছর ধরে জমি তৈরি, কীটনাশক প্রদান, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হয়। এছাড়া আবহাওয়া ও মাটির ধরণ অনুসারে লিচু গাছে ফুল আসার পরে সপ্তাহ অন্তর সেচ দিতে হয়। লিচু চাষে ফল সংগ্রহের পর পর রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা একটু ভাল অংশসহ কেটে ফেলতে হয়। লিচু ফলের মৌসুম শেষ হওয়ার পর পরই গুটি কলমকৃত লিচুর চারা রোপণ কার্যক্রম শুরু করতে হয়। তাই সারাবছর ধরেই লিচু চাষে অর্থের যোগান প্রয়োজন হয়। এপ্রেক্ষিতে, লিচু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিচু চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে।

পেয়ারা ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি জনপ্রিয় ফল। দেশীয় ফলসমূহের মধ্যে পেয়ারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত অন্যতম লাভজনক ফল হিসেবেও বিবেচিত। বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত জাত উদ্ভাবন হওয়ায় বিভিন্ন ঋতুতে তথা সারা বছরই ব্যাপক হারে এবং প্রচুর পরিমাণে পেয়ারার উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ প্রায় সমগ্র এলাকায় পেয়ারা চাষ হয়ে থাকে। পরিকল্পিতভাবে বাগান করে বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা চাষ করা হয়। অধিক উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের চারা রোপন, জমির পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, বালাইনাশক পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। পেয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাগান পরিচর্যা এবং চাষে সারা বছরই চাষিদের অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ নিয়মাচার এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসারে সমগ্র দেশে পেয়ারা উৎপাদনে সারা বছর ঋণ প্রদান করা যাবে।

২.০২.১৪। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ প্রদান ঃ

বাংলাদেশে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের সবজি/ফল উৎপাদিত হয়। এ সকল সবজি/ফল সাধারণতঃ মৌসুম অনুযায়ী উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে, বর্তমানে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ক্রমাগত গবেষণার ফলে এ সকল সবজি/ফলের অমৌসুম জাতও আবিস্কৃত হয়েছে। সবজি/ফলের এ ধরনের অমৌসুম জাত চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অত্র নীতিমালা ও কর্মসূচিতে সংযোজিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণসীমার অধিক খরচ হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে এ ধরনের অমৌসুমী সবজি/ফলের চাষাবাদ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শাখাসমূহ এ খাতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারবে। অমৌসুমী সবজি/ফলের চাষাবাদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণসীমার অনধিক ২৫% বেশি পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

২.০২.১৫। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান ঃ

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে শাখাসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারি উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে শাখাসমূহ নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করতে পারবে। এ বিষয়ে আরসিডি সার্কুলার নং- ২৬৪ তারিখ- ২২/০৫/২০০২ এ প্রদত্ত নির্দেশনা/নীতিমালা অনুসরণযোগ্য।

২.০২.১৬। ঘৃত কুমারী (Aloe Vera) চাষে ঋণ প্রদান ঃ

Aloe Vera একটি বহুবর্ষজীবি (Perennial) গাছ। যা শুষ্ক অঞ্চলে জন্মে থাকে। সারা পৃথিবীতে এর ঔষধি গুণের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। এটা লিলিয়েসী পরিবারের উদ্ভিদ। বিভিন্ন পরিবর্তিত আবহাওয়ায় জন্মে। কম বৃষ্টিপাত এবং বেলে মাটিতেও ভাল জন্মে। এটা রুট সাকার/রাইজোম চারার মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

চারা ঃ প্রতি হেক্টরে ৩৭,০০০ - ৫০,০০০ সাকারের প্রয়োজন হয়।

গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ঃ ৪০ x ৪৫ cm অথবা ৬০ x ৩০ cm

সেচ ঃ রেইনফেড এবং ইরিগেটেড অবস্থায় জন্মাতে পারে। মাটি তুলে দেওয়া এবং আগাছা দমন করা উচিত।

চারা লাগানোর ২য় বছর হতে ফসল তোলা শুরু হয়। ১(এক) হেক্টর জমি থেকে ৪০-৪৫ মেঃ টন ঘন রসালো পাতা পাওয়া যায়। ঘৃত কুমারী চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

১১তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

২.০২.১৭। ড্রাগন ফল চাষে ঋণ প্রদান ঃ

ড্রাগন ফল ক্যাকটাস দলীয় লতানো গাছ। এ কারণে ড্রাগন ফল গাছকে সোজাভাবে বাড়তে সহায়তা দেয়ার জন্য খুটি বা পিলারের প্রয়োজন হয়। এটা একটা অতি দ্রুত বর্ধনশীল, তিন শিরা, ক্ষুদ্র কাঁটা বিশিষ্ট লতানো গাছ। এটা ক্যাকটাস পরিবারভূক্ত হলেও এ গাছের খরা সহিষ্ণু গুণ কম। বিগত ৫-৭ বছর ধরে ড্রাগন ফল চাষ হাইভ্যালু ফল হিসাবে এদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ড্রাগন ফলের ঠান্ডা সরবতের স্বাদ অপূর্ব; জ্যাম, জেলী, সিরাপ, জুস, ক্যান্ডি, ওয়েন এবং আইস ক্রীম তৈরীতে ড্রাগন ফ্লেভার অতি আকর্ষণীয়। কচি ফল তরকারী হিসাবে যথেষ্ট সুস্বাদু। প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি এ ফল চাষের জন্য উপযোগী। এ ফলের অধিকাংশ জাতের কিছুটা লবণাক্ত সহিষ্ণু গুণ আছে। এ জন্য দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এ ফল চাষ সম্প্রসারণে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ড্রাগন ফল চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২.০২.১৮। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ প্রদান ঃ

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রপ্তানী পণ্য। দেশের বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলীয় পঞ্চগড় এলাকায় চা চাষ হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চা চাষ উপযোগী জমিতে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আরো অধিক চা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন বা বাগানের সম্প্রসারণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চা চাষে সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রমে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। চা বাগান সৃজনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ যথা- চা চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যা, প্রুনিং, প্লাকিং ইত্যাদি কৃষি খাতের (৬০%) আওতায় পড়বে। তবে, প্লাকিংকৃত সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপটি শিল্প (৪০%) পর্যায়ে পড়বে। চা চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে, এই ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে শুধুমাত্র চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন বাগান সৃজন বা বাগানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২.০২.১৯। বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহ ঃ

২.০২.১৯.১। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ ঃ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় আমদানি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে এবং এ খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিতে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের উপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরসিডি সার্কুলার নং- ৩৫/১১ তারিখ- ১৫/০৬/২০১১ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২.০২.১৯.১.১। ঋণ বিতরণ ও আদায় ঃ

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪(চার) শতাংশ হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবে ঃ
- ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই ও অড়হর।
- খ) তৈলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন।
- গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ ও জিরা।
- ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লিখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ
- ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।
- খ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন ঃ কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা নিরুপণ, পাশ বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় ইত্যাদি এসব ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

২.০২.১৯.১.২। রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ

(১) ব্যাংকগুলোকে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১(এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৫(পাঁচ) শতাংশ হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করতে হবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ ঋণ সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা পুরো দাবীকৃত ঋণের ওপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেমন- মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণগ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

(৪) মঞ্জুরির সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদ হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৫) ৪(চার) শতাংশ হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে কোন কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতি ৪ শতাংশ হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদহার প্রযোজ্য হবে।

(৬) একজন কৃষক অন্য কোন ফসল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে উপর্যুক্ত রেয়াতি সুদহারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।

১২তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ <u>**২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।**</u>
<u>Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.</u>

(৭) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে এ খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হার নিশ্চিত করতে হবে।

২.০২.১৯.২। <u>রেয়াতি সুদ হারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান</u> ঃ

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তাঁরা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অত্র ডিপার্টমেন্টের পত্র সূত্র নং- আরসিডি-৩/লবণ ঋণ(পলি)/ আলাল/২০১১ তারিখ- ০৩/০২/২০১১ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারী ভর্তুকী ব্যবস্থায় ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষিগণ কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে।

২.০২.১৯.৩। <u>পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ</u> ঃ

পান চাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেক কৃষক পান চাষের সাথে জড়িত। উৎপাদিত পান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতঃ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণ পান চাষ হয়ে থাকে। পান চাষের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের জন্য বিদ্যমান ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করতে হবে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পান চাষিদেরকে একক/দল ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে।

২.০২.১৯.৪। <u>মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ</u> ঃ

মধু প্রকৃতির একটি অনন্য দান। মধু পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। বাজারে খাঁটি মধুর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঔষধি গুণের কারণেও মধুর চাহিদা ব্যাপক। ক্ষেতে অন্যান্য ফল/ফুল/ফসল চাষের পাশাপাশি খাঁচায় মৌমাছির চাক সৃষ্টি করে মধু চাষ একটি লাভজনক খাত। যে সব এলাকায় মধু চাষ হয়ে থাকে অথবা মধু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সব এলাকায় মৌচাষিদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ঋণ নিয়মাচার (**পরিশিষ্ট-'ঠ'**, ক্রমিক নং- ১১৯) অনুসরণে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/ গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। একক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ গ্যারান্টি ও প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করে সর্বোপরি ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২.০২.১৯.৫। <u>অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান</u> ঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য লাঘবকরণ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন- চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২.০২.১৯.৬। <u>প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান</u> ঃ

ভূমিহীন কৃষক (জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম) এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭একর) এবং বর্গাচাষিদেরকে (যে সব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণকারী শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোন প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত 'কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড' থাকলে এক্ষেত্রে তা-ও প্রযোজ্য হবে। সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওনা না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও শাখা বর্গাচাষীদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

প্রকৃত বর্গাচাষী সনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বর্গাচাষীদের অনুকূলে প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করতে হবে। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে এককভিত্তিতে/গ্রুপভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে। কোন বর্গাচাষি যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে 'আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি' নীতিমালা তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। বর্গাচাষির নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.০২.১৯.৭। <u>সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান</u> ঃ

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন শাখায় সরবরাহ করা রয়েছে। তবে অনেক সফল কৃষকের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না-ও থাকতে পারে; তাছাড়া, তালিকার বাইরে থাকা অনেকে সম্প্রতি সাফল্য লাভ করে থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় অনুপস্থিত সফল কৃষকদেরকের শাখা প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

১৩তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

২.০২.১৯.৮। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ ঃ

চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। সে লক্ষ্যে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

২.০২.১৯.৯। নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদান ঃ

বর্তমানে দেশে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ঘাসের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন লাভবান বিবেচিত হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে ঘাসের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে ঘাস চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে লক্ষ্যে নেপিয়ার ঘাস চাষে ঋণ প্রদানের জন্য শাখাসমূহ সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসারে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে (**পরিশিষ্ট-'থ'**)।

২.০২.১৯.১০। রেশম চাষে ঋণ প্রদান ঃ

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশষ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় শাখাসমূহ রেশষ চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকান্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করতে হবে। এ ছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে রেশম উৎপাদনের জন্য সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে ঋণ প্রদান করা যাবে।

২.০২.১৯.১১। তুলা চাষে ঋণ প্রদান ঃ

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। এটি বাংলাদেশের বস্ত্রখাতের অপরিহার্য কাঁচামাল। দেশে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের বিপুল ঘাটতি মেটাতে তুলা আমদানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। চাহিদার পুরোটাই গুটি কয়েক দেশ থেকে আমদানি করতে হয় বিধায় আমাদের বস্ত্র শিল্পে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরী করছে। ভবিষ্যতে তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক যেকোন ধরনের সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় দেশে তুলা উৎপাদনের উপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

২.০২.১৯.১২। ইনসিটো পদ্ধতিতে কাজু বাদাম চাষে কৃষি ঋণ প্রদান ঃ

কাজু বাদাম একটি উচ্চ মূল্য ফসল। দেশে এর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রধানত আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। তবে দেশেও কাজু বাদাম চাষের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করা হলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। ইনসিটো পদ্ধতিতে কাজু বাদাম চাষ খুবই সময় উপযোগী একটি প্রযুক্তি। এটি পাহাড়ী এলাকার ঢালু ও টিলাযুক্ত পতিত অনুর্বর জমির বাণিজ্যিক ফসল। বিশ্বে পুষ্টি গুণাগুণের বিবেচনায় এ বাদামকে সুপারফুড বলা হয়। ইনসিটো পদ্ধতিতে কাজু বাদামের চাষাবাদ পাহাড়ী ঢালের মাটি ক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণে পাহাড়ী টিলাযুক্ত অনুর্বর পতিত জমিতে এর চারা রোপণ করা যেতে পারে যেখানে অন্যান্য ফলের বাগান তৈরি করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষে। মাদার গর্ত গভীর করে সরাসরি বীজ বপন-কে ইনসিটো পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে কাজু বাদামের চারা অতি দ্রুত বর্ধনশীল এবং বীজ বপনের ২ বছর থেকেই কাজু বাদাম পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া, কাজু বাদাম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কাজু বাদামের তেল উৎপাদন করা যায় যা হতে উন্নতমানের প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করা যায়। উপযুক্ত অঞ্চলে কাজু বাদাম চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.০২.১৯.১৩। রাম্বুটান চাষে কৃষি ঋণ প্রদান ঃ

লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এমন বিদেশী ফলের মধ্যে রাম্বুটান অন্যতম। এ ফল অনেকটা লিচুর মতো, তবে আকারে লিচুর চেয়ে বড়, ডিম্বাকৃতি ও কিছুটা চ্যাপ্টা। পাকা ফল উজ্জ্বল লাল, কমলা বা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। বর্ষাকালে জুলাই-আগস্ট মাসে এ ফল পাকে। ফল পুষ্ট হলে উজ্জ্বল লাল/মেরুন রঙে পরিবর্তন হতে থাকে এবং এর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে পাকা ফল সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল রাম্বুটান চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এ ফলের চাষাবাদের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। প্রায় সব ধরনের মাটিতে এ ফল চাষ করা যায়। তবে পানি সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি এ ফল চাষে বেশি উপযোগী। রাম্বুটান একটি ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্য ফল। এতে প্রচুর আয়রণ, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং ক্যালরি রয়েছে। এন্টি অক্সিডেন্টাল গুণ সমৃদ্ধ ফ্যাট ফ্রি এ ফলে সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে। বর্তমানে এ ফলের চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আমদানি করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দেশের কিছু অঞ্চলে এ ফলের চাষাবাদ শুরু হয়েছে। রাম্বুটান ফল চাষে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সংযুক্ত নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

২.০২.১৯.১৪। গ্রামীণ অর্থায়ন ঃ

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে শাখাসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন/মধু চাষ, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদির সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ২১৫ ও ২৮১ তারিখ যথাক্রমে ১০/০৪/৯৩ ও ২৯/০৬/২০০৪ এর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২.০২.১৯.১৫। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান ঃ

দেশীয় বস্ত্র অধিক পরিমাণে তৈরীর লক্ষ্যে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ২৩২ তারিখ- ২৩/০৯/১৯৯৫ এর নীতিমালা অনুসরণযোগ্য।

২.০২.১৯.১৬। কৃষি ও কৃষি বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের ঋণ প্রদান ঃ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য।

১৪তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ **২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।**
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকান্ড যেমন- বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

২.০২.১৯.১৭। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান ঃ

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন, তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরণ বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে শাখাসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন/মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ২৭০ তারিখ-১১/১২/২০০২ এর নীতিমালা অনুসরণযোগ্য হবে।

২.০২.২০। সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কৃষি ঋণ প্রদান ঃ

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির পরিমাণ, কৃষি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেবার জন্য কৃষি খাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষক/উদ্যোক্তা কর্তৃক সমন্বিত কৃষি প্রকল্প পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করা হচ্ছে।

সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা হল এমন এক কৃষি ব্যবস্থা যাতে কৃষির বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে এক খাতের বর্জ্য/অপ্রয়োজনীয় অংশ অন্য খাতে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় যা ফার্মের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে চাষাবাদ করা হয় বলে এ ধরনের প্রকল্প থেকে সারাবছর ধরেই আয় করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে সহায়তা করে, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কৃষি বর্জ্য হ্রাস করাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। অর্থাৎ, সমন্বিত কৃষি প্রকল্প ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষি উৎপদান খরচ হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ বহুবিধ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়াও, যেহেতু সকল খাতেই একসাথে বিপর্যয় আসে না তাই এ ধরনের প্রকল্পে বিতরণকৃত ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কম।

এ ধরনের চাষাবাদ লাভজনক ও অধিক টেকসই বিবেচিত হওয়ায় সম্প্রতি কিছু কৃষক/উদ্যোক্তা এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে যেহেতু কৃষির একাধিক খাত জড়িত সেহেতু এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী (এককালীন) ও দীর্ঘমেয়াদী (কিস্তিভিত্তিক) বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া, এলাকাভেদে জমির মূল্য, মজুরীসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বিভিন্ন হওয়ার দরুন প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলো নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে ঃ

১. সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২. প্রকল্পে বিভিন্ন খাতের ঋণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বিতভাবে প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৩. সামষ্টিকভাবে লাভজনক এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৩-৫টি কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত ছোট অথবা মাঝারি আকারের সমন্বিত প্রকল্পসমূহে ঋণ প্রদান করা যাবে।

২.০২.২১। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদে ঋণ প্রদান ঃ

ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হল যে সকল এলাকা দীর্ঘ সময় যাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় থাকে সে সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে বীজতলা তৈরি করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা। বাংলাদেশের নিচু অঞ্চলসমূহে বন্যা বা জোয়ার-ভাটার কারণে জমি সারা বছর জলাবদ্ধ থাকে বিধায় এ সকল অঞ্চলে কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাসমান বীজতলা তৈরি করে পানির উপর সবজি বা ফসল উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী অঞ্চলসমূহ হচ্ছে বরিশাল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলসহ হাওর অঞ্চলসমূহ। এ ছাড়া, নাজিরপুর, বানারীপাড়া, দেউলবাড়ী, দোবড়া, মালিখালী, পদ্মডুবি, বিলডুমুরিয়া প্রভৃতি এলাকায় ভূ-প্রকৃতিগত জলাভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে ভাসমান পদ্ধতিতে শাক-সবজির চারা উৎপাদন করা যায়। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী সবজি ও ফসলসমূহ হচ্ছে লালশাক, পালংশাক, ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, করলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, বরবটি, বেগুন, লাউ, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এ ছাড়া, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে আবাদী জমিসমূহ দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকায় ঐ সব অঞ্চলের কৃষকরা সঠিক সময়ে আমন ধানের বীজ বপন করতে পারে না বিধায় এ সকল অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে আমন ধানের বীজ বপন করা হয়ে থাকে। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের জন্য ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত অঞ্চলসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ হয় সে সকল অঞ্চলে চাষিদের ঋণ প্রদান করতে পারে। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার- **পরিশিষ্ট 'ন'** এবং ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি- **পরিশিষ্ট 'প'** শাখাসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচারে অর্ন্তভুক্ত নেই এমন সবজি/মসলা বা ফসল চাষে ঋণ প্রদনের জন্য ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে সবজি/মসলা বা ফসল চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে।

২.০২.২২। ১০ টাকার হিসাবধারীদেরকে ঋণ প্রদান ঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নিচে বাস করায় প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট তথা পুঁজির অভাবই প্রধান অন্তরায়। কাজেই এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাঁদের সম্পৃক্তকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ একান্ত অপরিহার্য। এলক্ষ্যে ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার জন্য এবং ১০ টাকার হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিজস্ব উৎস হতে ২০০.০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (Revolving Refinance Fund) গঠন করা হয়েছে।

১৫তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং- ০১/২০১৪ তারিখ- মে ১৪, ২০১৪ এর নীতিমালা অনুসরণ করতঃ অত্র ব্যাংকের আরসিডি সার্কুলার নং- ৪৩/১৪ তারিখ- ২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ জারী করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উক্ত আরসিডি সার্কুলার নং- ৪৩/১৪ ছাড়াও আরসিডি সার্কুলার নং- ৪৫/১৫ তারিখ- ০৮/০১/২০১৫ খ্রিঃ; আরসিডি সার্কুলার নং- ৪৮/১৫ তারিখ- ২১/০৪/২০১৫ খ্রিঃ; আরসিডি সার্কুলার নং- ৪৯/১৫ তারিখ- ১৫/০৭/২০১৫ খ্রিঃ এবং আরসিডি সার্কুলার নং- ৫৫/১৬ তারিখ- ০৬/০৪/২০১৬ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩.০০। কৃষি ও পল্লী ঋণের সুদের হার ঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণের খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তবে, কৃষি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা যথারীতি প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণে সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা ৯%। তবে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আরসিডি সার্কুলার নং- ৮৩/২০২০ তারিখ- ২০/০৪/২০২০ ও আরসিডি সার্কুলার নং- ৮৪/২০ তারিখ- ০৩/০৫/২০২০ এর নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদে ৪% সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা ঋণের মেয়াদান্তে (যে সকল ঋণের মেয়াদ ১২ মাসের অধিক নয়) সুদ আরোপ করতে হবে।

৪.০০। কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যতদূর সম্ভব সকল কৃষি ও পল্লী ঋণগ্রহীতার মোবাইল নম্বর শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণের জন্য শাখাসমূহকে উদ্যোগ নিতে হবে। যে সকল কৃষি ও পল্লী ঋণগ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/ প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। তবে, মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। শাখা/মাঠপর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় ফোন করে কৃষক/ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে।

৫.০০। কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং ঃ

৫.০১। অত্র ব্যাংকের বিভাগ/এরিয়া অফিস পর্যায়ে মনিটরিং ঃ

কৃষি ঋণ নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/এরিয়া অফিসসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি ও পল্লী ঋণ মনিটরিং এর মূখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ-

ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;

খ) মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণ;

গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাতে ঋণ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ; মোট কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ১০% করে এ খাতদ্বয়ে ঋণ বিতরণ করতে হবে;

ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ;

ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ী অঞ্চলসহ অনগ্রসর এলাকা এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;

চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণদান নিশ্চিতকরণ;

ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কার্যালয়/এরিয়া অফিস নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার নিরিখে শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিস হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে শস্য উৎপাদন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিসসমূহ পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে।

৫.০২। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনিটরিং ঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগে মনিটরিং উপবিভাগ এবং শাখা অফিসমূহে মনিটরিং ইউনিট কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ মনিটরিং কার্যক্রমের মূল দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ-

ক) তফসিলী ব্যাংকসমূহ থেকে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (ডিবিআই) কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহের অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অন-সাইট মনিটরিং করা হয়। পাশাপাশি কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ কর্তৃকও সময় সময় নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করা হয়।

গ) কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ বিতরণের স্বচ্ছতা, তার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, ঋণ আদায় ইত্যাদি বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ) ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকছেন।

১৬তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলো হতে কৃষি ঋণগ্রহীতার মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, ঋণের ব্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি ঋণগ্রহীতা কৃষকদের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। গভর্ণর মহোদয়ও সরাসরি কৃষকদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ মনিটরিং এর এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

চ) কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ লিখিত অথবা ফোনের মাধ্যমে জানানো হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৬.০০। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় ঃ

৬.০১। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব ঃ

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/এরিয়া/বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচির আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ দেখা দেয়। তবে, দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। শাখাসমূহকে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণের প্রেক্ষিতে আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ও পল্লী ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৬.০২। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা ঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬.০৩। কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

ক) যে সমস্ত শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সে সব শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে এরিয়া/বিভাগীয় অফিসের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শাখা পর্যায় হতে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প' এর আয়োজন করতে হবে।

গ) কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।

৬.০৪। সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং অনাদায়ী কৃষি ঋণ আদায়ে বিকল্প উপায়/পদ্ধতি ঃ

ক. তামাদি ঋণসমূহ নিয়মিতকরণপূর্বক আপোষরফা/সমঝোতা (সোলেনামা- নমুনা সংযুক্ত **পরিশিষ্ট-'ফ'**) এর মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগকে জানাতে হবে;

খ. সার্টিফিকেট মামলা এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে অনাদায়ী ঋণসমূহে Balance Confirmation Certificate, Token Money প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কোনক্রমেই বৃদ্ধি না পায়;

গ. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণসহ সকল কৃষি ঋণ আদায়ে তদারকি জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে আলাদা আদায় সেল/ইউনিট গঠন করবে;

ঘ. কৃষি ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধের গুরুত্ব এবং মামলার ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা তথা সভা-সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;

ঙ. অনাদায়ী ঋণগুলো তামাদি হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত করে সহজ কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;

চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিতকরণ/নতুন ঋণ প্রদান/পুনঃতফশীল সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

ছ. নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষককে পুরস্কার প্রদান ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকগণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭.০০। কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ঃ

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছার স্বার্থে তা ব্যাংকের ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশ বোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

৮.০০। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা ঃ

পৃথিবী জুড়ে শিল্প ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বনভূমি ধ্বংসের কারণে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৈশ্বিক উষ্ণায়নই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। মূলতঃ ভৌগলিক কারণেই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বজুড়ে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। দেশের মধ্যাঞ্চলের বন্যা ও জলাবদ্ধতা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খরা ও লবনাক্ততা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষির জন্য প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

১৭তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ <u>২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।</u>
<u>Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.</u>

যেহেতু ফসলের ক্ষতি হলে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, সেহেতু ব্যাংকগুলো কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে ঃ-

ক) লবনাক্ত এলাকায় লবনাক্ততা সহিষ্ণু ফসল চাষ;

খ) জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

গ) খরাপ্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ;

ঘ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসল হানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান;

ঙ) সেচ কাজের জন্য ভূ-নিম্নস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;

চ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীট নাশকরণ;

ছ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সবজি চাষ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসত বাড়িতে হাঁস-মুরগী পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;

জ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প ও কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- লবনাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারিমুগ-৫ চাষ, রোপা আমন ধানের সাথে সাথি ফসল চাষ (রিলে ক্রপ), শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর চাষ অনুসরণ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ।

<u>জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা সম্পন্ন কতিপয় ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নরূপ</u> ঃ

ক্রঃ নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য/সুবিধা
১।	বারিগম-২১ (শতাব্দী)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
২।	বারিগম-২৩ (বিজয়)	পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৩।	বারিগম-২৫	পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। লবনাক্ততা সহিষ্ণু।
৪।	বারিগম-২৬	পাতার রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহনশীল।
৫।	বারিগম ট্রিটিক্যালি-১	খরা সহিষ্ণু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল।
৬।	বারি বার্লি-৪	লবনাক্ততা সহনশীল এবং রোগ বালাই কম।
৭।	রাই-৫ (সরিষা)	খরা ও কিছুটা লবনাক্ততা সহনশীল।
৮।	বারি সরিষা-৭	অলটারনেটিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলবদ্ধতা সহনশীল।
৯।	বারি সরিষা-৮	অলটারনেটিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলবদ্ধতা সহনশীল।
১০।	বারি সরিষা-১১	আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসাবে সহজে চাষ করা যায়। খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল।
১১।	বারি সরিষা-১৬	খরা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু। অলটারনেটিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।
১২।	বারি আলু-১ (হীরা)	তাপ সহিষ্ণু। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা কিছুটা সহ্য করতে পারে। জাতটি ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৩।	বারি আলু-২২ (সৈকত)	লবনাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী। ভাইরাস রোগ সহনশীল।
১৪।	বারি টমেটো-৪	উচ্চ তাপ সহনশীল।
১৫।	বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৬।	বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	উচ্চ তাপ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৭।	বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন)	উচ্চ তাপ সহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর জাত। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
১৮।	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।
১৯।	ইক্ষু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবনাক্ততা সহিষ্ণু।
২০।	ইক্ষু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবনাক্ততা সহিষ্ণু।
২১।	বারি চিনাবাদাম-৯	উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী
২২।	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল ও আগাম জাত
২৩।	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত
২৪।	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল ও মৌসুমী জাত
২৫।	বারি আম-৮	উচ্চ ফলনশীল ও নাবী জাত
২৬।	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য
২৭।	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য
২৮।	বারি রাম্বুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য

উপর্যুক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেগুলো কৃষি ঋণ নিয়মাচারে নেই সেগুলোতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৯.০০। <u>কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা</u> ঃ

কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri Financing Performance কে CAMELS এর "M" অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে ঋণ বিতরণ, ৪% রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

১৮তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

১০.০০। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কৃষি সহায়ক বিশেষ কর্মসূচি ঃ

১০.০১। নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঃ

নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার জন্য চলতি মূলধন নির্ভরশীল কৃষি খাতসমূহে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩/০৪/২০২০ তারিখে জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং- ০১ এর মাধ্যমে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়েছে। এ স্কীমটির আওতায় চলতি মূলধন ভিত্তিক কৃষি খাতসমূহে (হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ ১% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ/মুনাফার হার চলমান গ্রাহক এবং নতুন গ্রাহক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। স্কীমটির আওতায় ব্যাংকসমূহ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মেয়াদের মধ্যে গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণপূর্বক মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নির্ধারিত খাতসমূহে ঋণ বিতরণ, আদায় ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দাবীর ক্ষেত্রে ১৩/০৪/২০২০ তারিখে জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং- ০১ অর্থাৎ আরসিডি সার্কুলার নং- ৮৩/২০২০ তারিখ- ২০/০৪/২০২০ অনুসরণ করতে হবে।

১০.০২। নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঃ

নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামীতে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি খাতে শস্য ও ফসল চাষের জন্য কৃষক পর্যায়ে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক। এপ্রেক্ষিতে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্যও সুদ/মুনাফা ক্ষতি সুবিধার আওতায় কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা হিসেবে ৪% রেয়াতি সুদ/মুনাফা হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করে ২৭/০৪/২০২০ তারিখে এসিডি সার্কুলার নং- ০২ জারী করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকৃত সুদ/মুনাফা ক্ষতি বাবদ ৫% হারে সুদ/মুনাফা ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্রে, কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ/মুনাফার হার চলমান এবং নতুন ঋণগ্রহীতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে, ৩০ জুন, ২০২১ এর পর চলমান ঋণসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বাভাবিক সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া, ০১ এপ্রিল, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদকালীন সময়ের জন্য উক্ত রেয়াতি সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হবে। নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ/মুনাফা হারে বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে সুদ/মুনাফা ক্ষতি দাবী করা যাবে। প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ, আদায় ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দাবীর ক্ষেত্রে ২৭/০৪/২০২০ তারিখে জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং- ০২ অর্থাৎ আরসিডি সার্কুলার নং- ৮৮/২০ তারিখ- ০৩/০৫/২০২০ অনুসরণ করতে হবে।

১১.০০। এ ছাড়াও অত্র ব্যাংকের নিম্নোক্ত আরো কিছু নিজস্ব ঋণ কর্মসূচিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে ঃ-

১১.০১। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচি ঃ

'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' এর কার্যাবলী পরিচালনা নিয়ে 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' এর তত্ত্বাবধায়ক বডি এবং 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' এর কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান; যা নিষ্পত্তির নিমিত্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারাধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় নতুন বরাদ্দ প্রদান না করে যে পরিমাণ পুরাতন ঋণ আদায় হবে সে পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য গ্রুপের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। আদালত কর্তৃক নির্বাহী কমিটি/তত্ত্বাবধায়ক বডি নির্ধারণ করে দিলে এ খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

উল্লেখ্য, স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ হতে যত টাকা আদায় হবে সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য গ্রুপের মধ্যে তত টাকা বিতরণ করতে পারবে। তবে এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের হার ৮০% এর কম হলে শাখা তার ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। উল্লেখ্য, নতুন ঋণের ক্ষেত্রে ৬% কমিশন উক্ত ঋণ আদায়ের পর প্রদান করতে হবে।

১১.০৩। ছাগল/ভেড়া পালন ঋণ কর্মসূচি ঃ

ছাগল/ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ছাগল/ভেড়া পালন ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত বরাদ্দের ১০০% ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে যে সমস্ত নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে তার আলোকে ব্রীডিং খামার স্থাপন, আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় ছাগল পালনে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১১.০৫। কম্পোস্ট (মিশ্র জৈব সার) তৈরী ঋণ কর্মসূচি ঃ

কম্পোস্ট (মিশ্র জৈব সার) তৈরী ঋণ কর্মসূচি ব্যাংকের একটি নতুন ঋণ কর্মসূচি। মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত। নিবিড় শস্য উৎপাদন, জৈব সারের অভাব, রাসায়নিক সারের অত্যাধিক ব্যবহার, অসম উৎপাদন উপকরণ ব্যবস্থাপনার ফলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। মাটির উর্বরতা তথা উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য জমিতে সারের ব্যবহার অপরিহার্য। মাটির উর্বরতা তথা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন এবং বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের ব্যাংক কর্তৃক আলোচ্য ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং- ৩৮/১২ তারিখ- ২৬/০৭/২০১২ এর নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১১.০৬। গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি ঃ

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়টি বিবেচনা করে আগ্রহী ও কর্মোদ্যমী গ্রামীণ নারীদের পুঁজি সরবরাহের লক্ষ্যে 'গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ' নামে একটি ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। উক্ত ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার আরসিডি সার্কুলার নং- ৪২/১৪ তারিখ- ২৭/০১/২০১৪ এর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক গ্রামীণ নারীদেরকে ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

১১.০৭। প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ঋণ কর্মসূচি ঃ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হল সে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তি। আর এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবসমাজ আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল। তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও কাজে লাগাতে পারলে উন্নয়নের গতিধারা বেগবান হবে। এজন্যেই যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। এ বিষয়টি বিবেচনা করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্তে পুঁজি সরবরাহের লক্ষ্যে "প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের জন্য ঋণ" কর্মসূচি চালু করা হয়েছে; যার নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার আরসিডি সার্কুলার নং- ৪৪/১৪ তারিখ- ০৫/০৮/২০১৪ এর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদেরকে ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.০৮। মহিষ পালন ঋণ কর্মসূচি ঃ

সরকার কর্তৃক প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর পাশাপাশি মহিষ পালনে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক উপখাত। মহিষের দুধ প্রোটিনসমৃদ্ধ, যা পুষ্টি চাহিদাপূরণ এবং মহিষ পালনের মাধ্যমে উৎপাদিত মাংস দেশে বিদ্যমান আমিষের চাহিদাপূরণে সহায়তা করতে পারে। গরু অপেক্ষা মহিষের মাংসে এলার্জি সমস্যা কম বিধায় সকলেই তা খেতে পারে। হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহনেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। গরুর তুলনায় মহিষ পালনে খরচ কম। মহিষ সহজেই নিম্ন মানের খাদ্য খেয়ে হজম করতে পারে। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, এদের বাসস্থান তৈরি এবং পরিচর্যা করা সহজ। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ সমগ্র দেশে সহজ উপায়ে মহিষ পালনের ব্যাপক সম্ভাবনা বিরাজমান।

এ প্রেক্ষিতে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে চর ও হাওড় অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ বেকার, আধা-বেকার জনশক্তি এবং কৃষক/খামারীদেরকে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে মহিষ পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড **'মহিষ পালন ঋণ কর্মসূচি'** শীর্ষক একটি ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যার নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার আরসিডি সার্কুলার নং- ৫৬/১৬ তারিখ- ১৭/০৪/২০১৬ এর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.০৯। দুগ্ধবতী গাভী পালন ঋণ কর্মসূচি ঃ

দেশে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া উপযোগী দেশীয় উন্নত জাতের ও শংকর জাতীয় দুগ্ধবতী গাভী পালনে গ্রামীণ জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতে অধিক পরিমাণে ঋণ বিতরণের সুযোগ রয়েছে। দুগ্ধবতী গাভী পালনের মাধ্যমে গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং দুগ্ধ উৎপাদন করতঃ প্রান্তিক কৃষক, গ্রামীণ দরিদ্র বেকার/অর্ধবেকারদের পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অত্র ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত আরসিডি নং- ৬৬/১৭ তারিখ- ১৪/১১/২০১৭ এর নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.১০। গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ কর্মসূচি ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের পুষ্টির চাহিদা পূরণে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মাংসের চাহিদা পূরণে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে মাংসের উৎপাদন আরো বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কৃষক/খামারীদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অত্র ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত আরসিডি নং- ৭৫/১৯ তারিখ- ১২/০৬/২০১৯ এর নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.১১। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাইসাইকেল ঋণ কর্মসূচি ঃ

প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের গ্রামাঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় যানবাহন হিসেবে বাই-সাইকেল সমধিক পরিচিত। এতে কোন প্রকার জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না, নিম্নবিত্তদের ক্রয়সাধ্য, সহজে মেরামতযোগ্য এবং এর খুচরা যন্ত্রাংশ দেশের সর্বত্রই সহজলভ্য। শহরাঞ্চলের সড়কগুলোতেও বাই-সাইকেলের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি অত্যন্ত ইতিবাচক। এটি জ্বালানী বিহীন বিধায় পরিবেশ দূষিত করে না।

বর্তমানে দেশে গণপরিবহনে মাত্রাধিক্য ভীড়, ক্রমাগত ভাড়া বৃদ্ধি, পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর কারণে বিশ্বব্যাপী বায়ু-দূষণ, পরিবেশ-দূষণ ইত্যাদি কারণে ব্যয়-সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও দূষণমুক্ত যানবাহনের ব্যবহার সময়ের দাবী। শহর ও গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন গণপরিবহনে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করে থাকে। তাছাড়া, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের ঋণ কর্মকান্ডকে বহুমুখীকরণ (Diversification) এর লক্ষ্যে ছোট ছোট খাতে ঋণগ্রহীতা ভোক্তা/গ্রাহক সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যাতায়াতের সুবিধার্থে বাই-সাইকেল ক্রয়ে ঋণ প্রদানের নিমিত্তে 'ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাইসাইকেল ঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যার নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার আরসিডি সার্কুলার নং- ৫১/১৬ তারিখ- ০৭/০৩/২০১৬ এর মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.১২। সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি ঃ

আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা দারিদ্র্যতার কারণে তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন করতে পারছেন না। পরিণত বয়সে তাঁরা বিভিন্ন রোগ ও আর্থিক দীনতার শিকার। এ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে পুঁজি সরবরাহের নিমিত্তে ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে একদিকে যেমন আয়বর্ধক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে ব্যাংকেরও মুনাফা অর্জিত হবে। এলক্ষ্যে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪ কর্তৃক সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 'সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি'র নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; যা আরসিডি সার্কুলার নং- ৬১, তারিখ- ১৬/০৫/২০১৭ ইং এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরসিডি সার্কুলার নং- ৮১/২০২০, তারিখ- ০৫/০২/২০২০ ইং এর মাধ্যমে কতিপয় দফা/শর্ত সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারদ্বয়ের নীতিমালা ও অন্যান্য নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ প্রদান করতে হবে।

২০তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

১১.১৩। নারী বান্ধব স্কুটারস ঋণ কর্মসূচি ঃ

ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের নারী তথা মহিলাদের নির্বিঘ্নভাবে চলাচলের জন্য উপযুক্ত বাহন বা পরিবেশ কোনটাই নেই। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের নারীরা স্কুটার এর মাধ্যমে তাদের কর্মস্থলসহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে থাকে। কেননা স্কুটার একটি নিরাপদ, সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী পরিবহন, যা নারীদের চলাচলের জন্য খুবই উপযোগী। কাজেই বাংলাদেশের ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত এবং নারীদের কর্মস্থলসহ বিভিন্ন স্থানে চলাচলের জন্য 'স্কুটার' উপযুক্ত একটি বাহন হতে পারে। এক্ষেত্রে যেসব নারী তথা মহিলা নিজ উদ্যোগে স্কুটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে অসমর্থ তাদের অনুকূলে বিনিয়োগের নিমিত্তে "নারী বান্ধব স্কুটারস ঋণ কর্মসূচি" নামে একটি নতুন ঋণ কর্মসূচি'র নীতিমালা প্রণয়ন এবং আরসিডি সার্কুলার নং- ৭৯, তারিখ- ১৫/১২/২০১৯ ইং এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের নীতিমালা ও অন্যান্য নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক আগ্রহী নারী তথা মহিলাদের ঋণ প্রদান করতে হবে।

১২.০০। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি যথারীতি ১ জুলাই, ২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে এবং ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত চলবে।

১৩.০০। মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে কতিপয় বিষয় ও তথ্য পরিশিষ্ট আকারে নিম্নে উল্লেখপূর্বক এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হল ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির খাত/উপখাত **পরিশিষ্ট- 'ক'**, আমাদের ব্যাংকের আরসিডি-৩ ও ৪ এর নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির তালিকা **পরিশিষ্ট- 'খ'** এবং স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের আবেদনপত্র **পরিশিষ্ট- 'গ'**।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীন রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ ও ৪ এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মসূচিভূক্ত খাত/উপখাতসমূহের বিভাগ/এরিয়াওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ সম্মলিত **পরিশিষ্ট- 'ঘ', 'ঙ', 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ'** এবং প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত **পরিশিষ্ট- 'ঞ'** (যা পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে)।
- কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'ট'**, ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'ঠ'**, ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি **পরিশিষ্ট- 'ড'**, ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার (শ্রেণী বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা) **পরিশিষ্ট- 'ঢ'**, ফসলভিত্তিক বীজ উৎপাদন ঋণ নিয়মাচার **পরিশিষ্ট-'ণ'**, ফসলভিত্তিক বীজ উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি **পরিশিষ্ট- 'ত'**, নেপিয়ার ঘাস উৎপাদন বিবরণী **পরিশিষ্ট- 'থ'**, ব্রয়লার মুরগী (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/১'**, লেয়ার মুরগী (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে) **পরিশিষ্ট- 'দ/২'**, ১০০০ টার্কি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ ও ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৩'**, ৫০টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ ও ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৪'**, ৫০টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ ও ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৫'**, ২০টি গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সম্ভাব্য খরচ ও ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৬'**, ২০টি গাভী পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ ও ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৭'**, ২০টি গয়াল পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৮'**, ১০০০ টি তিতির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'দ/৯'**, মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'ধ/১'**, বাগদা চাষ ও বাগদা চাষ (ক্লাষ্টার ফার্মিং) এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'ধ/২'**, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার **পরিশিষ্ট- 'ন'**, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি **পরিশিষ্ট- 'প'** এবং সোলেনামার মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তির জন্য সোলেনামার নমুনা **পরিশিষ্ট- 'ফ'**।

১৪.০০। এতদ্ব্যতীত, কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচি এবং নির্দেশনা অনুসরণ ও পরিপালনের পাশাপাশি চলতি অর্থবছরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন, ঋণ আদায় জোরদারকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী পরিপালন করতে হবে ঃ

১৪.০১। মাঠ পর্যায়ের বরাদ্দ/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকালে গত বছরের ঋণ বিতরণ অবস্থা পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় এবং এরিয়া অফিসসমূহ তাদের অনুকূলে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ (আরসিডি-৩ ও ৪ এর মোট বরাদ্দ) তা-দর নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট শাখা ও তাদের এলাকাধীন ক-র্পা-রট শাখা-২ এর প্রকৃত ঋণ চাহিদার ভিত্তিতে জেলা ও শাখাভিত্তিক কর্মসূচিওয়ারী পুনঃবণ্টন কর-ব এবং বিভাগীয় অফিসসমূহ তাদের অনুকূলে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ তা-দর বিভাগের এলাকাধীন কর্পোরেট শাখা-১ এর প্রকৃত ঋণ চাহিদার ভিত্তিতে কর্মসূচিওয়ারী পুনঃবন্টন করবে। বিভাগীয়/এরিয়া অফিসসমূহ বরাদ্দ পুনঃবন্টনপূর্বক শাখাসমূহে প্রেরণ করতঃ এর অনুলিপি যথারীতি রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ বরাবরে প্রেরণ করবে।

উল্লেখ্য, নতুনভাবে যে সকল শাখা খোলা হচ্ছে সে সকল শাখাগুলোতেও পল্লী ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ, বহুমুখী তদারকী ঋণসহ বিভিন্ন দারিদ্র বিমোচন ঋণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করতে হবে এবং জেলা কৃষি ঋণ কমিটির অনুমোদন নিয়ে শস্য চাষের জন্য ঋণের বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

১৪.০২। স্থানীয়ভা-ব প্রকৃত চাহিদার প্রেক্ষি-ত বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় এবং এরিয়া অফিসসমূহ তা-দর অনুকূ-ল কৃষি ও পল্লী ঋণের অধীন অত্র সার্কুলারের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত মোট বরাদ্দ (আরসিডি-৩ ও ৪ এর মোট বরাদ্দ) এর আওতায় আন্তঃফসল, আন্তঃখাত/কর্মসূচি, আন্তঃমেয়াদ ও আন্তঃশাখার বরাদ্দ সমন্বয়পূর্বক এক শাখার বরাদ্দ অন্য শাখাকে প্রদান এবং কোন শাখার মোট বরাদ্দের আওতায় আন্তঃফসল, আন্তঃখাত/কর্মসূচির বরাদ্দ সমন্বয়পূর্বক ঋণ বিতরণের অনুমোদন প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে বিভাগীয় অফিসসমূহ আন্তঃএরিয়া অফিসের বরাদ্দ সমন্বয়পূর্বক এক এরিয়া অফিসের বরাদ্দ অন্য এরিয়া অফিসকে প্রদান করতঃ ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এ ধর-নর সমন্ব-য়র বিষ-য় প্রধান কার্যাল-য়র অনু-মাদ-নর প্র-য়াজন হ-ব না।

১৪.০৩। শাখা পর্যায়ে কোন খাতে বরাদ্দ শেষ হয়ে গেলে বা কোন কর্মসূচির বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করা না থাকলে অথবা নতুন কোন কর্মসূচি চালু করা হলে উহার বিপরীতে শাখায় কোন বরাদ্দ না থাকলে মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে আন্তঃখাত/আন্তঃকর্মসূচি, আন্তঃমেয়াদ সমন্বয় করে এরিয়া অফিসের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ কর-ত হ-ব।

২১তম পৃঃ দ্রঃ

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি।
Agricultural & Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2020-2021.

১৪.০৪। একটি খাতের বরাদ্দ অন্য খাতে ব্যবহার করার পূর্বে উক্ত খাতের লাভজনকতা বিবেচনা করতে হবে।

১৪.০৫। অনুমোদিত বরাদ্দের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না, তদ্‌বিষ-য় বিভাগীয়/এরিয়া অফিস হ-ত তদারকি কর-ত হ-ব।

১৪.০৬। রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ ও ৪ সম্পৃক্ত খাতসমূহের ঋণের জন্য প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সময় সময় ধার্য্যকৃত সুদের হার প্র-যাজ্য হ-ব।

১৪.০৭। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতর-ণ যা-ত কোন অবস্থা-তই অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতি সংঘটিত না হয় সে বিষ-য় সংশ্লিষ্ট সকল-ক সতর্ক দৃষ্টি রাখাসহ প্র-য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব। এ বিষ-য় আরসিডি সার্কুলার নং- ২৮৬ তারিখ-২৮/০৫/২০০৫ এবং পত্র সূত্র নং- পঋবি/অনিয়ম/দুর্নীতি/২০০৫ তারিখ- ০৭/০৭/২০০৫ ইং মারফত প্রেরিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালন কর-ত হ-ব।

১৪.০৮। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতর-ণর শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। ঋণ বিতর-ণর পাশাপাশি ঋণ আদা-য়র বিষ-য়ও গুরুত্ব আ-রাপ কর-ত হ-ব। অর্থাৎ ঋণ আদা-য়র জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হ-ব।

১৪.০৯। **কোন ঋণ যাতে খেলাপী/শ্রেণীকৃত/তামাদি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে।**

১৪.১০। বিভাগীয় অফিস (বরিশাল)/এরিয়া অফিসসমূহ তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সম্বলিত সঠিক ও নির্ভুল একীভূত মাসিক/ত্রৈমাসিক বিবরণী যথাসময়ে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ এবং ৪ এ প্রেরণ নিশ্চিত কর-ত হ-ব। তা ছাড়া, বিভাগীয় অফিসসমূহ তাদের এলাকাধীন কর্পোরেট শাখা-১ এর কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সম্বলিত সঠিক ও নির্ভুল একীভূত মাসিক/ত্রৈমাসিক বিবরণী যথাসময়ে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ ও ৪ এ প্রেরণ নিশ্চিত কর-ত হ-ব।

১৫.০০। **আমদানি বিকল্প ফসল ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা চাষে ৪% রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনসহ সার্বিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়ে বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিসসমূহ তাদের এলাকাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।**

১৬.০০। **শাখা কর্তৃক বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিসের নির্দেশনাসহ উপর্যুক্ত নির্দেশনাবলী যাতে যথাযথভাবে পরিপালিত হয় তদবিষয়ে এরিয়া প্রধান ব্যক্তিগতভাবে এবং কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিবিড় তদারকি করবেন। পাশাপাশি বিভাগীয় কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবে।**

সর্বোপরি সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপর্যুক্ত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ মোস্তফা কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মাসফিউল বারী
মহাব্যবস্থাপক

পরিশিষ্ট-'ক'

বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি ঃ খাত/উপখাত

১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ

১.১। **ফসল ঋণ**

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল (ডাল, শীতকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভুট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

(ঘ) তুলা

(ঙ) বীজ উৎপাদন

(চ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একুয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকাণ্ড (বিবিধ)।

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ।

২। মেয়াদি ঋণ

২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

খ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডল পাম্প।

২.২। **প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন**

ক) হালের গরু/মহিষ

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল/ভেড়ার খামার

গ) হাঁস/মুরগির খামার (পোলট্রি)

ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার ।

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারী ও উদ্যানভিত্তিক ফসল (আনারস, বাউকুল, ওয়েল পাম ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকাণ্ড

২.৮ । গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি) ।

২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকান্ড [রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি]।

বিঃদ্রঃ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন খাতে মেয়াদি ঋণও বিতরণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট- ‘খ’

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ ও ৪ এর আওতাধীন কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পৃক্ত কর্মসূচি/খাতসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১.০০। **রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ এর আওতাধীন কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পৃক্ত কর্মসূচি/খাতসমূহ ঃ**
১.০১। বিভিন্ন মৌসুমী ফসল উৎপাদন ঋণ কর্মসূচি; (ইটাপ-রোপা আমন, আইআরসিপি-রবিশস্য ও আইএসসিপি- গ্রীষ্মকালীন ফসল);
১.০২। ৪% হার সুদে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষ ঋণ কর্মসূচি;
১.০৩। সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ কর্মসূচি;
১.০৪। জলাশয়/পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ঋণ কর্মসূচি;
১.০৫। সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচি;
১.০৬। চিংড়ি চাষ (সিসি-হাঃ) ঋণ কর্মসূচি;
১.০৭। উদ্যান উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি (কলা চাষ, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, পান বরজ ইত্যাদি);
১.০৮। তাঁত ঋণ কর্মসূচি;
১.০৯। লবণ ঋণ কর্মসূচি;
১.১০। ফুল চাষ;
১.১১। এম.এস.এফ.এস.সি.আই.পি;
১.১২। ফলজ, বনজ ও ঔষধি ঋণ কর্মসূচি;
১.১৩। নার্সারী ও বনায়ন;
১.১৪। দুগ্ধবতী গাভী পালন ঋণ কর্মসূচি;
১.১৫। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম;
১.১৬। গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ কর্মসূচি;
১.১৭। মহিষ পালন ঋণ কর্মসূচি;
১.১৮। ছাগল/ভেড়া পালন ঋণ কর্মসূচি;
১.১৯। ভাসমান খাঁচায় মৎস্য চাষ;
১.২০। কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প ও কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পে চলতি মূলধন ঋণ।

২.০০। **রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪ এর আওতাধীন কৃষি ও পল্লী ঋণ সম্পৃক্ত কর্মসূচি/খাতসমূহ ঃ**
২.০১। বহুমুখী তদারকি ঋণ কর্মসূচি;
২.০২। পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি;
২.০৩। ঘরোয়া ঋণ প্রকল্প;
২.০৪। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচি;
২.০৫। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি;
২.০৬। বিআরডিবি;
২.০৭। মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি;
২.০৮। ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি;
২.০৯। শস্য গুদাম ঋণ কর্মসূচি;
২.১০। কৃষি ভিত্তিক শিল্প ঋণ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ;
২.১১। এনজিও লিংকেজ ঋণ কর্মসূচি;
২.১২। কম্পোস্ট (মিশ্র জৈব সার) তৈরী ঋণ কর্মসূচি;
২.১৩। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন ঋণ কর্মসূচি;
২.১৪। সোলার প্যানেল;
২.১৫। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
২.১৬। গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি;
২.১৭। প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ঋণ কর্মসূচি;
২.১৮। পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ কর্মসূচি;
২.১৯। পল্লী পরিবহন;
২.২০। বাই-সাইকেল ঋণ;
২.২১। নারীবান্ধব স্কুটারস ঋণ;
২.২২। ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ঋণ;
২.২৩। এসএফডিপি;
২.২৪। সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট- 'গ'

স্বল্পমেয়াদি কৃষি (ফসল) ঋণ/বিনিয়োগের আবেদনপত্র

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
.... শাখা

শাখার জন্য প্রয়োজ্য ঃ
পাস বই নম্বর ঃ ....
দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ ঃ ....
ঋণ হিসাব নম্বর ঃ ....

ছবি

বিষয় ঃ .... চাষের জন্য ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,
আমি/আমরা আপনার ব্যাংক শাখা হতে .... অর্থবছরে শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং এতদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সরবরাহ করিতেছি।

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .... বয়স ঃ ....
২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ ....
৩। মাতার নাম ঃ ....
৪। পূর্ণ ঠিকানা ঃ
গ্রাম ঃ .... ডাকঘর ঃ ....
ইউনিয়ন ঃ .... থানা/উপজেলা ঃ..
জেলা ঃ ....
৫। জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ ....
৬। মোবাইল ফোন নং ঃ ....
৭। আবেদনকৃত ঋণের সংশ্লিষ্ট চাষাধীন জমি ও উৎপাদিত ফসলের বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	উৎপাদিতব্য ফসলের নাম	প্রার্থীত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ
(ক) নিজ মালিকানাধীন						
(খ) বর্গা চাষাধীন						
(গ) লিজ জমি						

৮। ঋণ/বিনিয়োগের জামানত ঃ প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে উৎপাদিতব্য/উৎপাদিত শস্য ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকিবে।
৯। পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ/বিনেয়োগের মেয়াদ ঃ সংশ্লিষ্ট শস্য ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের দিন হইতে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধযোগ্য।
১০। বর্তমান দায়দেনার পরিমাণ ঃ
অপরিশোধিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ ক) স্বল্প মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ ঃ

খ) মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ ঃ

১১। আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, অত্র আবেদনপত্রে দাখিলকৃত সমগ্র তথ্যাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সত্য। আমি/আমরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, মঞ্জরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিতব্য নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করিব এবং এই অর্থ কোনক্রমেই অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিব না। আমি/আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, মঞ্জরিকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিব এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করিয়া সময়মত সুদসহ সম্পূর্ণরূপে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ করিব। অন্যথায় প্রচলিত আইনের আওতায় আদালতে মামলা দায়ের/কেসের মাধ্যমে ব্যাংক আমার নিকট হইতে সমুদয় পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

নাম ঃ ....
পিতার নাম ঃ ....
পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১২। মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশ ঃ আবেদনকারী কর্তৃক উপর্যুক্ত তথ্যাবলী আমি সরেজমিনে পরিদর্শন/দাখিলকৃত তথ্যাদি ও দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সনদ প্রদান করিতেছি যে, বর্ণিত তথ্যাবলী সত্য ও নির্ভুল। আবেদনকারীকে চলতি মৌসুমে নিম্নোক্ত শস্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে .... টাকা ঋণ মঞ্জুরির সুপারিশ করিতেছি।

	ফসলের নাম	জমির পরিমাণ	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ
ক)			
খ)			
গ)			

তারিখ ঃ ....

মাঠকর্মী/পরিদর্শনকারী/সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

১৩। ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয় ঃ

ক) মঞ্জুরিকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ টাকা .... (কথায় ....মাত্র)

খ) মঞ্জুরির তারিখ ঃ ....

গ) জামানত ঃ উৎপাদিত শস্য ও মজুত শস্য

ঘ) সুদ/মুনাফা হার ঃ বার্ষিক ঃ .... % হারে সরল সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হইবে। সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তনশীল। ব্যাংক কর্তৃক সুদ/মুনাফা হার পরিবর্তন করা হইলে পরিবর্তিত সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হইবে।

ঙ) ঋণ/বিনিয়োগের ধরণ ঃ ....

চ) ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ও পরিশোধ পদ্ধতি ঃ ....

ছ) **ফসলওয়ারী ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ**

	ফসলের নাম	নগদ টাকা	উপকরণ (টাকায়)	মোট টাকা	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	বিতরণের তারিখ	পরিশোধের তারিখ ঃ
১)							
২)							
৩)							

তারিখ ঃ ....

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মতর্কার স্বাক্ষর ও সীল

১৪। যেহেতু আমাকে/আমাদিগকে জনতা ব্যাংক লিমিটেড হতে ১৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলীতে মোট টাকা .... (কথায় ঃ .... মাত্র) শস্য ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেহেতু আমি/আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা/আমাদের আবেদনপত্রে বর্ণিত জমিতে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় উৎপাদিত এবং মজুত শস্যাদি যা আমার/আমাদের নিজ হেফাজতে বা অন্য কাহারো হেফাজতে আছে/থাকিবে বা অন্য স্থানে নেওয়া হইতেছে বা হইবে তাহা উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের জামানত স্বরূপ গণ্য হবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে। প্রয়োজনবোধে ব্যাংক উক্ত শস্যাদি অথবা আবেদনপত্রে উল্লিখিত নিজ মালিকানাধীন জমি বিক্রয় করিয়া ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগ বাবদ পাওনা আসল ও সুদ/মুনাফা আদায় করিয়া নিতে পারিবে। ইহাতে আমার/আমাদের কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না, কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আইনগত অগ্রাহ্য হইবে। ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তফসীল বর্ণিত নিজ মালিকানধীন জমি কাহারো নিকট দায়বদ্ধ/হস্তান্তর করিব না এবং জমির খাজনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিব। উপর্যুক্ত শর্তাবলীতে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জরিকৃত মোট টাকা .... (কথায় ঃ .... মাত্র)। ঋণ/বিনিয়োগের জন্য অত্র দলিল স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সম্পাদন করিলাম।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঃ ....

১৫(ক)। জামিনদারের হলফনামা ঃ (বর্গা চাষীদের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যবৃন্দ/ আত্মীয়স্বজন অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের গ্রাহক জামিনদার হইতে পারিবে)

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, উপর্যুক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের টাকা .... (কথায় ঃ .... মাত্র) যথাসময়ে সুদ/মুনাফা ও অন্যান্য খরচাদিসহ পরিশোধ করা না হইলে আমি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার পক্ষে জামিনদার হিসেবে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের সমুদয় টাকা সুদ/মুনাফাসহ ব্যাংক কর্তৃক চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ ঃ ....

জামিনদারের স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
সনাক্তকারীর নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....
....

জামিনদারের নাম ঃ ....
পিতার নাম ঃ ....
পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....
....
মোবাইল নং- ....

১৫(খ)। বর্গা চাষীদের ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে জামিনদার না পাওয়া গেলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যয়ন পত্র ঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি উপরে বর্ণিত তফসীলের জমিতে চাষ করিতেছেন এবং গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ সে সময়মত পরিশোধ করিবেন। পরিশোধ না করিলে তাহার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে আমি ব্যাংককে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করিব।

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি
(টিপসই হইলে সনাক্ত করিতে হইবে)

টিপসহির সনাক্তকারীর স্বাক্ষর
সনাক্তকারীর নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....
পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....
....

প্রত্যয়নকারীর নাম ঃ ....
পিতার নাম ঃ ....
পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....
....
মোবাইল নং- ....

১৬। ঋণ/বিনিয়োগ আবেদন বিবেচনা করা না হইলে তাহার কারণ ঃ

তারিখ ঃ ....

ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- 'ঘ'

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরসিডি-৩ সম্পৃক্ত খাত/উপখাতের বিভাগ/এরিয়া ভিত্তিক বরাদ্দ।

ক) স্বল্পমেয়াদী শস্য ঋণের খাতসমূহের বরাদ্দ ঃ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ এরিয়ার নাম	রোপা আমন	বোরো	গম	আলু	আউশ/ বোনা আমন	পাট	৪% রেয়াতি হার সুদে কৃষি ঋণ				শীত এবং গ্রীষ্মকালীন ফসল ও শাকসবজী	মোট
								ডাল	তৈলবীজ	মসলা	ভুট্টা		
১	ঢাকা-পূর্ব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২	ঢাকা-পশ্চিম	৫.০০	১০০.০০	১০.০০	৪০.০০	৭.০০	৫.০০	১.০০	০.৫০	১৮.০০	০.৫০	৩০.০০	২১৭.০০
৩	ঢাকা-উত্তর	১০.০০	২১০.০০	১০.০০	৫৫.০০	৭.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	১০.০০	১.০০	১০.০০	৩১৯.০০
৪	ঢাকা-দক্ষিণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	নারায়নগঞ্জ	১০.০০	৬০.০০	১০.০০	৪৫.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.৩০	০.০০	১০.০০	১৪৫.৩০
৬	মুন্সিগঞ্জ	১০.০০	৪০.০০	১০.০০	৮৫.০০	২.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.২০	০.০০	৫.০০	১৫৭.২০
৭	নরসিংদী	৪০.০০	১৫০.০০	১০.০০	২০৫.০০	৩৫.০০	১০.০০	০.৫০	১.০০	৩.০০	০.৫০	৫৫.০০	৫১০.০০
৮	ফরিদপুর	১২০.০০	৪৫০.০০	২০.০০	১১০.০০	২৬.০০	১৫.০০	২.৫০	১.০০	২০.০০	০.৫০	৫৫.০০	৮২০.০০
৯	মাদারীপুর	৬০.০০	৭৫০.০০	২০.০০	১০৫.০০	২৮.০০	১৫.০০	১.০০	১.০০	৭.০০	০.০০	৫২.০০	১০৩৯.০০
১০	ময়মনসিংহ	৫২.০০	৬৮০.০০	৩০.০০	৯০.০০	৯.২০	২০.০০	০.৩০	২.১০	৪.০০	০.৩০	১১.২০	৮৯৯.১০
১১	নেত্রকোনা	৪৮.০০	৬২০.০০	২৫.০০	৮০.০০	৭.৮০	২০.০০	০.২০	১.৯০	৩.০০	০.২০	১০.৮০	৮১৬.৯০
১২	কিশোরগঞ্জ	৭০.০০	১২০০.০০	৩০.০০	১০৫.০০	৭.০০	১৫.০০	১.০০	১.০০	২১.০০	০.০০	১২.০০	১৪৬২.০০
১৩	টাঙ্গাইল	১৭০.০০	১০০০.০০	৩০.০০	১০৫.০০	৭.০০	২৫.০০	০.৫০	১.০০	১৫.০০	০.৫০	৯২.০০	১৪৪৬.০০
১৪	জামালপুর	৬০.০০	৩০০.০০	৩০.০০	৫৫.০০	১০.০০	৪০.০০	১.০০	০.৫০	৩৮.০০	০.৫০	৪২.০০	৫৭৭.০০
১৫	চট্টগ্রাম-এ	২৫.০০	২০০.০০	১০.০০	১০৫.০০	৫.০০	৫.০০	১.০০	০.৫০	৬৮.০০	০.৫০	১৫.০০	৪৩৫.০০
১৬	চট্টগ্রাম-বি	৩০.০০	২০০.০০	১০.০০	১০৫.০০	১০.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	৭.০০	০.০০	১৩.০০	৩৮২.০০
১৭	চট্টগ্রাম-সি	২৫.০০	১০০.০০	১০.০০	৫৫.০০	১০.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	১০.০০	০.০০	১২.০০	২২৯.০০
১৮	কক্সবাজার	৭০.০০	৫০০.০০	১০.০০	১০৫.০০	১০.০০	৫.০০	৪.০০	১.০০	৭৫.০০	১.০০	১৫.০০	৭৯৬.০০
১৯	কুমিল্লা-দক্ষিণ	৯০.০০	৫০০.০০	১৫.০০	৩১০.০০	৭.০০	১০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	২৫.০০	৯৫৯.০০
২০	কুমিল্লা-উত্তর	২৫.০০	৪০০.০০	২০.০০	৪১০.০০	১৮.০০	১০.০০	১.০০	০.৫০	৩.০০	০.৫০	১৫.০০	৯০৩.০০
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৫.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৬০.০০	৯.০০	১০.০০	০.৫০	০.৫০	৬.০০	০.০০	১৫.০০	৪৪১.০০
২২	চাঁদপুর	৯০.০০	৭০০.০০	১৫.০০	৬০.০০	৯.০০	১০.০০	১.০০	১.০০	২.০০	১.০০	১৫.০০	৯০৪.০০
২৩	নোয়াখালী	২৫.০০	৭৫০.০০	১৫.০০	৬০.০০	৭৮.০০	১০.০০	১৭.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১৫.০০	৯৭৩.০০
২৪	ফেনী	২৭০.০০	৪০০.০০	১০.০০	৬০.০০	৪৩.০০	৫.০০	৮.০০	৮.০০	৫.০০	৩.০০	২৭.০০	৮৩৯.০০
২৫	সিলেট	৩৫.০০	৩০০.০০	১০.০০	৬০.০০	৫.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	২.০০	০.০০	১০.০০	৪২৮.০০
২৬	সুনামগঞ্জ	১৫.০০	৩০০.০০	১০.০০	৬০.০০	৭.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	৩.০০	০.০০	১০.০০	৪১১.০০
২৭	মৌলভীবাজার	৩০.০০	৩০০.০০	১০.০০	৬০.০০	৫.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	২.০০	০.০০	১০.০০	৪২৪.০০
২৮	হবিগঞ্জ	১৬০.০০	৩০০.০০	১০.০০	৬০.০০	১৪.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	১.০০	০.০০	১৩.০০	৫৬৪.০০
২৯	খুলনা	৮৫.০০	১২০.০০	১০.০০	৩০.০০	৫.০০	৩.০০	০.৫০	০.৫০	৮.০০	০.০০	৬.০০	২৬৮.০০
৩০	বাগেরহাট	১৭০.০০	২০০.০০	১০.০০	২৫.০০	৩.০০	৩.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	৪.০০	৪১৯.০০
৩১	সাতক্ষীরা	৪৮০.০০	৫৫০.০০	১০.০০	৫৫.০০	১২.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	২৪.০০	০.০০	৫১.০০	১১৮৮.০০
৩২	যশোর	১২০.০০	৪০০.০০	১৫.০০	৫৫.০০	১৮.০০	১০.০০	১.০০	৩.০০	৩০.০০	০.০০	৬৬.০০	৭১৮.০০
৩৩	ঝিনাইদহ	৪৫.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০.০০	১১.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	১৫.০০	০.৫০	৪০.০০	৪৬২.৫০
৩৪	মাগুরা	৪৫.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০.০০	১০.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	১৫.০০	০.৫০	৪০.০০	৪৬১.৫০
৩৫	কুষ্টিয়া	৪৫.০০	৩৫০.০০	২০.০০	৩০.০০	১০.০০	৫.০০	০.৩০	০.৩০	২২.০০	৩.০০	৪৫.০০	৫৩০.৬০
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	৩৫.০০	২৬০.০০	১০.০০	২৫.০০	৮.০০	৪.০০	০.২০	০.২০	১৬.০০	২.০০	৩৮.০০	৩৯৮.৪০
৩৭	বরিশাল	৬০.০০	৩৮০.০০	১৫.০০	৫৫.০০	২৮.০০	১০.০০	১.০০	০.৫০	১০.০০	০.৫০	১৪.০০	৫৭৪.০০
৩৮	ভোলা	১৮০.০০	২২০.০০	১০.০০	৫৫.০০	১১.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	১১.০০	০.৫০	১০.০০	৫০৩.৫০
৩৯	পটুয়াখালী	১৩০.০০	২২০.০০	১০.০০	৫৫.০০	৩৫.০০	৫.০০	০.৫০	১৪.০০	৩.০০	০.৫০	১০.০০	৪৮৩.০০
৪০	রাজশাহী	১৭০.০০	৩০০.০০	২৫.০০	২১০.০০	১৩.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	১১.০০	১.০০	১২.০০	৭৪৯.০০
৪১	চাঁঃ নবাবগঞ্জ	৭০.০০	২০০.০০	১৫.০০	১০৫.০০	১৩.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	১০.০০	২.০০	১৪.০০	৪৩৬.০০
৪২	নাটোর	৬০.০০	৬০০.০০	১৫.০০	১০৫.০০	১৮.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	৫৪.০০	০.০০	১৩.০০	৮৭১.০০
৪৩	নওগাঁ	২৫০.০০	৭৫০.০০	১৫.০০	১০৫.০০	১৪.০০	৫.০০	০.০০	১.০০	১০.০০	৩.০০	১৩.০০	১১৬৬.০০
৪৪	পাবনা	৪০.০০	৭০০.০০	১৫.০০	১০৫.০০	১৭.০০	৫.০০	২.০০	৩.০০	২৫.০০	১.০০	৩২.০০	৯৪৫.০০
৪৫	সিরাজগঞ্জ	৭০.০০	৪৭০.০০	১৫.০০	২০৫.০০	১৮.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	১১.০০	১.০০	১০.০০	৮০৭.০০
৪৬	বগুড়া	৯০.০০	৪২০.০০	২০.০০	৪১০.০০	৭.০০	১০.০০	১.০০	১.০০	৮.০০	২.০০	১১.০০	৯৮০.০০
৪৭	রংপুর	১৭০.০০	৬৭০.০০	২০.০০	৪১০.০০	৮.০০	১০.০০	১.০০	২.০০	১৮১.০০	১০.০০	১৩.০০	১৪৯৫.০০
৪৮	গাইবান্ধা	৪০.০০	৩০০.০০	১৫.০০	২০৫.০০	৯.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	৪০.০০	১.০০	১০.০০	৬২৬.০০
৪৯	দিনাজপুর	১২০.০০	১১০০.০০	৬০.০০	২১৫.০০	২৫.০০	৫.০০	০.৫০	০.৫০	১২.০০	৬৯.০০	১৪.০০	১৬২১.০০
৫০	ঠাকুরগাঁও	৬০.০০	৬০০.০০	১৫.০০	১০৫.০০	৯.০০	৫.০০	১.০০	১.০০	১৩.০০	৩০.০০	৪২.০০	৮৮১.০০
৫১	কুড়িগ্রাম	২২০.০০	৮৫০.০০	২৫.০০	১০৫.০০	১৭.০০	১০.০০	১.০০	৫.০০	২৫.০০	৫০.০০	১২.০০	১৩২০.০০
	মোট	৪৩২৫.০০	২১০৭০.০০	৮০০.০০	৫৩৮০.০০	৭০০.০০	৪১০.০০	৬৩.০০	৬৭.০০	৮৮০.০০	১৯০.০০	১১১৫.০০	৩৫০০০.০০

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- '৬'

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরসিডি-৩ সম্পৃক্ত খাত/উপখাতের বিভাগ/এরিয়া ভিত্তিক বরাদ্দ।

খ) স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণের খাতসমূহের বরাদ্দ ঃ (লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ এরিয়ার নাম	ভাসমান খাঁচায় মৎস্য চাষ	পুকুরে মৎস্য চাষ	সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ	ফলজ, বনজ, ঔষধি	ফুল চাষ	মাশরুম	লবন	মোট
১	ঢাকা-পূর্ব	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	৩৫.০০
২	ঢাকা-পশ্চিম	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	১.০০	১৮.০০	১০.০০	০.০০	৮৪.০০
৩	ঢাকা-উত্তর	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	১.০০	১০.০০	১০.০০	০.০০	৭৬.০০
৪	ঢাকা-দক্ষিণ	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	০.০০	৩৪.০০
৫	নারায়নগঞ্জ	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	১.৫০	৩.০০	৩.০০	০.০০	৬৭.৫০
৬	মুন্সিগঞ্জ	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	০.৫০	১.০০	২.০০	০.০০	৫৮.৫০
৭	নরসিংদী	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৪.০০	৩.০০	০.০০	৬৯.০০
৮	ফরিদপুর	৩০.০০	৩০.০০	৩০০.০০	২.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০	৩৭১.০০
৯	মাদারীপুর	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০	৭১.০০
১০	ময়মনসিংহ	৫৪.০০	১৮.০০	০.০০	১.৮০	২.৪০	২.৪০	০.০০	৭৮.৬০
১১	নেত্রকোনা	৩৬.০০	১২.০০	০.০০	১.২০	১.৬০	১.৬০	০.০০	৫২.৪০
১২	কিশোরগঞ্জ	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৮৫.০০
১৩	টাঙ্গাইল	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০	৭১.০০
১৪	জামালপুর	৩৫.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৭০.০০
১৫	চট্টগ্রাম-এ	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	১.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০	৭০.০০
১৬	চট্টগ্রাম-বি	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	১.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০	৭০.০০
১৭	চট্টগ্রাম-সি	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০	৭১.০০
১৮	কক্সবাজার	৩৫.০০	৩০.০০	৪০০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	২০০.০০	৬৭০.০০
১৯	কুমিল্লা-দক্ষিণ	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৬.০০	২.০০	০.০০	৯০.০০
২০	কুমিল্লা-উত্তর	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৬.০০	২.০০	০.০০	৯০.০০
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	৪.০০	২.০০	০.০০	৮৯.০০
২২	চাঁদপুর	৮৫.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	৪.০০	২.০০	০.০০	১২৩.০০
২৩	নোয়াখালী	৪৫.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	৪.০০	২.০০	০.০০	৮৪.০০
২৪	ফেনী	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৮৫.০০
২৫	সিলেট	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৬০.০০
২৬	সুনামগঞ্জ	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৬০.০০
২৭	মৌলভীবাজার	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৬০.০০
২৮	হবিগঞ্জ	২৫.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৬০.০০
২৯	খুলনা	৩০.০০	৩০.০০	৭০০.০০	১.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৭৬৩.০০
৩০	বাগেরহাট	৩০.০০	৩০.০০	১০০০.০০	১.০০	০.০০	২.০০	০.০০	১০৬৩.০০
৩১	সাতক্ষীরা	৬০.০০	৩০.০০	১২০০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	১২৯৫.০০
৩২	যশোর	৪০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৭৬.০০
৩৩	ঝিনাইদহ	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	১.৫০	০.০০	২.০০	০.০০	৬৩.৫০
৩৪	মাগুরা	১৫.০০	৩০.০০	০.০০	১.৫০	০.০০	২.০০	০.০০	৪৮.৫০
৩৫	কুষ্টিয়া	১৫.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৪৯.০০
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	১৫.০০	৩০.০০	০.০০	১.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৪৮.০০
৩৭	বরিশাল	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৩৮	ভোলা	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৩৯	পটুয়াখালী	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৪০	রাজশাহী	৪০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৭৫.০০
৪১	চাঁঃ নবাবগঞ্জ	২০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৬.০০
৪২	নাটোর	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৪৩	নওগাঁ	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৪৪	পাবনা	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৮৫.০০
৪৫	সিরাজগঞ্জ	২০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৬.০০
৪৬	বগুড়া	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৮৬.০০
৪৭	রংপুর	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৪৮	গাইবান্ধা	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৫.০০
৪৯	দিনাজপুর	৫০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৮৬.০০
৫০	ঠাকুরগাঁও	২০.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	৫৬.০০
৫১	কুড়িগ্রাম	২০.০০	৩০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	৫৪.০০
	মোট	১৬০০.০০	১৫০০.০০	৩৬০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	৭২৫০.০০

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- 'চ'

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরসিডি-৩ সম্পৃক্ত খাত/উপখাতের বিভাগ/এরিয়া ভিত্তিক বরাদ্দ।

গ) মেয়াদী কৃষি/পল্লী ঋণের খাতসমূহের (কতিপয় দারিদ্র্য বিমোচন খাতসহ) বরাদ্দ ঃ (লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ এরিয়ার নাম	সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি	গরু মোটাতাজাকরণ	গাভী পালন	মহিষ পালন	চলন বিল এলাকায় হাঁস পালন	ছাগল/ভেড়া পালন	দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় বিশেষ ঋণ কর্মসূচি	পান, লিচু, কুল, পেয়ারা ইত্যাদি	তাঁত	মোট
১	ঢাকা-পূর্ব	০.০০	৬.০০	৮.০০	১০.০০	৫.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	৪১.০০
২	ঢাকা-পশ্চিম	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	১০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১১৫.০০
৩	ঢাকা-উত্তর	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	১০.০০	০.০০	৬.০০	২.০০	১১৭.০০
৪	ঢাকা-দক্ষিণ	০.০০	৬.০০	৮.০০	১০.০০	৫.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	৪০.০০
৫	নারায়নগঞ্জ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	১৫.০০	০.০০	৩.০০	২.৫০	১১৯.৫০
৬	মুন্সিগঞ্জ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	১০.০০	৫.০০	১৫.০০	০.০০	১.০০	১.৫০	৯৬.৫০
৭	নরসিংদী	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	২০.০০	১০.০০	৩০.০০	০.০০	৪.০০	৩.৫০	১৩১.৫০
৮	ফরিদপুর	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	১০.০০	৩০.০০	১৫০.০০	৪.০০	২.০০	৩১০.০০
৯	মাদারীপুর	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৪০.০০	১০.০০	১৫.০০	১০০.০০	৪.০০	২.৫০	২৩৫.৫০
১০	ময়মনসিংহ	৪.৮০	২১.৬০	২৮.৮০	৩০.০০	১০.০০	১৮.০০	০.০০	৪.২০	১.২০	১১৮.৬০
১১	নেত্রকোনা	৩.২০	১৪.৪০	১৯.২০	২০.০০	১০.০০	১২.০০	০.০০	২.৮০	০.৮০	৮২.৪০
১২	কিশোরগঞ্জ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	১০.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৫০.০০
১৩	টাঙ্গাইল	৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	১৫.০০	৪০.০০	০.০০	৫.০০	২.০০	১৯০.০০
১৪	জামালপুর	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	১০.০০	২০.০০	১০০.০০	৪.০০	২.৫০	২৫০.৫০
১৫	চট্টগ্রাম-এ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১২৫.০০
১৬	চট্টগ্রাম-বি	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১২৫.০০
১৭	চট্টগ্রাম-সি	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.৫০	১২৫.৫০
১৮	কক্সবাজার	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১২৫.০০
১৯	কুমিল্লা-দক্ষিণ	১০.০০	৩৬.০০	৪৮.০০	৫০.০০	১০.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.৫০	১৮০.৫০
২০	কুমিল্লা-উত্তর	১০.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	১০.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.৫০	১৫২.৫০
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	১০.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	৩.০০	১৫৩.০০
২২	চাঁদপুর	১০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	১.৫০	১৬০.৫০
২৩	নোয়াখালী	১০.০০	৩৩.০০	৪৪.০০	৫০.০০	৫.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	১.৫০	১৮৭.৫০
২৪	ফেনী	৮.০০	৩৩.০০	৪৪.০০	৫০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৫.০০	১.৫০	১৭৬.৫০
২৫	সিলেট	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	১.৫০	১২৪.৫০
২৬	সুনামগঞ্জ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	১৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	১.৫০	১৩৪.৫০
২৭	মৌলভীবাজার	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৪০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৪.০০	১.৫০	১৪৪.৫০
২৮	হবিগঞ্জ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	১৫.০০	০.০০	৪.০০	১.৫০	১১৯.৫০
২৯	খুলনা	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	৫.০০	১৫.০০	০.০০	২.০০	১.০০	১৩৭.০০
৩০	বাগেরহাট	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	২০.০০	৫.০০	১৫.০০	০.০০	২.০০	০.৫০	১০৬.৫০
৩১	সাতক্ষীরা	৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৫৯.০০
৩২	যশোর	১০.০০	৩৩.০০	৪৪.০০	৫০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৯.০০	২.০০	১৮৩.০০
৩৩	ঝিনাইদহ	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৪০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৪.৫০	১.৫০	১৪৫.০০
৩৪	মাগুরা	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৫০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৪.৫০	১.৫০	১৫৫.০০
৩৫	কুষ্টিয়া	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৪০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৬.০০	২.০০	১৪৭.০০
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৪০.০০	৫.০০	৩০.০০	০.০০	৩.০০	২.০০	১৪৪.০০
৩৭	বরিশাল	৮.০০	৩৩.০০	৪৪.০০	৫০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.৫০	১৬৬.৫০
৩৮	ভোলা	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	৩০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৫.০০	২.৫০	১২৬.৫০
৩৯	পটুয়াখালী	৮.০০	২৪.০০	৩২.০০	২০.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১১৫.০০
৪০	রাজশাহী	১০.০০	৩৩.০০	৪৪.০০	৫০.০০	২০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	২০৩.০০
৪১	চাঁঃ নবাবগঞ্জ	১০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	২০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৯৬.০০
৪২	নাটোর	৮.০০	৪২.০০	৫৬.০০	৫০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	২৪২.০০
৪৩	নওগাঁ	৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	২০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৯৪.০০
৪৪	পাবনা	৮.০০	১২০.০০	১৬০.০০	৪০.০০	৩৫.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	৩.০০	৪১০.০০
৪৫	সিরাজগঞ্জ	৮.০০	১১১.০০	১৪৮.০০	৫০.০০	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	৫.০০	৩.০০	৪০৫.০০
৪৬	বগুড়া	৮.০০	৩৬.০০	৪৮.০০	৪০.০০	১০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৮৮.০০
৪৭	রংপুর	৮.০০	২৭.০০	৩৬.০০	৫০.০০	১০.০০	৪০.০০	১০০.০০	৪.০০	২.০০	২৭৭.০০
৪৮	গাইবান্ধা	৮.০০	২৭.০০	৩৬.০০	৫০.০০	১০.০০	৩০.০০	৫০.০০	৪.০০	২.০০	২১৭.০০
৪৯	দিনাজপুর	৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	১০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৮৪.০০
৫০	ঠাকুরগাঁও	৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	১০.০০	৪০.০০	০.০০	৪.০০	২.০০	১৮৪.০০
৫১	কুড়িগ্রাম	৮.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫০.০০	১০.০০	৪০.০০	২০০.০০	৪.০০	২.০০	৩৮৪.০০
	মোট	৪০০.০০	১৫০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৫০০.০০	১৩০০.০০	৭০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	৮৭০০.০০

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- 'ছ'

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরসিডি-৪ সম্পৃক্ত খাত/উপখাতের বিভাগ/এরিয়া ভিত্তিক বরাদ্দ।

ক) স্বল্প/মেয়াদী ঋণের দারিদ্র্য বিমোচন খাতসমূহের বরাদ্দ ঃ (লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ এরিয়ার নাম	বহুমুখী ঋণ	প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ঋণ	প্রতিবন্ধী ঋণ	পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ	ঘরোয়া ঋণ	স্বনির্ভর ঋণ	গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ	মোট
১	ঢাকা-পূর্ব	১০০.০০	৪০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ হতে যত টাকা আদায় হবে সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য গ্রুপের মধ্যে তত টাকা বিতরণ করতে পারবে। তবে এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের হার ৮০% এর কম হলে শাখা তার ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। উল্লেখ্য, নতুন ঋণের ক্ষেত্রে ৬% কমিশন উক্ত ঋণ আদায়ের পর প্রদান করতে হবে।	০.০০	১৫০.০০
২	ঢাকা-পশ্চিম	১০০.০০	৪০.০০	৪.০০	৩.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯০.০০
৩	ঢাকা-উত্তর	১০০.০০	৪০.০০	১০.০০	৩.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯৬.০০
৪	ঢাকা-দক্ষিণ	১০০.০০	৪০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	১৫০.০০
৫	নারায়নগঞ্জ	১০০.০০	৪০.০০	২.৫০	৪.০০	৪.০০		৩০.০০	১৮০.৫০
৬	মুন্সিগঞ্জ	১০০.০০	৪০.০০	২.৫০	৩.০০	৩.০০		২০.০০	১৬৮.৫০
৭	নরসিংদী	১২০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	২১০.০০
৮	ফরিদপুর	১২০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৮.০০		৪৫.০০	২২০.০০
৯	মাদারীপুর	১০০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৩৫.০০	১৮৫.০০
১০	ময়মনসিংহ	৬৬.০০	২৪.০০	২.৪০	৩.০০	১.৮০		৩০.০০	১২৭.২০
১১	নেত্রকোনা	৪৪.০০	১৬.০০	১.৬০	২.০০	১.২০		২০.০০	৮৪.৮০
১২	কিশোরগঞ্জ	১১০.০০	৪০.০০	৬.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	২০৩.০০
১৩	টাঙ্গাইল	১২০.০০	৪০.০০	৪.০০	৪.০০	৮.০০		৪০.০০	২১৬.০০
১৪	জামালপুর	১৫০.০০	৪০.০০	৪.০০	৪.০০	৭.০০		৩৫.০০	২৪০.০০
১৫	চট্টগ্রাম-এ	১৫০.০০	৪০.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০		৩৫.০০	২৩৪.০০
১৬	চট্টগ্রাম-বি	১২০.০০	৪০.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০		৩৫.০০	২০৪.০০
১৭	চট্টগ্রাম-সি	১৯০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৭.০০		৩৫.০০	২৭৯.০০
১৮	কক্সবাজার	২০০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	২৯০.০০
১৯	কুমিল্লা-দক্ষিণ	১৫০.০০	৪০.০০	৪.০০	৪.০০	৩.০০		৫০.০০	২৫১.০০
২০	কুমিল্লা-উত্তর	১৫০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	২৪০.০০
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২০.০০	৪০.০০	৩.০০	৫.০০	৩.০০		৪০.০০	২১১.০০
২২	চাঁদপুর	১২০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৫০.০০	২২০.০০
২৩	নোয়াখালী	১২০.০০	৪০.০০	৪.০০	৫.০০	৩.০০		৫০.০০	২২২.০০
২৪	ফেনী	২০০.০০	৪০.০০	৩.০০	৫.০০	৩.০০		৫০.০০	৩০১.০০
২৫	সিলেট	২০০.০০	৪০.০০	৪.০০	৫.০০	৩.০০		৪০.০০	২৯২.০০
২৬	সুনামগঞ্জ	১০০.০০	৪০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯৩.০০
২৭	মৌলভীবাজার	১৫০.০০	৪০.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০		৪০.০০	২৪৮.০০
২৮	হবিগঞ্জ	১২০.০০	৪০.০০	৩.০০	৫.০০	৮.০০		৪০.০০	২১৬.০০
২৯	খুলনা	১০০.০০	৪০.০০	২.০০	৪.০০	৩.০০		৩০.০০	১৭৯.০০
৩০	বাগেরহাট	১০০.০০	৪০.০০	২.০০	৪.০০	৩.০০		৩০.০০	১৭৯.০০
৩১	সাতক্ষীরা	৮০.০০	৪০.০০	৬.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	১৭৩.০০
৩২	যশোর	৮০.০০	৪০.০০	৪.০০	৫.০০	৪.০০		৬০.০০	১৯৩.০০
৩৩	ঝিনাইদহ	৮০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৪.০০		৪০.০০	১৭১.০০
৩৪	মাগুরা	৮০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৪.০০		৪০.০০	১৭১.০০
৩৫	কুষ্টিয়া	৮০.০০	৪০.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০		৪০.০০	১৭২.০০
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	৮০.০০	৪০.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০		৩০.০০	১৫৯.০০
৩৭	বরিশাল	৮০.০০	৪০.০০	৬.০০	৪.০০	৩.০০		৫০.০০	১৮৩.০০
৩৮	ভোলা	৮০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	১৭০.০০
৩৯	পটুয়াখালী	৮০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	১৭০.০০
৪০	রাজশাহী	৮০.০০	৪০.০০	৪.০০	৪.০০	২১.০০		৫০.০০	১৯৯.০০
৪১	চাঁঃ নবাবগঞ্জ	৮০.০০	৪০.০০	৩.০০	৫.০০	৩.০০		৪০.০০	১৭১.০০
৪২	নাটোর	১৫০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৬০.০০	২৬০.০০
৪৩	নওগাঁ	১৫০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	২৪০.০০
৪৪	পাবনা	১০০.০০	৪০.০০	৪.০০	৪.০০	৮.০০		৬০.০০	২১৬.০০
৪৫	সিরাজগঞ্জ	১০০.০০	৪০.০০	৪.০০	৫.০০	৩.০০		৬০.০০	২১২.০০
৪৬	বগুড়া	১০০.০০	৪০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.০০		৫০.০০	২০৩.০০
৪৭	রংপুর	১০০.০০	৪০.০০	৫.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯২.০০
৪৮	গাইবান্ধা	১০০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯০.০০
৪৯	দিনাজপুর	১০০.০০	৪০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯৩.০০
৫০	ঠাকুরগাঁও	১০০.০০	৪০.০০	৪.০০	৫.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯২.০০
৫১	কুড়িগ্রাম	১০০.০০	৪০.০০	৩.০০	৪.০০	৩.০০		৪০.০০	১৯০.০০
	মোট	৫৭০০.০০	২০০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০		২০০০.০০	১০৩০০.০০

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- 'জ'

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরসিডি-৪ সম্পৃক্ত খাত/উপখাতের বিভাগ/এরিয়া ভিত্তিক বরাদ্দ।

খ) অন্যান্য স্বল্প/মেয়াদী ঋণের খাতসমূহের বরাদ্দ ঃ (লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিভাগ/ এরিয়ার নাম	সৌরশক্তি, সমন্বিত গরু পালন, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	জৈব সার ও কেঁচো কম্পোস্ট	ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন প্রকল্প	বাই সাইকেল ঋণ	ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ঋণ	নারীবান্ধব স্কুটারস ঋণ	মহিলা উদ্যোক্তা	শস্য গুদাম	মোট
১	ঢাকা-পূর্ব	২০.০০	০.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৬.০০
২	ঢাকা-পশ্চিম	৪০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	১০৪.০০
৩	ঢাকা-উত্তর	৪০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	১০৪.০০
৪	ঢাকা-দক্ষিণ	২০.০০	০.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৬.০০
৫	নারায়নগঞ্জ	৩০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৯৪.০০
৬	মুন্সিগঞ্জ	১০.০০	৭.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৩.০০
৭	নরসিংদী	৩০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২০০.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	২৯২.০০
৮	ফরিদপুর	৩৫.০০	১০.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	১০১.০০
৯	মাদারীপুর	১৫.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৯.০০
১০	ময়মনসিংহ	২১.০০	৪.৮০	৯.০০	৪.৮০	২.০০	৬.০০	১২.০০	০.০০	৫৯.৬০
১১	নেত্রকোনা	১৪.০০	৩.২০	৬.০০	৩.২০	২.০০	৩.০০	৮.০০	০.০০	৩৯.৪০
১২	কিশোরগঞ্জ	১৫.০০	৮.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৬৯.০০
১৩	টাঙ্গাইল	২০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৫০.০০	১৩৪.০০
১৪	জামালপুর	১৫.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৭০.০০	১৪৯.০০
১৫	চট্টগ্রাম-এ	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
১৬	চট্টগ্রাম-বি	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
১৭	চট্টগ্রাম-সি	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
১৮	কক্সবাজার	২০.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৯.০০
১৯	কুমিল্লা-দক্ষিণ	২০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৮৪.০০
২০	কুমিল্লা-উত্তর	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
২২	চাঁদপুর	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
২৩	নোয়াখালী	২০.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৯.০০
২৪	ফেনী	২০.০০	৭.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৮৩.০০
২৫	সিলেট	২০.০০	৭.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৩.০০
২৬	সুনামগঞ্জ	১৫.০০	৭.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৬৮.০০
২৭	মৌলভীবাজার	১৫.০০	৮.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৬৯.০০
২৮	হবিগঞ্জ	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
২৯	খুলনা	২০.০০	৭.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৮.০০
৩০	বাগেরহাট	১০.০০	৬.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৬২.০০
৩১	সাতক্ষীরা	১৫.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৯.০০
৩২	যশোর	২০.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৫০.০০	১৩৪.০০
৩৩	ঝিনাইদহ	১০.০০	৪৫.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	১৩০.০০	২৪১.০০
৩৪	মাগুরা	১০.০০	৪২.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	১৩০.০০	২৩৮.০০
৩৫	কুষ্টিয়া	২৫.০০	৮.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৮৯.০০
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	২০.০০	৭.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৮৩.০০
৩৭	বরিশাল	২০.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৯.০০
৩৮	ভোলা	১৫.০০	৮.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৬৯.০০
৩৯	পটুয়াখালী	১৫.০০	৮.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৬৯.০০
৪০	রাজশাহী	২০.০০	১০.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৫০.০০	১৩১.০০
৪১	চাঁঃ নবাবগঞ্জ	১৫.০০	৭.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৩.০০
৪২	নাটোর	১৫.০০	৭.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৩.০০
৪৩	নওগাঁ	১৫.০০	৭.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৫০.০০	১২৩.০০
৪৪	পাবনা	২০.০০	১০.০০	২০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৮৬.০০
৪৫	সিরাজগঞ্জ	৩০.০০	৮.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৮৪.০০
৪৬	বগুড়া	২০.০০	২০.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	১২০.০০	২০৬.০০
৪৭	রংপুর	৪০.০০	৩০.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৫০.০০	১৭১.০০
৪৮	গাইবান্ধা	১৫.০০	২০.০০	১০.০০	৮.০০	২.০০	৪.০০	২০.০০	৫০.০০	১২৯.০০
৪৯	দিনাজপুর	৪০.০০	১০.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	৫০.০০	১৫১.০০
৫০	ঠাকুরগাঁও	১৫.০০	৮.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৬.০০	২০.০০	০.০০	৭৪.০০
৫১	কুড়িগ্রাম	১৫.০০	১০.০০	১৫.০০	৮.০০	২.০০	৫.০০	২০.০০	০.০০	৭৫.০০
	মোট	১০০০.০০	৫০০.০০	৮০০.০০	৪০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০০.০০	৮০০.০০	৫১০০.০০

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- 'ঝ'

বিষয় ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিভাগীয় অফিসের জুরিসডিকশনের মধ্যে সকল কর্পোরেট শাখা-১ এর বহুমুখী তদারকি, মহিলা উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন প্রকল্প কর্মকান্ডের জন্য বিভাগীয় অফিসের বরাদ্দ।

(লক্ষ টাকার অংকে)

বিভাগীয় অফিস	বহুমুখী তদারকী	মহিলা উদ্যোক্তা	ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন প্রকল্প	মোট
ঢাকা-উত্তর	১৫০.০০	২০.০০	১২০.০০	২৯০.০০
ঢাকা-দক্ষিণ	১৫০.০০	২০.০০	১২০.০০	২৯০.০০
চট্টগ্রাম বিভাগ	১০০.০০	২০.০০	১০০.০০	২২০.০০
খুলনা বিভাগ	৫০.০০	২০.০০	১০০.০০	১৭০.০০
সিলেট বিভাগ	৫০.০০	২০.০০	১০০.০০	১৭০.০০
বরিশাল বিভাগ	৫০.০০	২০.০০	১০০.০০	১৭০.০০
ফরিদপুর বিভাগ	৫০.০০	২০.০০	১০০.০০	১৭০.০০
ময়মনসিংহ বিভাগ	৫০.০০	২০.০০	১০০.০০	১৭০.০০
মোট	৬৫০.০০	১৬০.০০	৮৪০.০০	১৬৫০.০০

পরিশিষ্ট- 'ঞ'

০১.	প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত {কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প = ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (পোল্ট্রি খামার ও হ্যাচারী = ৫০০.০০ লক্ষ টাকা, ডেইরী খামার = ২০০.০০ লক্ষ টাকা, মৎস্য খামার ও হ্যাচারী =৩০০.০০ লক্ষ টাকা), এনজিও = ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন প্রকল্প = ১০০.০০ লক্ষ টাকা, মহিলা উদ্যোক্তা = ১০০.০০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য = ৮০০.০০ লক্ষ টাকা মোট = ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা}	ঃ	৭০০০.০০

***** মোট বরাদ্দ (পরিশিষ্ট = ঘ + ঙ + চ + ছ + জ + ঝ + ঞ) = ৭৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা।**

Md. Golam Rabbani
Senior Officer
Retail Customer Department-3
Janata Bank Ltd, Head Office, Dhaka

MD. MUSTAFA KAMAL
Deputy General Manager
Retail Customer Department-3
Janata Bank Limited
Head Office, Dhaka

পরিশিষ্ট-'ট'

বিষয় ঃ কেঁচো কম্পোস্ট সার (Vermicompost) উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ

ক) নতুন প্রকল্প স্থাপন ঃ

২টি গাভীর সমন্বয়ে নতুন প্রকল্প স্থাপন ঃ

(টাকার অঙ্কে)

গাভী ক্রয় (২টি)	মাটির চাড়ী ক্রয়/হাউস নির্মাণ	কেঁচো ক্রয় (৩ কেজি)	ঘর তৈরি/শেড নির্মাণ	অন্যান্য উপাদান ক্রয়	গাভী ক্রয়সহ মোট খরচ	গাভী ক্রয় ব্যতীত মোট খরচ
২,০০,০০০/-	৩০,০০০/-	১০,০০০/-	৪৯,০০০/-	১০০০/-	২,৯০,০০০/-	৯০,০০০/-

১টি গাভীর সমন্বয়ে নতুন প্রকল্প স্থাপন ঃ

(টাকার অঙ্কে)

গাভী ক্রয় (১টি)	মাটির চাড়ী ক্রয়/হাউস নির্মাণ	কেঁচো ক্রয় (১.৫০ কেজি)	ঘর তৈরি/শেড নির্মাণ	অন্যান্য উপাদান ক্রয়	গাভী ক্রয়সহ মোট খরচ	গাভী ক্রয় ব্যতীত মোট খরচ
১,০০,০০০/-	১৫,০০০/-	৫,০০০/-	২৫,০০০/-	৫০০/-	১,৪৫,৫০০/-	৪৫,৫০০/-

খ) পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে ঃ

যে সকল ব্যক্তি আগে থেকেই গাভী পালন করে আসছে তাদেরকে মাটির চাড়ী/হাউস, ঘর তৈরী/শেড নির্মাণ ও কেঁচো ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করলেই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ২টি গাভীর ক্ষেত্রে ৯০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত এবং ১টি গাভীর ক্ষেত্রে ৪৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।

* **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা** ঃ একক অথবা যৌথ ভিত্তিতে উৎপাদনকারী পরিবার/প্রতিষ্ঠান।

* **ঋণ পরিশোধের সময়কাল** ঃ ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ০৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ অনধিক ০৪ (চার) বছরের মধ্যে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

* **জামানতের পরিমাণ** ঃ নতুন প্রকল্প স্থাপনে ব্যাংকের প্রচলিত শর্ত মোতাবেক জামানত গ্রহণ করতে হবে এবং পূর্ব হতেই গাভী পালন করছে এমন ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা যাবে।

* **সুদের হার** ঃ ৯%।

বিঃ দ্রঃ কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের জন্য উপর্যুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ বিতরণ ছাড়াও পরবর্তীতে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪ কর্তৃক কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের বিষয়ে জারীকৃত আরসিডি সার্কুলার নং- ৪১/১৩ তারিখ- ১৮/১১/২০১৩ এর নীতিমালার আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-"ঠ"

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২৭-১৪২৮ বাং/২০২০-২০২১ ইং													
ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
দানা শস্য ঃ													
১	আউশ (উফশী)	৪৮০৫	৮০০	১৭০০	০	১০০০	৪৬০০	৩৬০০০	৭০০০	৫৫৯০৫	৫৫৯০৫	২৭৯৫২৫	৯৩১৮
২	আউশ (স্থানীয়)	২৮৬০	৬৫০	১০০০	০	৬০০	৪০০০	৩০০০০	৬৫০০	৪৫৬১০	৪৫৬১০	২২৮০৫০	৭৬০২
৩	রোপা আমন (উফশী)	৫৭৪০	৮০০	১৬০০	০	১০০০	৪৫০০	৩৬০০০	৬৫০০	৫৬১৪০	৫৬১৪০	২৮০৭০০	৯৩৫৭
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	৩৪০০	৬৫০	০	০	১০০০	৪৫০০	৩০০০০	৬৫০০	৪৬০৫০	৪৬০৫০	২৩০২৫০	৭৬৭৫
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১২৫০	৬০০	০	০	০	৪০০০	৩০০০০	৫৫০০	৪১৩৫০	৪১৩৫০	২০৬৭৫০	৬৮৯২
৬	বোরো (হাইব্রিড)	৭৫২৫	১৪০০	৮০০০	০	১৫০০	৬০০০	৪৮০০০	৭৫০০	৭৯৯২৫	৭৯৯২৫	৩৯৯৬২৫	১৩৩২১
৭	বোরো (উফশী)	৬৫২৫	১০৫০	৮০০০	০	১৩০০	৬০০০	৪৮০০০	৭৫০০	৭৮৩৭৫	৭৮৩৭৫	৩৯১৮৭৫	১৩০৬৩
৮	বোরো (স্থানীয়)	৪৪৩০	৮০০	৫০০০	০	১০০০	৫০০০	৩৬০০০	৬৫০০	৫৮৭৩০	৫৮৭৩০	২৯৩৬৫০	৯৭৮৮
৯	গম (সেচসহ)	৫৫৮৫	৩২০০	৩০০০	০	১০০০	৪৫০০	৩০০০০	৬৫০০	৫৩৭৮৫	৫৩৭৮৫	২৬৮৯২৫	৮৯৬৪
১০	কাউন	২৩১৫	৬০০	১৫০০	০	১০০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	২৯৫১৫	২৯৫১৫	১৪৭৫৭৫	৪৯১৯
১১	জোয়ার (সরগম)	৪৭২২	৫৫০	১৫০০	০	৪০০	৩০০০	১৫০০০	৩৩০০	২৮৪৭২	২৮৪৭২	১৪২৩৬০	৪৭৪৫
১২	বাজরা (পালমিলেট)	২৩১৫	৫৫০	১৫০০	০	৪০০	৩০০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬০৬৫	২৬০৬৫	১৩০৩২৫	৪৩৪৪
১৩	বার্লি বা যব	২৩৫৪	৫৫০	১৫০০	০	৫০০	৩০০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬২০৪	২৬২০৪	১৩১০২০	৪৩৬৭
১৪	চিনা	২২৬৪	৪৫০	১৫০০	০	৫০০	৩০০০	১৫০০০	৫৫০০	২৮২১৪	২৮২১৪	১৪১০৭০	৪৭০২
১৫	হাইব্রীড ভুট্টা (খরিপ)	৮৬৫০	২৬০০	১৫০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৩৬৫০	৪৩৬৫০	২১৮২৫০	৭২৭৫
১৬	হাইব্রীড ভুট্টা (রবি)	৮৬৫০	২৬০০	২০০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৪১৫০	৪৪১৫০	২২০৭৫০	৭৩৫৮
অর্থকরী ফসল													
১৭	পাট	৩১২০	৩৫০	০	০	১০০০	৪৬০০	৩০০০০	৩৩০০	৪২৩৭০	৪২৩৭০	২১১৮৫০	৭০৬২
১৮	শন পাট	২১২৬	৩৫০	০	০	৮০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৫১৭৬	২৫১৭৬	১২৫৮৮০	৪১৯৬

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)									একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৯	অশ্ব	১৬৩০৩	৪০০০	৪০০০	০	২৫০০	৩৬০০	৩০০০০	৬৫০০	৬৬৯০৩	৬৬৯০৩	১৬৭২৫৭ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	১১১৫১
২০	মিষ্টি পান	১০১৮২৫	২৫০০০০	১২০০০	২৬০০০০	১৩০০০	১২০০০	৩৬০০০০	৪৩০০০	১০৫১৮২৫	১০৫১৮২৫	৫২৫৯১২৫	১৭৫৩০৪
	পান	৭৭০০০	৬০০০০	৭০০০	১৭০০০০	৭০০০	৬০০০	৩০০০০০	২৭০০০	৬৫৪০০০	৬৫৪০০০	৩২৭০০০০	১০৯০০০
২১	তুলা (আমেরিকান)	১০৭৯৬	৫০০	১৬০০	০	১০০০	৩৬০০	৩০০০০	৬৫০০	৫৩৯৯৬	৫৩৯৯৬	২৬৯৯৮০	৮৯৯৯
২২	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ী)	৯৪৩৪	৫০০	১৬০০	০	১০০০	৩৬০০	৩০০০০	৬৫০০	৫২৬৩৪	৫২৬৩৪	২৬৩১৭০	৮৭৭২
শাক সব্জী ঃ													
২৩	সীম	৭৫১১	৭০০	১৬০০	১৪০০০	৮০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫৭৭১১	৫৭৭১১	২৮৮৫৫৫	৯৬১৯
২৪	লাল শাক	৭২০০	৪০০	১০০০	০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৭৯০০	২৭৯০০	১৩৯৫০০	৪৬৫০
২৫	পালং শাক	৬৮৫২	২০০	১০০০	০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৭৩৫২	২৭৩৫২	১৩৬৭৬০	৪৫৫৯
২৬	কলমী শাক	৭৯৫৪	২০০	১০০০	০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৮৪৫৪	২৮৪৫৪	১৪২২৭০	৪৭৪২
২৭	লাউ	৮৫০০	২০০	১০০০	২০০০০	৪০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৫১২০০	৫১২০০	২৫৬০০০	৮৫৩৩
২৮	মুলা	৯২৪৫	২৫০	১৫০০	০	৮০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৩২৮৯৫	৩২৮৯৫	১৬৪৪৭৫	৫৪৮৩
২৯	ফুলকপি	৯৮৭৩	৯০০	৩০০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৪৬৭৩	৪৪৬৭৩	২২৩৩৬৫	৭৪৪৬
৩০	বাঁধাকপি	৯৯৩৩	৯০০	৩০০০	০	৮০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৪৭৩৩	৪৪৭৩৩	২২৩৬৬৫	৭৪৫৬
৩১	ওলকপি	১২৩০৫	৯০০	৩০০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৭০০৫	৪৭০০৫	২৩৫০২৫	৭৮৩৪
৩২	শালগম	১২৩০৫	৯০০	৩০০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪৭০০৫	৪৭০০৫	২৩৫০২৫	৭৮৩৪
৩৩	গাজর	৮৪৯২	৫০০০	২৩০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৩৭৫৯২	৩৭৫৯২	১৮৭৯৬০	৬২৬৫
৩৪	মটরসুটি	৭২৮৪	৮০০	৮০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৫৫০০	৩০৬৮৪	৩০৬৮৪	১৫৩৪২০	৫১১৪
৩৫	বরবটি	৭৩৯৮	১৪০০	৮০০	৬০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪০৩৯৮	৪০৩৯৮	২০১৯৯০	৬৭৩৩
৩৬	লেটুস	৭৪৩২	৮০০	২৩০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৪১৩৩২	৪১৩৩২	২০৬৬৬০	৬৮৮৯
৩৭	বেগুন	৮৭২৯	১৫০	২৫০০	০	১৮০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৩৭২৭৯	৩৭২৭৯	১৮৬৩৯৫	৬২১৩

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক /হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩৮	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	৮২৯৫	১৫০	১০০০	৬০০০	১৩০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৪৯৮৪৫	৪৯৮৪৫	২৪৯২২৫	৮৩০৮
৩৯	টমেটো (রবি)	৮২৯৫	১৫০	২৫০০	৬০০০	৮০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫০৮৪৫	৫০৮৪৫	২৫৪২২৫	৮৪৭৪
৪০	শশা	৭৮১০	১৫০	১০০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৭৭৬০	৪৭৭৬০	২৩৮৮০০	৭৯৬০
৪১	উচ্ছে/করল্লা	৭৮৫৮	১১০০	৩০০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৫০৭৫৮	৫০৭৫৮	২৫৩৭৯০	৮৪৬০
৪২	পটল	৭৮১০	২২০০	১০০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৬৫০০	৫০৮১০	৫০৮১০	২৫৪০৫০	৮৪৬৮
৪৩	ঢেঁড়স	৮৩০৫	৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯৮০৫	২৯৮০৫	১৪৯০২৫	৪৯৬৮
৪৪	মিষ্টিকুমড়া	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯৭১৩	২৯৭১৩	১৪৮৫৬৫	৪৯৫২
৪৫	চালকুমড়া	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	২০০০০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	৪৯৭১৩	৪৯৭১৩	২৪৮৫৬৫	৮২৮৬
৪৬	কাকরোল	৭৮৬০	১৫০০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫৮৭৬০	৫৮৭৬০	২৯৩৮০০	৯৭৯৩
৪৭	ঝিংগা	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৮৯১৩	৪৮৯১৩	২৪৪৫৬৫	৮১৫২
৪৮	চিচিঙ্গা	৮৩৭৩	১০০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৮৮৭৩	৪৮৮৭৩	২৪৪৩৬৫	৮১৪৬
৪৯	ধুন্দুল	৮৩৭৩	১৪০	১৬০০	১৪০০০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৪৮৯১৩	৪৮৯১৩	২৪৪৫৬৫	৮১৫২
৫০	পুঁই	৭৫৪০	৫০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৩৪৪৪০	৩৪৪৪০	১৭২২০০	৫৭৪০
৫১	ফরাসী সীম	৮১৫১	২৫০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৮০০০	৫৫০০	৩৭৮০১	৩৭৮০১	১৮৯০০৫	৬৩০০
৫২	ডাটা	৭৮৬৬	১৫০	১০০০	০	৫০০	৩৬০০	১৫০০০	৩০০০	৩১১১৬	৩১১১৬	১৫৫৫৮০	৫১৮৬
৫৩	ক্যাপসিকাম	১৯৭৭০	১২০০০	৫০০০	৬০০০	৬০০০	৬৬০০	৬০০০০	৫৫০০	১২০৮৭০	১২০৮৭০	৬০৪৩৫০	২০১৪৫
৫৪	ব্রোকলি	১০২০০	১৮০০	৪০০০	০	১৩০০	৩৬০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৫৪০০	৪৫৪০০	২২৭০০০	৭৫৬৭
৫৫	স্কোয়াস	৯৭০০	১৩০০	৪০০০	০	১৩০০	৩৬০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৪৪০০	৪৪৪০০	২২২০০০	৭৪০০
মসলা জাতীয় ফসল ঃ													
৫৬	মরিচ	৯০৯৫	২৫০	১৬০০	০	৮০০	৫৪০০	৩০০০০	৫৫০০	৫২৬৪৫	৫২৬৪৫	২৬৩২২৫	৮৭৭৪
৫৭	পেঁয়াজ	৯২২৯	২০০০০	১৬০০	০	৭০০	৫৪০০	১৫০০০	৫৫০০	৫৭৪২৯	৫৭৪২৯	২৮৭১৪৫	৯৫৭২
৫৮	রসুন	৯৪২৭	২৫০০০	১৬০০	০	৭০০	৫৪০০	১৫০০০	৫৫০০	৬২৬২৭	৬২৬২৭	৩১৩১৩৫	১০৪৩৮
৫৯	আদা	৯২৬১	৬৮০০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৮০০০	৫৫০০	১০৬৬৬১	১০৬৬৬১	৫৩৩৩০৫	১৭৭৭৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক /হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৬০	হলুদ	৮৬৫৩	৮৫০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	১১৯৪৫৩	১১৯৪৫৩	৫৯৭২৬৫	১৯৯০৯
৬১	ধনিয়া	৮৫১১	১৪০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯৮৫১	২৯৮৫১	১৪৯২৫৫	৪৯৭৫
৬২	জিরা	৮১২৯	১৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৫৫০০	৩৫৮২৯	৩৫৮২৯	১৭৯১৪৫	৫৯৭২
ফল ঃ													
৬৩	কলা	২৬২৫৪	১৬৫০০	৩০০০	৫১০০০	১৩০০	৩৬০০	২১০০০	১০০০০	১৩২৬৫৪	১৩২৬৫৪	৬৬৩২৭০	২২১০৯
৬৪	পেঁপে	২৫২৭২	১০০০০	১৬০০	৫২৫০০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	১০০০০	১২৪৬৭২	১২৪৬৭২	৬২৩৩৬০	২০৭৭৯
৬৫	আনারস	১১২৯৬	২০০০০	২৫০০	০	৭০০	৩৬০০	২১০০০	১০০০০	৬৯০৯৬	৬৯০৯৬	৩৪৫৪৮০	১১৫১৬
৬৬	তরমুজ	৮৬২৯	৬০০০	৩০০০	০	১৩০০	৩৬০০	২৪০০০	৫৫০০	৫২০২৯	৫২০২৯	২৬০১৪৫	৮৬৭২
৬৭	বাংগী	৯০২৬	৫০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৮০০০	৫৫০০	৩৮৯২৬	৩৮৯২৬	১৯৪৬৩০	৬৪৮৮
৬৮	আম	৭৪৮১০	৭০০০	১৬০০	০	৩৫০০	৩৬০০	১৮০০০	২৩০০০	১৩১৫১০	১৩১৫১০	৬৫৭৫৫০	২১৯১৮
৬৯	লেবু	২৫০০৫	১০০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	১৪০০০	৬৯৩০৫	৬৯৩০৫	৩৪৬৫২৫	১১৫৫১
৭০	লটকন	১৪১৪০	১০০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	১৪০০০	৫৮৪৪০	৫৮৪৪০	২৯২২০০	৯৭৪০
৭১	পেয়ারা	১৫৫৩৬	১০০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	১৪০০০	৬৮৮৩৬	৬৮৮৩৬	৩৪৪১৮০	১১৪৭৩
৭২	স্টবেরী	১৫৭৩৭	১১০০০০	১৬০০	০	১৩০০	৩৬০০	৩০০০০	১৪০০০	১৭৬২৩৭	১৭৬২৩৭	৪৪০৫৯৩ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	২৯৩৭৩
৭৩	লিচু	২১৭০০	৫৩০০	১৬০০	০	৩৫০০	৩৬০০	২১০০০	২৩০০০	৭৯৭০০	৭৯৭০০	৩৯৮৫০০	১৩২৮৩
৭৪	কমলা লেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১৬৬৯২	৭৫০০	১৬০০	০	১৩০০	৩৬০০	২১০০০	১০৫০০	৬২১৯২	৬২১৯২	৩১০৯৬০	১০৩৬৫

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)									একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক / হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৭৫	কমলা লেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	৩৫৭৫১	০	১৬০০	০	১৩০০	৩৬০০	২১০০০	১০৫০০	৭৩৭৫১	৭৩৭৫১	৩৬৮৭৫৫	১২২৯২
৭৬	মাল্টা	৮৪৮৭	১০০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৫৩৬৮৭	৫৩৬৮৭	২৬৮৪৩৫	৮৯৪৮
৭৭	সফেদা	৮৩৬০	৪০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৭৫৬০	৪৭৫৬০	২৩৭৮০০	৭৯২৭
৭৮	আমড়া	৮৫৪২	২০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৪৫৭৪২	৪৫৭৪২	২২৮৭১০	৭৬২৪
৭৯	নারিকেল	১০০৩০	৫০০০	৩৬০০	০	৭০০	৬৪০০	১৮০০০	৬৫০০	৫০২৩০	৫০২৩০	২৫১১৫০	৮৩৭২
৮০	বাউকুল/আপেলকুল	১৮২৮৮	১৮০০০	১৬০০	০	৩৫০০	৩৬০০	৬০০০০	২৩০০০	১২৭৯৮৮	১২৭৯৮৮	৬৩৯৯৪০	২১৩৩১
৮১	ড্রাগন ফল	২৫১৫৫	৭০০০০	৭০০০	২০০০০০	২৫০০	২০০০	৬০০০০	১১৫০০	৩৭৮১৫৫	৩৭৮১৫৫	১৮৯০৭৭৫	৬৩০২৬
৮২	রাম্বুটান	২১৭০০	২২০০০	৫০০০	৬০০০	৩৫০০	৩৬০০	২১০০০	৬৫০০	৮৯৩০০	৮৯৩০০	৪৪৬৫০০	১৪৮৮৩
কন্দাল ফসল ঃ													
৮৩	আলু (উফশী)	৯১৯০	৩০০০০	২৫০০	০	৩৬০০	৩৬০০	২১০০০	৫৫০০	৭৫৩৯০	৭৫৩৯০	১৮৮৪৭৫ (সর্বোচ্চ ২.৫ একরের জন্য)	১২৫৬৫
৮৪	মিষ্টি আলু	৮৯২১	৫২০০	১৬০০	০	৮০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩৮৪২১	৩৮৪২১	১৯২১০৫	৬৪০৪
৮৫	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	৯১৯০	৩০০০০	১৫০০	৬০০০	১৮০০	০	১৫০০০	৫৫০০	৬৮৯৯০	৬৮৯৯০	৩৪৪৯৫০	১১৪৯৮
৮৬	কচু (মুখী কচু)	৭৯৮৮	৪৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩৬৪৮৮	৩৬৪৮৮	১৮২৪৪০	৬০৮১
৮৭	পানি কচু	৮১৬২	১৬০০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৪৭৭৬২	৪৭৭৬২	২৩৮৮১০	৭৯৬০
৮৮	ওলকচু	৯৪৩৫	৯০০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৪২৬৩৫	৪২৬৩৫	২১৩১৭৫	৭১০৬
৮৯	কাসাবা	৬৮০০	১৮০০	১৩০০	০	৫০০	২৬০০	১৫০০০	৯০০০	৩৭০০০	৩৭০০০	১৮৫০০০	৬১৬৭
তৈল জাতীয় ঃ													
৯০	সরিষা (উফশী)	৮৯১৬	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩২৭৫৬	৩২৭৫৬	১৬৩৭৮০	৫৪৫৯
৯১	সরিষা (স্থানীয়)	৮২০৯	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	৩২০৪৯	৩২০৪৯	১৬০২৪৫	৫৩৪২
৯২	চিনাবাদাম (খরিপ)	২৫১৫	৩২০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	৩৩০০	৩৮৯১৫	৩৮৯১৫	১৯৪৫৭৫	৬৪৮৬
৯৩	চিনাবাদাম (রবি)	২৫১৫	৩২০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	২৪০০০	৩৩০০	৩৮৯১৫	৩৮৯১৫	১৯৪৫৭৫	৬৪৮৬
৯৪	সূর্যমূখী	৮৮০৯	৪০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	৯০০০	৩৩০০	২৭৪০৯	২৭৪০৯	১৩৭০৪৫	৪৫৬৮

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)									একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৯৫	কাজুবাদাম	১০৫০০	৩০০০	৫০০০	৩৫০০	১০০০	১৩০০০	৩০০০০	৯০০০	৭৫০০০ (১ম বছরে ৪০০০০ ও পরবর্তী দুই বছরে ৩৫০০০)	৭৫০০০	৩৭৫০০০	১২৫০০
৯৬	তিল (খরিপ)	৮১৬৫	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯০০৫	২৯০০৫	১৪৫০২৫	৪৮৩৪
৯৭	তিল (রবি)	৮১৬৫	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৯০০৫	২৯০০৫	১৪৫০২৫	৪৮৩৪
৯৮	কুসুম ফুল	৬৯৭৮	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	৯০০০	৩৩০০	২৪৮১৮	২৪৮১৮	১২৪০৯০	৪১৩৬
৯৯	তিসি	৮৯৬	২৪০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	৯০০০	৩৩০০	১৮৭৩৬	১৮৭৩৬	৯৩৬৮০	৩১২৩
১০০	সয়াবিন (খরিপ)	৮৩৭৭	২৩০০	০	০	১০০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	৩০৫৭৭	৩০৫৭৭	১৫২৮৮৫	৫০৯৬
১০১	সয়াবিন (রবি)	৮৩৭৭	২৩০০	১৬০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	৩১৮৭৭	৩১৮৭৭	১৫৯৩৮৫	৫৩১৩
ডাল জাতীয় ঃ													
১০২	মুগডাল (খরিপ-১)	১৫৯৪	৯০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬০৯৪	২৬০৯৪	১৩০৪৭০	৪৩৪৯
১০৩	মুগডাল (রবি)	১৫৯৪	৯০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৬০৯৪	২৬০৯৪	১৩০৪৭০	৪৩৪৯
১০৪	মাসকলাই (খরিপ)	৬৮১	১২০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২২৪৮১	২২৪৮১	১১২৪০৫	৩৭৪৭
১০৫	মাসকলাই (রবি)	৬৮১	১২০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২২৪৮১	২২৪৮১	১১২৪০৫	৩৭৪৭
১০৬	ছোলা	১৬৫১	১৫০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৩৭৫১	২৩৭৫১	১১৮৭৫৫	৩৯৫৯
১০৭	অড়হর	৫০৮০	৬০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১২০০০	৩৩০০	২৬২৮০	২৬২৮০	১৩১৪০০	৪৩৮০
১০৮	মসুর	২১৭৪	১৫০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৭২৭৪	২৭৪৭৪	১৩৬৩৭০	৪৫৪৬
১০৯	খেসারী	৭০৯	১২০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৫০০০	৩৩০০	২৫৫০৯	২৫৫০৯	১২৭৫৪৫	৪২৫২
১১০	মটর	৬১৯	১৮০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৩২০০	৩৩০০	২৪২১৯	২৪২১৯	১২১০৯৫	৪০৩৭
১১১	গোমটর	৬১৯	১৮০০	১০০০	০	৭০০	৩৬০০	১৩২০০	৩৩০০	২৪২১৯	২৪২১৯	১২১০৯৫	৪০৩৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফুল জাতীয় ঃ													
১১২	জারবেরা ফুল	৫৭২৮০	৭৮০০০০	২৭৫০০০	৩৪০০০০	২৫০০০	১৭৫০০০	৩৪৪৪০০	৩৫০০০	২০৩১৬৮০	২০৩১৬৮০	১০১৫৮৪০০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৩৩৮৬১৩
১১৩	গোলাপ ফুল	৩৪১৩৫	১২৫০০০	২০০০০	৩৫০০০	১২০০০	৮০০০	৪৪৪৬০০	৫০০০০	৭২৮৭৩৫	৭২৮৭৩৫	৩৬৪৩৬৭৫ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	১২১৪৫৬
১১৪	গ্লাডিওলাস ফুল	২৭০৭০	২০০০০০	৬৫০০	৩০০০	৬০০০	৪৫০০০	১৩২০০০	৩৩০০০	৪৫২৫৭০	৪৫২৫৭০	২২৬২৮৫০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৭৫৪২৮
১১৫	রজনীগন্ধা ফুল	২৫০৬০	১৪০০০	৭০০০	২০০০	৮০০০	৫৫০০	১৫৯০০০	৩৩০০০	২৫৩৫৬০	২৫৩৫৬০	১২৬৭৮০০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৪২২৬০
১১৬	গাঁদা ফুল	১৩৭৪০	১৭০০০	১২০০০	৩০০০	৯০০০	৫০০০	৮৭০০০	৩৩০০০	১৭৯৭৪০	১৭৯৭৪০	৮৯৮৭০০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	২৯৯৫৭

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)									একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুম ওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অন্যান্য ঃ													
১১৭	ঘৃত কুমারী	১৩৫৯০	৫০০০০	২৫০০	-	১২০০	২০০০	৬০০০	১১৫০০	৮৬৭৯০	৮৬৭৯০	৪৩৩৯৫০	১৪৪৬৫
১১৮	চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত	২৪৮৭৬	৩৫০০০	১৬০০০	৩৮০০	৩৪৫০০	৩২০০০	১২০০০০	১১৫০০	২৭৭৬৭৬	২৭৭৬৭৬	১৩৮৮৩৮০	৪৬২৭৯
১১৯	মৌচাষ	মৌমাছিসহ ৫০টি বাক্স তৈরী খরচ ২৮০০*৫০=১৪০০০০					৪৭০০০	বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য ৪৫০০০		২৩২০০০	২৩২০০০	৫৮০০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ)	৩৮৬৬৭ (সর্বনিম্ন ঋণ)
১২০	আগর	৬১৫৫	১৪৫০০	৭০০০	০	৬০০০	৩৬০০	২৭০০০	১১৫০০	৭৫৭৫৫	৭৫৭৫৫	১৮৯৩৮৭.৫ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	১২৬২৬
১২১	ওয়েল পাম	১৫৭৫০	৪০০	৩০০০	০	৬০০	৩৬০০	২৪০০০	১০৫০০	৫৭৮৫০	৫৭৮৫০	১৪৪৬২৫ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	৯৬৪২
১২২	মাশরুম বীজ উৎপাদন	অটোক্লেব ৩টি ১৮০০০০	ক্লিনকেঞ্চ ১টি ১২০০০০	ইয়ারকন্ডিশনার ৩টি ২৪০০০০	০	র‍্যাক ২০ লোহার তৈরী ৩৫০০০০	রানিংকস্ট কাঠের গুড়া, গমের ভুসি ২৭৫০০০	শ্রমিক ৬ জন ৯০০০০	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য ৮৫০০০	খরচের বিবরনী সংযুক্ত ১৩৪০০০০	১৩৪০০০০	সর্বোচ্চ ঋণ ১৩৪০০০০	সর্বনিম্ন ২২৩৩৩৩
১২৩	মাশরুম উৎপাদন (প্রতি মাসে ৫০০ কেজি)	র‍্যাক ২০টি ৩০০০০০	রানিং কস্ট ৬৫০০০	০	০	০	০	শ্রমিক ৫৭০০০	০	খরচের বিবরণী সংযুক্ত ৪২২০০০	৪২২০০০	সর্বোচ্চ ঋণ ৪২২০০০	সর্বনিম্ন ৭০৩৩৩
১২৪	ধৈঞ্চা	৮৩০	৪০০	০	০	০	৩৬০০	৬০০০	৪২০০	১৫০৩০	১৫০৩০	৭৫১৫০	২৫০৫

বি: দ্রঃ আখ, স্ট্রবেরী, আলু, (উফশী), আগর, ওয়েলপাম, মৌচাষের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর, মাশরুম চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১ একর এবং অন্যান্য ফসলের জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-"ড"

ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪২৭-১৪২৮বাং/২০২০-২০২১ইং

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক) দানা শস্য ঃ				
১	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভদ্র ১ জুলাই-৩১ আগষ্ট	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২	আউশ (স্থানীয়)	১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ ভদ্র ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩০মে	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ১এপ্রিল-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১০	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১১	বাজরা (পার্লমিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১২	বার্লি যব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৪	ভুট্টা (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবণ ১ জুন-৩১ জুলাই	১৬ পৌষ ৩১ আগস্ট
১৫	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
(খ) অর্থকরী ফসল ঃ				
১৬	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৭	শন পাট	৩ ফাল্গুন-১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৮	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
১৯	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
২০	আমেরিকান জাতের তুলা-ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ	১৭ আষাঢ়-১৫ আশ্বিন ১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১ পৌষ-১ চৈত্র ১৫ ডিসেম্বর-১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
২১	কুমিল্লা তুলা-বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	১৮ চৈত্র- ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১ অগ্রহায়ণ-১৭ পৌষ ১৫ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(গ) শাক সবজি ঃ				
২২	শিম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৩	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৪	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২৫	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
২৬	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭	মূলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৮	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৯	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩২	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩	মটরসুটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৪	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩৫	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৬	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৮	টমেটো	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ আগস্ট-৩১ডিসেম্বর	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৪ আশ্বিন ৩০ এপ্রিল
৩৯	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪০	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪১	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪২	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৪৩	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৪	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪৫	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৬	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ১ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩১ মে-৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৭	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৮	চিচিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৯	ধুন্দুল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৫০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৫১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
৫২	ফরাসী শিম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৩	ক্যাপসিকাম	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৪	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৫	স্কোয়াস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(ঙ) মসলা জাতীয় ফসলঃ				
৫৬	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫৭	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫৮	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই(পরের বছর)
৫৯	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র -১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী(পরের বছর)
৬০	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৬১	জিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৩এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
৬২	ধনিয়া	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	১ অগ্রহায়ণ-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
(চ) ফল ঃ				
৬৩	পেঁপে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৪	কলা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৫	আনারস	২ চৈত্র-৩০ বৈশাখ ১৬ মার্চ-১৪ মে	৩০ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৪ মে (পরের বছর)	৩০ কার্তিক ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৬৬	তরমুজ	৩০ আশ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-১৫ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৭	বাংগী	১৯ মাঘ-১ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৬ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-১৬ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬৮	আম	সারা বছর	১৫ বৈশাখ- ৩০শ্রাবণ ২৮ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৬৯	লিচু	সারা বছর	মে - জুন	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭০	বাউকুল/আপেল কুল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
৭১	কমলা লেবু	এপ্রিল-মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (পরের বছর)
৭২	স্ট্রবেরী	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই (পরের বছর)
৭৩	লেবু	সারা বছর	সারা বছর	সারা বছর
৭৪	লটকন	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১ বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১৫ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	৩০ শ্রাবণ ১৫ আগস্ট (ফসল সংগ্রহের বছর)
৭৫	পেয়ারা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
৭৬	মাল্টা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর পৌষ-মাঘ ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পরবর্তী বছর ১৫ ভদ্র-১৫ কার্তিক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৭৭	সফেদা	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র জুলাই-আগস্ট	পরবর্তী বছর ১৫ মাঘ-১৫ চৈত্র ফেব্রুয়ারী-মার্চ
৭৮	আমড়া	১৫ বৈশাখ-৩০ জ্যৈষ্ঠ মে-জুন	১ বছর পর ১৫ ভাদ্র-১৫আশ্বিন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	পরবর্তী বছর ১৫ কার্তিক-১৫ পৌষ নভেম্বর-ডিসেম্বর
৭৯	নারিকেল	১৫ বৈশাখ-১৫ ভাদ্র জুন-আগস্ট	৬-৭ বছর ১৫আশ্বিন-১৫অগ্রহায়ণ অক্টোবর-নভেম্বর	৬-৭ বছর ১৫ পৌষ-১৫ফাল্গুন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
৮০	ড্রাগন ফল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ৬-৭ মাস পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
৮১	রাম্বুটান	১৮ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১জুলাই	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
(ছ) কন্দাল ফসল ঃ				
৮২	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৮৩	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৮৪	আলু (কচুরিপানার ডাবল বেড পদ্ধতিতে)	১৭ ভাদ্র-১৬ কার্তিক ১ সেপ্টেম্বর-৩১ অক্টোবর	১৭ অগ্রহায়ণ-১৮ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৬ আষাঢ় ৩০ জুন
৮৫	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৬ অগ্রহায়ণ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট
৮৬	কচু (মুখী কচু)	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৮৭	ওলকচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৮৮	পানি কচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
৮৯	কাসাবা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৬ আশ্বিন-১৬অগ্রহায়ণ (পরের বছর) ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর (পরের বছর)	১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর
(জ) তৈল জাতীয় ঃ				
৯০	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯১	সরিষা (স্থানীয়)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯২	চিনাবাদাম	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৯৩	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৯৪	কাজুবাদাম	১৮ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৮ বৈশাখ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-৩০ জুন	ঋণ বিতরণের ০৩ বছর পর
৯৫	সূর্যমুখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৬	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ১ জুন-৩০ জুন	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৯৭	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১ চৈত্র ১ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯৮	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৯	কুসুম ফুল (সেফ ফ্লাউয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
(ঝ) ডাল জাতীয় ঃ				
১০০	মুগডাল (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
১০১	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ ১ আগস্ট
১০২	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী
১০৩	মাসকলাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ৭ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৪	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০৫	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩১ জুলাই
১০৬	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১০৭	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
১০৮	মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১০৯	গো-মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
১১০	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুযারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১১১	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
ফুল জাতীয় ঃ				
১১২	জারবেরা ফুল	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-নভেম্বর	মে-জুন
১১৩	গোলাপ	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন
১১৪	গ্লাডিওলাস	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	মে-জুন
১১৫	রজনীগন্ধা	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন
১১৬	গাঁদা (রবি-খরিপ)	অক্টোবর-ডিসেম্বর মে-জুন	জানুয়ারী-জুন মে-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল আগস্ট-সেপ্টেম্বর
অন্যান্য ফসলঃ				
১১৭	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
১১৮	মৌচাষ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারী বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই
১১৯	পামওয়েল	জুন-জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর
১২০	মাসরুম বীজ উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১২১	মাসরুম উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১২২	সবুজ সার (ধৈঞ্চ)	এপ্রিল-মে	জুলাই-আগস্ট	৩১ ডিসেম্বর
১২৩	ঘৃত কুমারী	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে
১২৪	চা ফসল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	রোপনের ১ বছর পর থেকে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত	পরবর্তী বছর থেকে

বিঃদ্রঃ অঞ্চলভেদে ফসল বপন/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল বপন/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১। মাশরুম বীজ (Spawn) উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	স্পন (Spawn) প্যাকেট উৎপাদন খরচ প্রতি মাসে ২৫০০০ প্যাকেট							মোট টাকার পরিমাণ
		অটোক্লেভ (৩টি)	ক্লিন বেঞ্চ (১টি)	এয়ার কন্ডিশনার (৩টি)	র‍্যাক (২০টি লোহার তৈরী)	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)	শ্রমিক (৬জন)	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	
১	মাশরুম বীজ	১৮০০০০	১২০০০০	২৪০০০০	৩৫০০০০	২৭৫০০০	৯০০০০	৮৫০০০	১৩৪০০০০

মাশরুম বীজ উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং (৩০০০ বঃ ফুট) থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানো ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য অন্তত ৩০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

২। মাশরুম উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	প্রতি মাসে ৫০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
		র‍্যাক (২০টি)	রানিং কস্ট (প্যাকেটের মূল্য ইত্যাদি)	শ্রমিক (৩জন)		
১	মাশরুম	৩০০০০০	৬৫০০০	৫৭০০০	৪২২০০০	রানিং কস্টের সুবিধা পরবর্তী মাসেও বলবৎ থাকবে

মাশরুম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- চাষঘর (৩০০০ বঃফুট) থাকতে হবে।
- চাষঘর ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানোর জন্য অন্তত ১০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- চাষঘর ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়ার চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

রেশম চাষে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে তুঁতচাষ ও পলুপালন বাবদ খরচের বিবরণী এবং উৎপাদন পঞ্জিকা

১। তুঁতচাষ সংক্রান্তঃ

(ক) নতুন তুঁতচারা রোপন ও উৎপাদনশীলকরণ বাবদ ব্যয়ঃ

পলুপোকা (Silk Worm) ২০-২২ দিন তুঁতগাছের পাতা খায়। এরপর মুখ নিঃসৃত লালা দিয়ে ৭২ ঘন্টার মধ্যে রেশম গুটি তৈরী করে। পলুর একমাত্র খাদ্য তুঁতগাছের পুষ্টিমানসমৃদ্ধ পাতা। তাই পলুপালনের উদ্দেশ্যে তুঁতগাছের আবাদ করতে হয়। তুঁতগাছ বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ। একবার তুঁতগাছ রোপণ করলে প্রায় ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়। ১ম বছরে তুঁতচারা রোপণ ও রোপণোত্তর বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

স্থায়ী খরচ (এককালীন)

ক্রঃ নং	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
	রোপণ খরচ			
১.	১৬০০টি তুঁতচারা (রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে)	১৬০০টি	-	-
২.	তুঁতচারা রোপণের জন্য গর্ত করা (১৬০০ টি)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৩.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ বাবদ (প্রতি গর্তে ২ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি)	-	-	৭৬৫০/-
৪.	চারা রোপণ	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৫.	টপ কাটিং	৪ জন	৪৫০/-	১৮০০/-
৬.	বিবিধ			৪০০/-
			উপমোটঃ	২৪,২৫০/-
	রোপণোত্তর খরচ			
৭.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিস্কার ৮ জন*২বার	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৮.	সার ক্রয় ও প্রয়োগ (বছরে ২ বার) (অজৈব সার ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি ফসফেট, ২০ কেজি পটাশ)	-	-	২৬৫০/-
৯.	সেচ	২বার	৩০০/-	৬০০/-
১০.	হালকা খোঁড়া (২বার)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
১১.	বিবিধ			৩০০/-
			উপমোটঃ	১৭,৯৫০/-
			মোটঃ	৪২,২০০/-

(খ) বর্ধনশীল ও উৎপাদনশীল তুঁতবাগান পরিচর্যা বাবদ ব্যয় (প্রতি বছর)ঃ

তুঁতচারা রোপণের পর বর্ধনশীল তুঁতগাছগুলি ৩ বছরান্তে উৎপাদনশীল তুঁতগাছে পরিণত হয়। গুণগত মানের তুঁতপাতা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতি বছরে তুঁতবাগান পরিচর্যা করতে হয়। এজন্য প্রতি বছর তুঁতবাগান পরিচর্যা বাবদ যে খরচ হবে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

ক্রঃ নং	খরচের খাত	শ্রমিক সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য/মজুরি	মোট খরচ (টাকায়)
১.	গাছের গোড়া খোঁড়া ও আগাছা পরিস্কার (৪ বার)	৩৬ জন	৪৫০/-	১৬,২০০/-
২.	জৈব সার (বছরে ১ বার)	২০০ ঘনফুট	২৫/-	৫০০০/-
৩.	অজৈব সার ক্রয় (ইউরিয়া ৮৮কেজি, টিএসপি ৪৪ কেজি, এমপি ২৮ কেজি)	-	-	৩৫৫০/-
৪.	সেচ	২বার	৩০০/-	৬০০/-
৫.	হালকা খোঁড়া (২বার)	১৬ জন	৪৫০/-	৭২০০/-
৬.	সার প্রয়োগ	৩ জন	৪৫০/-	১৩৫০/-
৭.	গাছ ছাঁটাই (২বার)	২০ জন	৪৫০/-	৯০০০/-
৮.	বিবিধ			২০০/-
			মোটঃ	৪৩,১০০/-

২। পলুপালন সংক্রান্ত (প্রতিশত ডিমের পলুপালন বাবদ ব্যয়):

১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে আবাদকৃত তুঁতগাছের পাতা দিয়ে প্রায় ১০০ টি ডিমের পলুপালন করা যায়। পলুপালন করার জন্য পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদির প্রয়োজন। এ বাবদ যে খরচ হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

স্থায়ী খরচ (এককালীন)

১.	১ টি পলুঘর তৈরী ব্যয় (২০'x১৫'xউচ্চতা ১২')	৮০,০০০/-
২.	কাঠের পিড়া	৪০০/-
৩.	পাতা কাটা ছুরি	৩০০/-
৪.	গাছ ছাটইয়ের দা/ প্রুনিং সিজার	৪০০/-
৫.	হাইগ্রোমিটার	৭০০/-
৬.	ঘড়া কাঠি	১৫০০/-
৭.	বাশেঁর ডালা (৩.৫'x৫.৫'=১৯.২৫ বর্গফুট) পলুপালনে ৪৫০ বর্গফুট জায়গার জন্য x ২৫ টি ডালা (প্রতি ডালা ২০০/- হিসাবে)	৫০০০/-
৮.	বাশেঁর চন্দ্রকী ২০ টি (প্রতিটি ৩০০/- হিসাবে)	৬০০০/-
৯.	পলিথিন	৩০০/-
১০.	সুতার জাল ৫০ টি (৮০/- হিসাবে)	৪০০০/-
১১.	চটের বস্তা	৫০০/-
১২.	বিবিধ	২০০০/-
	উপমোট:	১,০১,১০০/-

অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (প্রতি বছর)

১৩.	শ্রমিক ব্যয় বাবদ (৩০ জন x ৪৫০/- x ৪ টি ক্রপ)	৫৪,০০০/-
১৪.	পলুপালন ঘর মেরামত ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩৫০০/-
১৫.	অন্যান্য/ আনুসাংগিক ব্যয়	৫০০/-
	উপমোট:	৫৮,০০০
	মোট:	১,৫৯,১০০/-

স্থায়ী খরচ: তুঁতচাষ ও পলুপালন ৪২,২০০/- + ১,০১,১০০/- = ১,৪৩,৩০০/-
অস্থায়ী/রক্ষণাবেক্ষণ: তুঁতচাষ ও পলুপালন ৪৩,১০০/- + ৫৮,০০০/- = ১,০১,১০০/-
মোট খরচ = ২,৪৪,৪০০/-

২। ঋণ পরিশোধের সময় ও কিস্তি নির্ধারণ:

তুঁতচারা রোপনের পর তুতঁচারাগুলি ৩ বছর পর উৎপাদনশীল তুতঁগাছে পরিণত হলে উক্ত গাছের পাতা দিয়ে পলুপালন ও রেশম গুটি উৎপাদন তথা রেশম চাষীগণ রেশম চাষের মাধ্যমে আয় রোজগার শুরু করতে পারে। তাই এই কর্মকান্ডে ঋণ দেওয়া হলে ঋণ পরিশোধের জন্য ৩ বছর গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যেতে পারে। এরপর পরবর্তী ৪র্থ হতে ১০ম বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় সীমা নির্ধরণ করা যেতে পারে।

নিম্লোক্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী পলুপালন তথা রেশম গুটি উৎপাদন হয়ে থাকে।

ক্র:নং	মৌসুমের নাম	চাষীদেরকে ডিম সরবরাহ	রেশম গুটি উৎপাদন
১	ভাদুরী বন্দ	৩-৮ আগস্ট	২৮ আগস্ট-২সেপ্টেম্বর
২	অগ্রহায়নী বন্দ	২০-২৫ অক্টোম্বর	১৪-১৯ নভেম্বর
৩	চৈতা বন্দ	৫-৮ মার্চ	৩০ মার্চ- ৪ এপ্রিল
৪	জৈষ্ঠা বন্দ	২০-২৫মে	১৪-১৯ জুন

বছরের তিন মাস পরপর ৪টি মৌসুমে রেশম গুটি উৎপাদন হয়। তাই বছরে ৪ বার ঋনের কিস্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিস্তি পরিশোধের মাসসমূহ এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর হতে পারে।

পরিশিষ্ট-"ঢ"

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২৭-১৪২৮ বাং/২০২০-২০২১ ইং
শ্রেণী বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ফসল (একর প্রতি)
ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১	রোপা আমন (উফশী)-আলু -বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু+বোরো (উফশী) ৭৫৩৯০+৭৮৩৭৫	--	২০৯৯০৫	৩০০%
২	রোপা আমন (উফশী)- আলু-রোপা আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু ৭৫৩৯০	রোপা আউশ (উফশী) ৫৫৯০৫	১৮৭৪৩৫	৩০০%
৩	আলু-পানি কচু	--	আলু ৭৫৩৯০	পানি কচু ৪৭৭৬২	১২৩১৫২	২০০%
৪	রোপা আমন (উফশী)-গম-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	গম ৫৩৭৮৫	মুগ ২৬০৯৪	১৩৬০১৯	৩০০%
৫	রোপা আমন (স্থানীয়)-ভুট্টা (রবি)-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	ভুট্টা ৪৪১৫০	সবুজ সার ১৩৫০০	১০৩৭০০	৩০০%
৬	রোপা আমন (উফশী)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	বোরো (উফশী) ৭৮৩৭৫	--	১৩৪৫১৫	২০০%
৭	মাসকলাই (রবি)-ভুট্টা (খরিপ)	--	মাসকলাই ২২৪৮১	ভুট্টা (খরিপ) ৪৩৬৫০	৬৬১৩১	২০০%
৮	রোপা আমন (উফশী)-গম-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	গম ৫৩৭৮৫	পাট ৪২৩৭০	১৫২২৯৫	৩০০%
৯	আলু-বোনা আমন	-	আলু ৭৫৩৯০	বোনা আমন ৪১৩৫০	১১৬৭৪০	২০০%
১০	রোপা আমন (স্থানীয়) আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	আলু ৭৫৩৯০	সবুজ সার ১৩৫০০	১৩৪৯৪০	৩০০%
১১	আলু-কচু (মুখী কচু)	-	আলু ৭৫৩৯০	কচু ৪৭৭৬২	১২৩১৫২	২০০%
১২	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমূখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সূর্যমূখী ২৭৪০৯	মুগ ২৬০৯৪	১০৯৬৪৩	৩০০%
১৩	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমূখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সূর্যমূখী ২৭৪০৯	সবুজ সার ১৩৫০০	৯৭০৪৯	৩০০%
১৪	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সরিষা ৩২৭৫৬	সবুজ সার ১৩৫০০	১০২৩৯৬	৩০০%
১৫	তুলা-ছোলা	তুলা ৫৩৯৯৬	ছোলা ২৩৭৫১	-	৭৭৭৪৭	২০০%
১৬	মাসকলাই-মুগ রোপা আউশ	মাসকলাই ২২৪৮১	মুগ ২৬০৯৪	রোপা আউশ ৫৫৯০৫	১০৪৪৮০	৩০০%
১৭	সরিষা-রোপা আউশ	-	সরিষা ৩২৭৫৬	রোপা আউশ ৫৫৯০৫	৮৮৬৬১	২০০%
১৮	মাসকলাই-সরিষা+মসুর-আউশ(স্থানীয়)	মাসকলাই ২২৪৮১	সরিষা+মসুর ৩২৭৫৬+২৭২৭৪	আউশ (স্থানীয়) ৪৫৬১০	১২৮১২১	৪০০%
১৯	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা+বোরো (উফশী) ৩২৭৫৬+৭৮৩৭৫		১৫৭১৮১	৩০০%
২০	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা ৩২৭৫৬	সবুজ সার ১৩৫০০	৯২৩০৬	৩০০%
২১	তিল (রবি)-আউশ (উফশী)	-	তিল (রবি) ২৯০০৫	আউশ (উফশী) ৫৫৯০৫	৮৪৯১০	২০০%
২২	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ৩৮৪২১	কাউন ২৯৫১৫	৬৭৯৩৬	২০০%
২৩	রোপা আমন (উফশী) আলু-ভুট্টা (খরিপ)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু ৭৫৩৯০	ভুট্টা ৪৩৬৫০	১৭৫১৪০	৩০০%
২৪	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-আউশ(উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সরিষা ৩২৭৫৬	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৪৪৮০১	৩০০%

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
২৫	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-রোপা আউশ(উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা ৩২৭৫৬	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৩৪৭১১	৩০০%
২৬	মুলা-আলু-পাট	মুলা ৩২৮৯৫	আলু (উফশী) ৭৫৩৯০	পাট ৪২৩৭০	১৫০৬৫৫	৩০০%
২৭	রোপা আমন (উফশী) আলু(উফশী)-আউশ (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু (উফশী) ৭৫৩৯০	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৮৭৪৩৫	৩০০%
২৮	সরিষা-পাট	-	সরিষা(উফশী) ৩২৭৫৬	পাট ৪২৩৭০	৭৫১২৬	২০০%
২৯	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ৭৫৩৯০	পাট ৪২৩৭০	১১৭৭৬০	২০০%
৩০	রোপা আমন (উফশী)- আলু (স্থানীয়)-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	আলু (স্থানীয়)+ বোরো (উফশী) ৭৫৩৯০+৭৮৩৭৫	--	২০৯৯০৫	৩০০%
৩১	মসুর-পাট	-	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	৬৯৬৪৪	২০০%
৩২	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ২৭২৭৪+৩২৭৫৬	পাট ৪২৩৭০	১০২৪০০	৩০০%
৩৩	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ২৬০৯৪	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	৯৫৭৩৮	৩০০%
৩৪	রোপা আমন (স্থানীয়) মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	১১৫৬৯৪	৩০০%
৩৫	মুলা-মসুর-পাট	মুলা ৩২৮৯৫	মসুর ২৭২৭৪	পাট ৪২৩৭০	১০২৫৩৯	৩০০%
৩৬	বোনা আমন-সরিষা- বোনা আউশ	--	সরিষা ৩২৭৫৬	বোনা আমন+ আউশ (স্থানীয়) ৪১৩৫০+৪৫৬১০	১১৯৭১৬	৩০০%
৩৭	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ২৯০০৫	আউশ (স্থানীয়) ৪৫৬১০	৭৪৬১৫	২০০%
৩৮	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সয়াবিন ৩১৮৭৭	পাট ৪২৩৭০	১৩০৩৮৭	৩০০%
৩৯	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ৩২৭৫৬	বোনা আউশ+ বোনা আমন ৩৪১৬০+৪১৩৫০	১০৮২৬৬	৩০০%
৪০	মুগ-গম-পাট	মুগ ২৬০৯৪	গম ৫৩৭৮৫	পাট ৪২৩৭০	১২২২৪৯	৩০০%
৪১	মাসকলাই- মসুর-বোনা আউশ	মাসকলাই ২২৪৮১	মসুর ২৭২৭৪	আউশ (উফশী) ৫৫৯০৫	১০৫৬৬০	৩০০%
৪২	রোপা আমন (স্থানীয়) ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	ছোলা ২৩৭৫১	পাট ৪২৩৭০	১১২১৭১	৩০০%
৪৩	চিনাবাদাম- বোনা আউশ	-	চিনাবাদাম ৩৮৯১৫	আউশ (স্থানীয়) ৪৫৬১০	৮৪৫২৫	২০০%
৪৪	রোপা আমন (উফশী) মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	মিষ্টি আলু ৩৮৪২১	সবুজ সার ১৩৫০০	১০৮০৬১	৩০০%
৪৫	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন- আউশ(উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	সয়াবিন ৩১৮৭৭	আউশ(উফশী) ৫৫৯০৫	১৪৩৯২২	৩০০%
৪৬	রোপা আমন (উফশী)-মিষ্টি আলু	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	মিষ্টি আলু ৩৮৪২১	--	৯৪৫৬১	২০০%
৪৭	পাট-মরিচ	--	মরিচ ৫২৬৪৫	পাট ৪২৩৭০	৯৫০১৫	২০০%
৪৮	আলু-মরিচ	--	আলু ৭৫৩৯০	মরিচ ৫২৬৪৫	১২৮০৩৫	২০০%
৪৯	রোপা আমন-পেঁয়াজ	রোপা আমন ৫৬১৪০	পেঁয়াজ ৫৭৪২৯	--	১১৩৫৬৯	২০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৫০	রোপা আমন -রসুন	রোপা আমন ৫৬১৪০	রসুন ৬২৬২৭	--	১১৮৭৬৭	২০০%
৫১	তরমুজ-বোনা আমন	--	তরমুজ ৫২০২৯	বোনা আমন ৪১৩৫০	৯৩৩৭৯	২০০%
৫২	ক্যাপসিকাম-গ্রীষ্মকালীন মুগ/ টমেটো	--	ক্যাপসিকাম ১২০৮৭০	গ্রীষ্মকালীন মুগ/ টমেটো ২৬০৯৪+৪৯৮৪৫	১৯৬৮০৯	৩০০%
মিশ্র ফসল ঃ						
৫৩	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ২৭২৭৪+৩২৭৫৬	-	৬২০৩০	২০০%
৫৪	আখ+ আলু	-	আখ+আলু ৫৩৫০৩+৭৫৩৯০	-	১২৮৮৯৩	২০০%
৫৫	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৫৩৫০৩+৩২৭৫৬	-	৬৮২৫৯	২০০%
৫৬	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৫৩৫০৩+২৭২৭৪	-	৮০৭৭৭	২০০%
৫৭	আখ+ছোলা	-	আখ-ছোলা ৫৩৫০৩+২৩৭৫১	-	৭৭২৫৪	২০০%
৫৮	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৫৩৫০৩+৩১৮৭৭	-	৮৫৩৮০	২০০%
৫৯	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৫৩৫০৩+৩৮৯১৫	-	৯২৪১৮	২০০%
৬০	মাল্টা + হলুদ	মাল্টা ৫৩৬৮৭	--	হলুদ ১১৯৪৫৩	১৭৩১৪০	২০০%
৬১	সফেদা + হলুদ	সফেদা ৪৭৫৬০	--	হলুদ ১০৮০০৩	১৫৫৫৬৩	২০০%
৬২	আমড়া + হলুদ	আমড়া ৪৫৭৪২	--	হলুদ ১০৮০০৩	১৫৩৭৪৫	২০০%
৬৩	নারিকেল + হলুদ	নারিকেল ৫০২৩০	--	হলুদ ১০৮০০৩	১৫৮২৩৩	২০০%
রিলে চাষ ঃ						
৬৪	রোপা আমন+সরিষা	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	সরিষা ৩২৭৫৬	-	৭৮৮০৬	২০০%
৬৫	রোপা আমন+খেসারী	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	খেসারী ২৫৫০৯	-	৭১৫৫৯	২০০%
৬৬	রোপা আমন+মসুর	রোপা আমন (স্থানীয়) ৪৬০৫০	মসুর ২৭২৭৪	-	৭৩৩২৪	২০০%
অন্যান্য ফসল						
৬৭	রোপা আমন (উফশী)-পেঁয়াজ বীজ-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ৫৬১৪০	পেঁয়াজবীজ ১২০৯৮১	মুগ ২৬০৯৪	২০৩২১৫	৩০০%
৬৮	পুঁইশাক -স্ট্রবেরী-ঢেঁড়স	পুঁইশাক ৩৪৪৪০	স্ট্রবেরী ১৭৬২৩৭	ঢেঁড়স ২৯৮০৫	২৪০৪৮২	৩০০%
৬৯	কমলা লেবু-০-০	কমলালেবু ৭৩৭৫১	--	--	৭৩৭৫১	১০০%
৭০	আগর-০-০	আগর ৭৫৭৫৫	--	--	৭৫৭৫৫	১০০%
৭১	মৌচাষ	--	মৌচাষ ২৩২০০০	--	২৩২০০০	১০০%
৭২	ওয়েলপাম	ওয়েলপাম ৫৭৮৫০	--	--	৫৭৮৫০	১০০%
৭৩	জারবেরা ফুল		জারবেরা ফুল ২০৩১৬৮০	--	২০৩১৬৮০	১০০%
৭৪	গোলাপ ফুল	--	গোলাপ ফুল ৭২৮৭৩৫	--	৭২৮৭৩৫	১০০%
৭৫	গ্লাডিওলাস ফুল	--	গ্লাডিওলাস ফুল ৪৫২৫৭০	--	৪৫২৫৭০	১০০%

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
৭৬	রজনীগন্ধা ফুল	--	রজনীগন্ধা ফুল ২৫৩৫৬০	--	২৫৩৫৬০	১০০%
৭৭	গাঁদা ফুল	--	গাঁদা ফুল ১৭৯৭৪০	--	১৭৯৭৪০	১০০%
৭৮	মাশরুম বীজ উৎপাদন	মাশরুম বীজ উৎপাদন ১৩৪০০০০	--	--	১৩৪০০০০	১০০%
৭৯	মাশরুম উৎপাদন	মাশরুম উৎপাদন ৪২২০০০	--	--	৪২২০০০	১০০%
৮০	ড্রাগন ফল	--	--	ড্রাগন ফল ৩৭৮১৫৫	৩৭৮১৫৫	১০০%
৮১	ঘৃত কুমারী	--	--	ঘৃত কুমারী ৮৬৭৯০	৮৬৭৯০	১০০%
৮২	চা ফসল	--	--	চা ফসল ২৭৭৬৭৬	২৭৭৬৭৬	১০০%
৮৩	কাজুবাদাম	--	--	কাজুবাদাম ৭৫০০০	৭৫০০০	১০০%

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"ণ"

ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪২৭-১৪২৮ বাং/২০২০-২০২১ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)													একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলা করন/ প্রুনিং খরচ	ড্রাইং/ গ্রেডিং/ ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
দানা শস্য ঃ(উফশী)																	
১	রোপা আমন(উফশী)	৫৮৫০	৫০০	১২০০	০	৭৫০	৩২০০	১৬২৫০	৬০০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৫১৪১০	৫১৪১০	২৫৭০৫০	৮৫৬৮
২	বোরো (উফশী)	৬৩০০	৬৮০	৬০০০	০	৭৫০	৩২০০	২১১২৫	৬০০০	৪৫০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৬১৭১৫	৬১৭১৫	৩০৮৫৭৫	১০২৮৫
৩	গম (সেচসহ)	১০৭৫০	২১৬০	২৪০০	০	২০০	৩২০০	১৩৬৫০	৬০০০	৩০০	৭৩৬০	১০০০	৪৮০০	৫৪৫২০	৫৪৫২০	২৭২৬০০	৯০৮৬
অর্থকরী ফসলঃ (উফশী)																	
৪	পাট	৮৪০০	৩০০	০	০	৫০০	৪০০০	১৩৬৫০	৩০০০	৪৫০০	১১৫০	২০০	৭৫০	৩৬৪৫০	৩৬৪৫০	৩৬৪৫০	৬০৭৫
মসলা জাতীয় ফসল ঃ (উফশী)																	
৫	মরিচ	৯৩০০	১৯৫	১২০০	০	৬০০	৪০০০	১৩৬৫০	৫০০০	৩৭৫০	৫৭৫	১০০	৩৭৫	৩৮৭৪৫	৩৮৭৪৫	৩৮৭৪৫	৬৪৫৮
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	৯৪০০	১৮২৫০	১২০০	০	৫০০	৪৮০০	৬৮২৫	৫০০০	৩৭৫০	১৬১৫০	২৫৫০	১২৭৫০	৮১১৭৫	৮১১৭৫	৪০৫৫৭৫	১৩৫১৯
৭	রসুন	১০০০০	২৪০০০	১২০০	০	৫০০	৪৮০০	৬৮২৫	৫০০০	৩৭৫০	৯৮৭০	১৫৬০	৭৮০০	৭৫৩১৫	৭৫৩১৫	৩৭৬৫৭৫	১২৫৫২
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	৯৫৪০	৪৭৫০০	২৪০০	০	৩০০০	৩২০০	২০১৫০	৬০০০	৩৭৫০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৯৮০০০	৯৮০০০	৯৮০০০	১৬৩৩৩
শাক সবজি (উফশী)																	
৯	সীম	৭৬০০	৬৬০	১২০০	১২০০০	৬০০	৩২০০	১০৭৫০	৫০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	৪৪৫৬০	৪৪৫৬০	৪৪৫৬০	৭৪২৬
১০	লাল শাক	৭৩৫০	৩০০	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	২২৫৯৫	২২৫৯৫	২২৫৯৫	৩৭৬৫
১১	পালং শাক	৬৯৫০	১২৮	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	২৩৬৬৩	২৩৬৬৩	২৩৬৬৩	৩৯৪৩
১২	কলমী শাক	৮২০০	১৩৫	৬০০	০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	২৪৫১০	২৪৫১০	২৪৫১০	৪০৮৫
১৩	লাউ	৮৫০০	১২৫	৬০০	১৮০০০	৩০০	৩২০০	৫৫২৫	৫০০০	১৫০০	৯২০	১২০	২০০	৪৩৯৯০	৪৩৯৯০	৪৩৯৯০	৭৩৩২
১৪	মুলা	৯৫০০	১৮৮	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৫০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	২৮৬৬৩	২৮৬৬৩	২৮৬৬৩	৪৭৭৭
১৫	বরবটি	৭৪৫০	১২০০	৬০০	৪৫০০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	১৩৮০	১৮০	৯০০	৩৩২৩৫	৩৩২৩৫	৩৩২৩৫	৫৫৩৯
১৬	বেগুন	৮৯৫০	১০০	১৮০০	০	১৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	২৩০	৩০	১৫০	২৯২৮৫	২৯২৮৫	২৯২৮৫	৪৮৮০
১৭	উচ্ছে	৮০০০	১০৩০	২৪০০	১২০০০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	৪১২৭৫	৪১২৭৫	৪১২৭৫	৬৮৭৯
১৮	ঢেঁড়স	৮৫০০	২৪০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	১৫০০	১১৫০	১৫০	৭৫০	২৫৭১৫	২৫৭১৫	২৫৭১৫	৪২৮৬
১৯	পুঁই	৭৭০০	৪০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৫০০০	১৫০০	৬৯০	৯০	৪৫০	২৭৫৫৫	২৭৫৫৫	২৭৫৫৫	৪৫৯৩
২০	ডাটা	৮১০০	১০০	৬০০	০	৪০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	১৫০০	৪৬০	৬০	৩০০	২৪৫৪৫	২৪৫৪৫	২৪৫৪৫	৪০৯১

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)															
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচ/ খুঁটি /বেড	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/ হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	রগিং/ পাতলা করন/ প্রুনিং খরচ	ড্রাইং/ গ্রেডিং/ক্লিনিং/ পরিবহন ইত্যাদি খরচ	বীজ শোধন খরচ	বীজ সংরক্ষণ খরচ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কন্দাল ফসল ঃ (উফশী)																	
২১	আলু (উফশী)	৯৪৩০	২৮৪০০	১৮০০	০	৩০০০	৩২০০	৯৭৫০	৫০০০	৩৭৫০	২৯৭৯২	৪৭০৪	২৩৫২০	১২২৩৪৬	১২২৩৪৬	৩০৫৮৬৫	২০৩৯১
তৈল জাতীয়																	
২২	সরিষা (উফশী)	৯১২০	২০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	২০২৪	২৬৪	১৩২০	৩০০৫৩	৩০০৫৩	১৫০২৬৫	৫০০৯
২৩	সয়াবিন(রবি)	২৩৮০	২১০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	৩০০০	৩২২০	৪২০	২১০০	২৬৬৪৫	২৬৬৪৫	১৩৩২২৫	৪৪৪১
২৪	চিনাবাদাম(রবি)	২৫৯৫	২৮৬০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	১০৭৫০	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৪০	১২০০	৩০৩৮৫	৩০৩৮৫	১৫১৯২৫	৫০৬৪
২৫	সূর্যমূখী	৯০৩০	৩০০	১২০০	০	৫০০	৩২০০	৩৯০০	৩০০০	৩০০০	২৯৯০	৩৯০	১৯৫০	২৯৪৬০	২৯৪৬০	২৯৪৬০	৪৯১০
ডাল জাতীয়ঃ																	
২৬	মুগডাল(খরিপ-১)	১৬৩০	৭২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২৭৬৫	২২৭৬৫	১১৩৮২৫	৩৭৯৪
২৭	মুগডাল (রবি)	১৬৩০	৭২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২৭৬৫	২২৭৬৫	১১৩৮২৫	৩৭৯৪
২৮	মাসকলাই(খরিপ)	৭২০	১০২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২০৮৫৫	২০৮৫৫	১০৪২৭৫	৩৪৭৬
২৯	হেলা	১৭১০	১৩২০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৫৫২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২১৪৫	২২১৪৫	১১০৭২৫	৩৬৯১
৩০	মসুর	২২১০	১২৩২	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২৩৮৫৭	২৩৮৫৭	১১৯২৮৫	৩৯৭৬
৩১	খেসারী	৭৪০	১০০০	৬০০	০	৫০০	৩২০০	৬৮২৫	৩০০০	৩০০০	১৮৪০	২৫০	১২০০	২২১৫৫	২২১৫৫	১১০৭৭৫	৩৬৯৩

বিঃ দ্রঃ পাট, মরিচ, পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ), শাক সবজি ও সূর্যমূখী ফসলের জন্য সর্বোচ্চ-১ একর এবং আলু ফসলের জন্য সর্বোচ্চ- ২.৫ একর এবং অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ- ৫ একর পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"ত"

ফসল ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচিঃ ১৪২৭-১৪২৮বাং/২০২০-২০২১ইং

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	
দানা শস্য ঃ					
১	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আষাঢ়-১৬ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
২	বোরো (উফশী)	১ কার্তিক-১ চৈত্র ১৫ অক্টোবর-১৫ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে-৩০ জুন	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
৩	গম (সেচসহ)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী- ১ মার্চ	১৬ আশ্বিন-১৫ কার্তিক ১ অক্টোবর-৩১ অক্টোবর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
অর্থকরী ফসল ঃ					
৪	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র-১ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	১৬ আশ্বিন (পরের বছর) ৩০ সেপ্টেম্বর (পরের বছর)
মসলা জাতীয় ফসলঃ					
৫	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
৬	পেঁয়াজ (বাল্ব)	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৭	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৭ চৈত্র (পরের বছর) ৩১ মার্চ (পরের বছর)
৮	পেঁয়াজ (প্রকৃত বীজ)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
শাক সবজি ঃ					
৯	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট- ৩০ আগস্ট	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১০	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ভাদ্র ১আগস্ট-৩০আগস্ট	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১১	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র ১ নভেম্বর-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
১২	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৭ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১৩	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৪	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ পৌষ (পরের বছর) ৩১ ডিসেম্বর (পরের বছর)
১৫	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র- ৩০ চৈত্র ১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল (পরের বছর)	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
১৬	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৭	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
১৮	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা (বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য)
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ শ্রাবণ (পরের বছর) ৩১ জুলাই (পরের বছর)
২০	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবতী ৬ মাস	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ বছর
	কন্দাল ফসল ঃ				
২১	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৭ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
তৈল জাতীয় ঃ					
২২	সরিষা (উফশী)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৩	সয়াবিন (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	-
২৪	চিনাবাদাম (রবি)	১ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
২৫	সূর্যমূখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টেবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন ১ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ বৈশাখ (পরের বছর) ৩০ এপ্রিল (পরের বছর)
ডাল জাতীয় ঃ					
২৬	মুগডাল (খরিপ-১)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৭ অগ্রহায়ণ-১৬ পৌষ ১ ডিসেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৭	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টেবর-১৫ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৭ শ্রাবণ- ১৫ ভাদ্র ১ আগস্ট-৩০ আগস্ট	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৮	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১ বৈশাখ-১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ এপ্রিল-১৫ মে	১৮ মাঘ (পরের বছর) ৩১ জানুয়ারী (পরের বছর)
২৯	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১ কার্তিক- ৩০ কার্তিক ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৬ আষাঢ় (পরের বছর) ৩০ জুন (পরের বছর)
৩০	মসুর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	-
৩১	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১ আশ্বিন-৩০ আশ্বিন ১৫ সেপ্টেম্বর -১৪ অক্টোবর	-

পরিশিষ্ট-"থ"

নেপিয়ার ঘাস উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ

১। **জমির প্রকৃতি ও চাষঃ** বেলে দোঁ-আঁশ মাটিতে ভাল চাষ করা যায়। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করে (১ বছর পর্যন্ত) ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের (১ বছর পর্যন্ত) জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
জমি লিজ	৪০,০০০/-
জমি তৈরী (চাষ উপযোগী প্রতি একর জমিতে ট্রাকটর, শ্রমিক ইত্যাদি) বাবদ খরচ	১৮,০০০/-
প্রতি একর জমিতে জৈব সার (১০০-১২০ মণ) বাবদ খরচ	১২,০০০/-
রাসায়নিক সারঃ (ইউরিয়া সার ১২০ কেজি, টি.এস.পি সার ৮০ কেজি, এম.পি সার ৪০ কেজি হিসেবে) বাবদ খরচ	৪,২৮০/-
৩০ দিন পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ (একরে ৪০ কেজি হিসেবে) খরচ	৬৪০/-
১ম কাটিং এর পর জমি তৈরী বাবদ খরচ	৬,২০০/-
২য় কাটিং এর পর জমি তৈরী বাবদ খরচ	৬,২০০/-
যন্ত্রপাতি ক্রয় (কোদাল, কাস্তে, নিরানি, হুজপাইপ ইত্যাদি) বাবদ খরচ	৭,০০০/-
নেপিয়ার কাটিং/মুথা (প্রতি শতাংশে ১৩০ টি হিসেবে মোট-১৩,০০০ কাটিং এবং প্রতি কাটিং ২৫ পয়সা হিসেবে আনুমানিক খরচ	৫,০০০/-
পানি সেচ বাবদ খরচ	২৪,০০০/-
পরিবহন খরচ	১২,০০০/-
ঘাস কাটিং শ্রমিক খরচ বাবদ	৩০,০০০/-
মোট খরচ = (একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত বিশ টাকা) মাত্র।	**১,৬৫,৩২০/-**

৩। এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য অনধিক **১,৬৫,৩২০/-** (একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত বিশ টাকা) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ এক একর জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করার জন্য খামারী জমি লিজ নিতে পারবেন এবং ঘাস চাষ বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এক একরের উপর অধিক জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষের জন্য প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।

৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।

৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/১"

ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার

১। ১ (এক) দিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের (৩০ দিন পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৫,০০,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৬০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	১,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	৩০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (প্রতি মাসে)	১৫,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (প্রতি মাসে)	৩০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	১৫,০০০/-
মোট (আট লক্ষ পনের হাজার টাকা মাত্র)	৮,১৫,০০০/-

৩। ১০০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য অনধিক ৮,১৫,০০০/- (আট লক্ষ পনের হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি ব্রয়লার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে ব্রয়লার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্রয়লার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।

৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ড সহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।

৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/২"

লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচার (খাঁচা পদ্ধতিতে)

১। ১ (এক) দিন বয়সের লেয়ার বাচ্চা ক্রয় করে পালনপূর্বক ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। প্রতি ১০০০টি লেয়ার মুরগি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন)	৬,০০,০০০/-
খাঁচা ক্রয় বাবদ	২,২৫,০০০/-
বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৫০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৫,৫০,০০০/-
খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	২০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১,১০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (৬ মাসের জন্য)	৪০,০০০/-
শ্রমিক বাবদ (৬ মাসের জন্য)	৮২,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩৫,০০০/-
মোট (সতের লক্ষ বার হাজার টাকা মাত্র)	**১৭,১২,০০০/-**

৩। ১০০০টি লেয়ার মুরগি পালনের জন্য অনধিক ১৭,১২,০০০/- (সতের লক্ষ বার হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার মুরগির খামার (নতুন) তৈরিতে ঘর তৈরি বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, ১০০০ এর অধিক পরিমাণে লেয়ার মুরগির খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার মুরগি উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।

৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ড সহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।

৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

পরিশিষ্ট-"দ/৩"

১০০০ টার্কি পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ

১। একদিন বয়সের টার্কির বাচ্চা ক্রয় করে পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ১০০০টি টার্কি পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
১ দিনের বাচ্চা ক্রয় বাবদ (পরিবহনসহ)	৩,৭৫,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ	৫,৭৫,০০০/-
খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	৩০,০০০/-
ঔষধ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১,৮০,০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৩০,০০০/-
কর্মচারী/ শ্রমিক বাবদ	৯০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	৩৫,০০০/-
মোট খরচ =	**১৩,১৫,০০০/-**
ঘর তৈরী বাবদ (প্রতিটি টার্কির প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ ৪ বর্গফুট হিসেবে ১০০০ টির জন্য প্রয়োজন ৪,০০০ বর্গফুট) প্রতি বর্গফুটের ব্যয় ৪০০.০০ টাকা ধরে।	১৬,০০,০০০/-
সর্বমোট খরচ =	২৯,১৫,০০০/-

৩। টার্কি পালনে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিজস্ব জমি এবং সেড নির্মাণ থাকতে হবে।
৪। ১০০০ টি টার্কি পালনের জন্য উপরোক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।
৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ড সহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।
৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এর চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/৪"

৫০ টি ভেড়া পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। ৫-১২ মাস বয়সের ভেড়া ক্রয় করে পালন পূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ৫০টি ভেড়া পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাশের দ্বারা তৈরী)	৫০,০০০/-
৫০টি ভেড়ার মূল্য (৫-১২ মাস বয়সের প্রতিটি ৩,০০০/- হিসেবে)	১,৫০,০০০/-
পরিবহন খরচ	১০,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	২০,০০০/-
শ্রমিক খরচ	১,৮০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	২,৮০,০০০/-
মোট খরচ = (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র।	**৭,০৫,০০০/-**

৩। ৫০ টি ভেড়ার জন্য অনধিক ৭,০৫,০০০/- (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ভেড়ার খামার নতুন ঘর তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমাণ ভেড়ার খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।
৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।
৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/৫"

৫০ টি ছাগল পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। ১২-১৫ মাস বয়সের ছাগল ক্রয় করে পালনপূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ৫০টি ছাগল পালনের (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ এককালীন (ছন ও বাশের দ্বারা তৈরী)	৫০,০০০/-
৫০টি ছাগলের মূল্য (১২-১৫ মাস বয়সের @ ৩,০০০/- হিসেবে)	১,৫০,০০০/-
ছাগলের পরিবহন খরচ	১০,০০০/-
খাবার পাত্র ও পানির পাত্র	২০,০০০/-
শ্রমিক খরচ	১,৮০,০০০/-
টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
দানাদার খাদ্য/ কাঁচা ঘাস ক্রয় বাবদ	২,৮০,০০০/-
মোট খরচ = (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র।	**৭,০৫,০০০/-**

৩। ৫০ টি ছাগল পালনের জন্য অনধিক ৭,০৫,০০০/- (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ৫০টি ছাগল এর খামার এর জন্য ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ৫০ টির অধিক পরিমাণ ছাগলের খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ছাগল উৎপাদন এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।
৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।
৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/৬"

২০ টি গরু মোটাতাজাকরণ এর জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৬ মাসের জন্য)

১। দেড় থেকে দুই (১.৫-২.০) বছর বয়সের ষাড় বাছুর ক্রয় করে পালন পূর্বক মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর (৬ মাস পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

	খরচের বিবরণী	টাকা
১	প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
২	ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৩০০০/- হিসেবে	২,৪০,০০০/-
৩	২০টি ষাড় বাছুর মূল্য (১.৫-২.০ বছরের প্রতিটি ৪০,০০০/- হারে)।	৮,০০,০০০/-
৪	যন্ত্রপাতি (চপার মেশিন, ফিড মিক্সার মেশিন)	১,৫০,০০০/-
৫	পরিবহন খরচ, খাদ্যের পাত্র ইত্যাদি	৩০,০০০/-
৬	খাদ্য খরচ (প্রতিটি গরু ৭৫/- টাকা হারে ১৮০ দিনের জন্য)	২,৭০,০০০/-
৭	শ্রমিক খরচ	১,০৮,০০০/-
৮	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা	৩০,০০০/-
৯	বিদ্যুৎ, জ্বালানী	৩০,০০০/-
	মোট খরচ = (ষোল লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা মাত্র	১৬,৫৮,০০০/-

৩। ২০ টি গরু মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) এর জন্য অনধিক ১৬,৫৮,০০০/- (ষোল লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গরু-মোটাতাজাকরণ (মাংস উৎপাদন) খামার এর জন্য খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ গরু-মোটাতাজাকরণ খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গরু-মোটাতাজাকরণ খামার উৎপাদনে অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।
৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।
৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/৭"

২০ টি গাভী লালন পালনের জন্য সম্ভাব্য খরচ এবং ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ (৩ বছরের জন্য)

১। ১ম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী (২-২.৫ বছর) বয়সের গাভী পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।
২। প্রতি ২০টি গাভী পালনের (৩ বছর পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

খরচের বিবরণী	টাকা
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) ৮০ বর্গ মিটার প্রতি বর্গমিটার ৩০০০/- হিসেবে	২,৪০,০০০/-
২০টি ১ম বাচ্চা দানের দুধালো গাভী প্রতিটি ৮০,০০০/- হিসাবে।	১৬,০০,০০০/-
খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ (প্রতি কেজি @ ৮৫/-হিসাবে ৩ বছর)	১৮,৬২,০০০/-
যন্ত্রপাতি (চপার, মিল্কিং মেশিন, মিল্ক ক্যান, হুজ পাইপ, পাম্প ইত্যাদি)	২,৫০,০০০/-
টিকা, ঔষধ, ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বাবদ খরচ	১,৫০,০০০/-
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ	৩৬,০০০/-
শ্রমিক বাবদ	৬,৫৭,০০০/-
পরিবহন খরচ	৫০,০০০/-
অন্যান্য খরচ	২০,০০০/-
মোট খরচ = (আটচল্লিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা মাত্র।	৪৮,৬৫,০০০/-

৩। ২০ টি গাভী পালনের জন্য অনধিক ৪৮,৬৫,০০০/- (আটচল্লিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গাভীর ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) নতুন তৈরীতে খামারীর নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং ঘর তৈরী বাবদ (এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ এর অধিক পরিমাণ ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে ডেইরী ফার্ম (দুগ্ধ উৎপাদন) এর অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।
৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) ঋণ সমন্বয় করতে হবে।
৮। ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তা সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/৮"

২০টি গয়াল পালনের জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ-

১। ১-১.৫ বছর বয়সের ষাড় গয়াল ক্রয় এবং পালন করে মাংস উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। ২০টি গয়াল মোটাতাজাকরণের (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলনঃ-

ক্রঃ নং	খরচের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
০১	প্রয়োজনী জমি	নিজস্ব
০২	ঘর তৈরী বাবদ ব্যয় (এক কালীন)-১২০বর্গ মিটার, প্রতি ব.মি ২৫০০/-	৩,০০,০০০/-
০৩	২০টি ষাড় গয়াল (১.০-১.৫ বছর বয়সের) প্রতিটি ৬০,০০০/-হারে ব্যয়	১২,০০,০০০/-
০৪	খাদ্য (প্রতিটির জন্য দৈনিক ১০০/- হারে) ১৮০ দিনের জন্য ব্যয়	৩,৬০,০০০/-
০৫	টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
০৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ (০৬ মাসের জন্য)	২০,০০০/-
০৭	শ্রমিক বাবদ খরচ	১,২০,০০০/-
০৮	পরিবহন, খাদ্য পাত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খরচ	৫০,০০০/-
০৯	অন্যান্য খরচ	২০,০০০/-

মোট খরচ= ২০,৯০,০০০/-(বিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)

৩। ২০টি গয়াল পালনের জন্য অনধিক ২০,৯০,০০০/-(বিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ২০টি গয়ালের খামার (নতুন) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ(এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ২০ টির অধিক পরিমাণ গয়াল পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে গয়াল পালন খামার সৃজন অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচ্য নয়।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনে নারী, প্রান্তিক খামারী ও পার্বত্য অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ০৬(ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা পাবেন।

৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) গ্রহণকৃত ঋণ সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে।

৮। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"দ/৯"

১০০০টি তিতির পালনের (মেঝে পদ্ধতিতে) জন্য ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাচারঃ

১। ০১(এক) দিন বয়সের বাচ্চা ক্রয় এবং পালন করে ডিম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে।

২। ১০০০টি লেয়ার তিতির পালনের (০৬ মাস পর্যন্ত) উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রাক্কলনঃ-

ক্রঃ নং	খরচের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
০১	ঘর তৈরী বাবদ ব্যয় (এককালীন)-টিনশেড পাকা ফ্লোর	৬,৫০,০০০/-
০২	লিটার(তুষ) ও চুন ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
০৩	বাচ্চা ক্রয় বাবদ ব্যয়	১,০০,০০০/-
০৪	খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয়-০৬ মাসের জন্য	৬,৫০,০০০/-
০৫	খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
০৬	টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
০৭	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খরচ(০৬ মাসের জন্য)	৩০,০০০/-
০৮	শ্রমিক বাবদ খরচ	৯০,০০০/-
০৯	অন্যান্য খরচ	৩০,০০০/-

মোট খরচ=১৬, ১০,০০০/-(ষোল লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)

৩। ১০০০টি লেয়ার তিতির পালনের জন্য অনধিক ১৬,১০,০০০/-(ষোল লক্ষ দশ হাজার) টাকা উক্ত স্কীমের অধীনে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। স্বল্প পরিসরে সর্বোচ্চ ১০০০টি লেয়ার তিতির খামার (নতুন) তৈরীতে ঘর তৈরী বাবদ(এককালীন) প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ১০০০ টির অধিক পরিমাণ লেয়ার তিতির পালন খামার অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে বা বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার তিতির পালন খামার সৃজন অবকাঠামোগত ব্যয়ে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে বিবেচ্য নয়।

৫। সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহিতা নির্বাচনে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা অনধিক ০৬(ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা পাবেন।

৭। ঋণ গ্রহিতাকে ৩৬-৫৪ মাসের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ডসহ) গ্রহণকৃত ঋণ সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে।

৮। ব্যাংকের শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্যাদি সরবরাহ করবে।

জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-"ধ/১"

মৎস্য উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪২৭-১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২০২০-২০২১ খ্রি.

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তির নাম	খতওয়ারী একর প্রতি উৎপাদন খরচ												একর প্রতি ঋণের পরিমান	মন্তব্য
		উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর সংস্কার	পুকুর লীজ/ভাড়া	মাছের পোনা	সার (জৈব/অজৈব)	সম্পূরক খাবার	ঔষধ/ রাসায়নিক	শ্রমিক মজুরী	বিদ্যুৎ খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কার্প মিশ্র চাষ	১২ মাস	১০০০০	২০০০০	৪০০০০	২০০০	৩০০৩৩০	১০০০০	১২০০০০	৩৬০০	১০০০০	৮০০০	৫২৩৯৩০	৫২৩৯৩০	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে
২	কার্প ও গলদা মিশ্র চাষ	১২ মাস	১০০০০	২০০০০	৫৪০০০	২৫০০	২৯০৮৬০	১২০০০	১২০০০০	৩৬০০	৮০০০	৮০০০	৫২৮৯৬০	৫২৮৯৬০	
৩	মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১০০০০	১০০০০	৩৭৫০০	২৫০০	৪৯০৭৩৯	১০০০০	৪৫০০০	১২০০	৮০০০	৮০০০	৬২২৯৩৯	৬২২৯৩৯	
৪	পাঙ্গাস চাষ	১২ মাস	১০০০০	২০০০০	৩৬০০০	২০০০	৯৮৭৫৬৪	১০০০০	১২০০০০	৩৬০০	৮০০০	২০০০০	১২১৭১৬৪	১২১৭১৬৪	
৫	কৈ চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	২০০০	৪০০০০০	১০০০০	৪০০০০	১৫০০	১২০০০	১৫০০০	৫৫০৫০০	৫৫০৫০০	
৬	শিং চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১০০০০	১০০০০	৬০০০০	২০০০	১৪০০০০	১০০০০	৪০০০০	১২০০	১০০০০	১৫০০০	২৯৮২০০	২৯৮২০০	
৭	মাগুর চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	২০০০	১৫০০০০	১০০০০	৪০০০০	১৮০০	১০০০০	১৫০০০	২৯৮৮০০	২৯৮৮০০	
৮	গুলশা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১০০০০	১০০০০	৭০০০০	২০০০	১০০০০০	১০০০০	৬০০০০	১৮০০	১০০০০	১০০০০	২৮৩৮০০	২৮৩৮০০	
৯	পাবদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১০০০০	১০০০০	৭০০০০	২০০০	১০০০০০	১০০০০	৬০০০০	১৮০০	১০০০০	১০০০০	২৮৩৮০০	২৮৩৮০০	
১০	খাঁচায় মাছের চাষ	৭ থেকে ৮ মাস	২০০০০০ (১০টি খাঁচা স্থাপন)		৪০০০০	০	৪৩২০০০	০	১০০০০	০	০	০	৬৮২০০০ (১০টি খাঁচা)	৬৮২০০০	
১১	পেনে মাছের চাষ	৬ থেকে ১২ মাস	১০০০০০ (১ একরে পেন স্থাপন)	৮০০০	১০০০০০	০	৫০০০০	৫০০০	০	০	১০০০০ (শ্রমিক মজুরিসহ)	১০০০০	২৮৩০০০	২৮৩০০০	

পরিশিষ্ট-"ধ/২"

বাগদা চাষ ও বাগদা চাষ (ক্লাষ্টার ফার্মিং) এর উৎপাদন পঞ্জিকা ও নিয়মাচার

ক্রমিক নং	চাষ প্রযুক্তি	উৎপাদন পঞ্জিকা	পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	পুকুর লীজ/ ভাড়া	যন্ত্রপাতি/ পানির পাম্প	প্রশিক্ষণ	জীবানুনাশক (চুন/ ব্লিচিং)	মাছের পোনা বা চিংড়ি পিএল	সার (জৈব/ অজৈব)	সম্পূরক খাদ্য	ঔষধ/ রাসায়নিক/ প্রোবায়োটিক	শ্রমিক/ ব্যবস্থাপক মজুরী	বিদ্যুৎ/ জ্বালানি খরচ	বিবিধ ব্যয়	মাছ আহরণ পরিবহণ ও বিক্রয়	একর প্রতি মোট খরচ	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
১	বাগদা চাষ	৪ থেকে ৫ মাস	১১৫০০০	২০০০০	১০০০০০	০০	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০	৬৫০০০	১৫০০০	৪০০০০	৬০০০	১০০০০	৯০০০	৪২৫০০০	৪২৫০০০	চাষ পদ্ধতি বিশেষত মজুদ ঘনত্ব ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন খরচ পরিবর্তিত হতে পারে।
২	বাগদা চাষ (ক্লাষ্টার ফার্মিং)	৪ থেকে ৫ মাস	১১৫০০০	২০০০০	১৭৫০০	০০	১৫০০০	১৫০০০	১০০০০	৬৫০০০	১০০০০	১৫০০০	৬০০০	১০০০০	৯০০০	৩০৭৫০০	৩০৭৫০০	

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচারঃ ১৪২৭-১৪২৮ বাং/২০২০-২০২১ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়) সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক /হাল	বেড তৈরীর শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য ২.৫ এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
শাক সবজি													
১	শিম	-	৭০০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৩০০	২৪২৩০০	১২১১৫০০	৪০৩৮৩
২	লাল শাক	-	৫০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১০০	২২৮১০০	১১৪০৫০০	৩৮০১৭
৩	পালং শাক	-	২০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮০০	২২৭৮০০	১১৩৯০০০	৩৭৯৬৭
৪	কলমী শাক	-	২০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮০০	২২৭৮০০	১১৩৯০০০	৩৭৯৬৭
৫	লাউ	-	২০০	-	২০০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৮০০	২৪৭৮০০	১২৩৯০০০	৪১৩০০
৬	ফুলকপি	-	৯০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫০০	২২৮৫০০	১১৪২৫০০	৩৮০৮৩
৭	বাঁধাকপি	-	৯০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮৫০০	২২৮৫০০	১১৪২৫০০	৩৮০৮৩
৮	বরবটি	-	১৪০০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৫০০০	২৩৫০০০	১১৭৫০০০	৩৯১৬৭
৯	বেগুন	-	১৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৫০	২২৭৭৫০	১১৩৮৭৫০	৩৭৯৫৮
১০	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	-	১৫০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৭৫০	২৩৩৭৫০	১১৬৮৭৫০	৩৮৯৫৮
১১	টমেটো (রবি)	-	১৫০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৩৩৭৫০	২৩৩৭৫০	১১৬৮৭৫০	৩৮৯৫৮
১২	শশা	-	১৫০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭৫০	২৪১৭৫০	১২০৮৭৫০	৪০২৯২
১৩	উচ্ছে/করল্লা	-	১১০০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪২৭০০	২৪২৭০০	১২১৩৫০০	৪০৪৫০
১৪	ঢেঁড়স	-	৩০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৯০০	২২৭৯০০	১১৩৯৫০০	৩৭৯৮৩
১৫	মিষ্টিকুমড়া	-	১৪০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৪০	২২৭৭৪০	১১৩৮৭০০	৩৭৯৫৭
১৬	ঝিংগা	-	১৪০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭৪০	২৪১৭৪০	১২০৮৭০০	৪০২৯০
১৭	চিচিঙ্গা	-	১০০	-	১৪০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪১৭০০	২৪১৭০০	১২০৮৫০০	৪০২৮৩
১৮	পুঁইশাক	-	৫০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৮১০০	২২৮১০০	১১৪০৫০০	৩৮০১৭
১৯	ডাটা	-	১৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৭৫০	২২৭৭৫০	১১৩৮৭৫০	৩৭৯৫৮
২০	ক্যাপসিকাম	-	১২০০০	-	৬০০০	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৫৬০০	২৪৫৬০০	১২২৮০০০	৪০৯৩৩
২১	ব্রোকলি	-	১৮০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৯৪০০	২২৯৪০০	১১৪৭০০০	৩৮২৩৩

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ	সেচ	মাচা/ খুঁটি /বরজ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক /হাল	বেড তৈরীর শ্রমিক বাবদ	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে পরিচর্যার জন্য শ্রমিক বাবদ	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য ৫ একর ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য ২.৫ এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মসলা জাতীয় ফসল													
২২	মরিচ	-	২৫০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২২৭৮৫০	২২৭৮৫০	১১৩৯২৫০	৩৭৯৭৫
২৩	পেঁয়াজ	-	২০০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৪৭৬০০	২৪৭৬০০	১২৩৮০০০	৪১২৬৭
২৪	হলুদ	-	৮৫০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	৩১২৬০০	৩১২৬০০	১৫৬৩০০০	৫২১০০
২৫	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	-	৫০০০০	-	-	-	-	২২০০০০	৭৬০০	২৭৭৬০০	২৭৭৬০০	৬৯৪০০০ (২.৫ একরের জন্য ঋণ)	৪৬২৬৭ (সর্বনিম্ন ঋণ)

বি: দ্র: পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন) এর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এবং অন্যান্য ফসলের জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-"প"

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচীঃ ১৪২৭-১৪২৮ বাং/২০২০-২০২১ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
শাক সবজি ঃ				
১	শিম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
২	লালশাক	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ	১৬ কার্তিক-১৭ চৈত্র	১৫ আশ্বিন
		১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ সেপ্টেম্বর
৪	কলমি শাক	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
৫	লাউ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৬	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
৭	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
৮	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র	৩০ কার্তিক
		১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	১৫ নভেম্বর
৯	ঢেঁড়স	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১০	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১১	টমেটো	৩১ শ্রাবণ -১৭ পৌষ	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র	১৪ আশ্বিন
		১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	৩০ এপ্রিল
১২	টমেটো (গ্রীষ্মকালীন)	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৩	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৪	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৫	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১৬	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
১৭	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ়	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ মার্চ-৩১ মার্চ	৩১ মে-৩০ জুন	৩০ নভেম্বর
১৮	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
১৯	চিচিঙ্গা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
২০	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৬ অগ্রহায়ণ
		১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩০ নভেম্বর
২১	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
২২	ব্রোকলি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন	১৫ আষাঢ়
		১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	৩০ জুন
মসলা জাতীয় ফসলঃ				
২৩	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
২৪	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই
২৫	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ	১৫ শ্রাবণ
		১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১ এপ্রিল-৩১ মে	৩১ জুলাই (পরের বছর)
২৬	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ	১৭ অগ্রাহায়ণ-১৭ মাঘ	১৫ আষাঢ়
		১ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	৩০ জুন
২৭	পেঁয়াজ (বীজ উৎপাদন)	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট- 'ফ'

সোলেনামা

(কার্টিজ পেপারে নির্ধারিত দরখাস্তের কোর্ট ফি দিয়ে সম্পাদন)

(সোলেনামার মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তির জন্য সোলেনামার নমুনা)

মোকাম ঃ সার্টিফিকেট অফিসার, সার্টিফিকেট আদালত, ...।
সার্টিফিকেট মোকদ্দমা নং ....।
১ম পক্ষ ঃ ব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড,..........................শাখা,.........................। ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক।
২য় পক্ষ ঃ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিগণের নাম ঃ ....
পিতার নাম ঃ... মাতার নাম ঃ...
গ্রাম ঃ.................................. ডাকঘর ঃ........................... উপজেলা ঃ ....
জেলা ঃ ....। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশগণ।

১ম পক্ষ কর্তৃক .... তারিখে ২য় পক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ সময়মত পরিশোধ না করায় বিগত .... তারিখের হিসাবানুযায়ী .... টাকা আদায়ের নিমিত্তে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেট মোকদ্দমা/মামলা নং .... তারিখ .... দায়ের করা হয়, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

সার্টিফিকেট মামলাটি উত্তোলন/প্রত্যাহার/নিস্পত্তিপূর্বক ২য় পক্ষ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার ওয়ারিশগণ কর্তৃক ঋণটি পরিশোধের নিমিত্তে পুনঃতফসিলকরণ সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিলে নিম্ন বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে উহাতে সম্মত হইয়া বিজ্ঞ আদালতে অত্র সোলেনামা দাখিল করিলাম।

শর্তাবলী ঃ

০১। ২য় পক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঋণের সমুদয় পাওনা আগামী .... তারিখের মধ্যে এককালীন/ বার্ষিক/ষান্মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিবেন।
০২। ২য় পক্ষ হালনাগাদ মামলা ও অন্যান্য খরচ বাবদ .... টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।
০৩। ২য় পক্ষ কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত ঋণটির সমুদয় পাওনা উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের নিকট হতে ঋণের সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে পুনরায় সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে/মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিত হইবে।
০৪। মামলা/মোকদ্দমার খরচ ২য় পক্ষ বহন করিবেন।
০৫। অত্র সোলেনামার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট মামলাটি প্রত্যাহার/নিস্পত্তি হইবে এবং অত্র সোলেনামার দরখাস্তটি বিজ্ঞ আদালতের আদেশের একটি অংশ মর্মে গণ্য হইবে।

আমরা উভয় পক্ষ এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র সোলেনামার বিষয়বস্তু দেখিয়া, পড়িয়া, বুঝিয়া এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিয়া অত্র সোলেনামায় অদ্য .... ইং তারিখে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নিজ নিজ নাম সহি সম্পাদন করিলাম।

সাক্ষীগণ	১ম পক্ষ	২য় পক্ষ
১।		
২।		

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা